মাওলানা মেহবুব সাহেবের কিস্তি সমগ্র

নিজামুদ্দিন মারকাজ ও মাওলানা সাদ সাহবের বিরুদ্ধে কথিত আলমী শূরাদের ষড়যন্ত্র ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক মাওলানা মেহবুবের বিভিন্ন বয়ানের কিস্তির সঙ্কলন।

মাওলানা মেহবুব সাহেব

9/20/2018

কথাগুলো লন্ডনের মাওলানা মেহবুব সাহেবের বিভিন্ন বিশ্লেষণ মূলক বয়ান থেকে নেয়া। বর্তমানে তাবলীগের এই মহান মেহনত যে এক গভীর সংকটে নিমজ্জিত , এর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারাবাহিক ভাবে কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লহ। তিনি ভারতের হায়দারাবাদে জন্মগ্রহন করে। দারুল উলুম দেওবন্দে পড়াশুনা করেন। ১৯৭৮ সালে নিজামুদ্দিন থেকে সাল লাগান। দীর্ঘদিন তিনি হযরতজী ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহির খাদেম। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে তাঁকে পরামর্শ মোতাবেক লন্ডনে পাঠানো হয়।

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

মুহতারাম মাওলানা মেহবুব সাহেব দামাত বারকাতুহুম এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আগেই দেয়া হয়েছে। তিনি শুরুতেই নিজের কিছু বর্ণনা দিয়েছেন এবং তাঁর কিস্তি সমূহ লেখার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। আমরা একটু পরেই তা দেখব ইনশা আল্লাহ।

তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের সূর্য সন্তান। তাঁর সহপাঠী এবং সমসাময়িক অনেকেই দারুল উলূম ও অন্যান্য বিভিন্ন ইলমী মারকাজের অধ্যাপনা ও পরিচালনা পর্ষদ তথা মজলিসে শূরাসহ অন্যান্য খেদমতে রয়েছেন। ১৯৭৮ সালে আল্লাহর রাস্তায় সাল লাগানোর পরে তিনি দীর্ঘদিন হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহির খিদমতে ছিলেন। নিজামুদ্দিন মারকাজে তিনি মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব হাফিজহুমুল্লহ-এর সমসাময়িক। এছাড়া তিনি ইউরোপের তাবলীগের প্রাণ পুরুষ হাফেজ প্যাটেল সাহেব রহিমাহুমুল্লহ-এরও খাদেম ছিলেন। তাঁরই চাহিদা মোতাবেক হযরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহি মাওলানা মেহবুব সাহেবকে লন্ডনে হিজরত করার নির্দেশ দেন।

মাওলানা মেহবুব সাহেব নিজেই তাঁর বিভিন্ন সুত্র থেকে বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেন। তিনি তাঁর সকল কিস্তির দায় গ্রহণ করেছেন। এবং এসব কিস্তির ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে ওপেন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সম্প্রতি মাওলানা সাইয়্যেদ আরশাদ মাদানী হাফিজহুমুল্লহ-এর ব্রিটেন সফর কালে তাঁকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ গ্রহণের আহবান করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি শিডিউল ব্যস্ততার অজুহাতে অপারগতা জানান।

মুহতারাম মাওলানা মেহবুব সাহেব দামাত বারকাতুহুম বেশ কিছু বিষয়বস্তু তাঁর কিস্তি সমুহে নিয়ে এসেছেন। এসব কিস্তি থেকে আমরা বিষয় ভিত্তিক কিছু লেখা সঙ্কলন করেছি। নিজামুদ্দিনের বিরোধ, নিজামুদ্দিন মারকাজ ধ্বংসের ষড়যন্ত্র, আলমী শূরার গঠন, তাঁদের বর্তমান হাল হকিকত, আলমী শূরাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দারুল উলূমের অপব্যবহারসহ বিভিন্ন বিষয় ফুতে উঠেছে এই কিস্তি সমুহে। এর সাথে প্রাসঙ্গিক আমরা নিজামুদ্দিনের অন্যতম মুকীম হাফেজ ইয়াসীর সাহেব এবং মুফতী নাওওয়ালুর রহমান সাহেবের দুটি মুজাকারাও যোগ করেছি।

উল্লেখ্য মাওলানা মেহবুব সাহেবের কিস্তিসমূহ ব্রিটেনের প্রেক্ষাপটের উপরে লিখিত। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য কিছুটা সম্পাদনা করা হয়েছে। মোট সম্পাদনার পরিমাণ ৫% অতিক্রম করে নি।

নিজামুদ্দিন মারকাজ ধ্বংসের অশুভ চক্রান্ত

আমাদের বড়দের পক্ষ থেকে নসীহতঃ

একদফা মিয়াজী আব্দুর রহমান সাহেব সালের জামাতে চলতে থাকা কিছু আলেমদের রওনেগী হেদায়েত দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, “এই মেহনত এখন খুব দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে। খুব সহজেই যে কেউ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করছে এবং বিখ্যাত হচ্ছে। মানুষজন তার গল্প বলতে শুরু করে , প্রশংসা গাইতে শুরু করে। লোকজন বিভিন্ন হাদিয়া তোহফা দেয়া শুরু করে। এহেন উন্নতি সত্ত্বেও যদি কেউ মারকাজ এবং মারকাজের হযরতদের সাথে ভালোবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখে তাহলে সে তাঁদের ফয়েজ থেকে উপকৃত হতে পারবে এবং নিজেকে সজীব এবং সক্রিয় রাখতে পারবে।

মারকাজের হযরতদের উদাহরণ হল , এক ব্যক্তির মত যে ঘুড়ি উড়ায়। আর আপনাদের উদাহরণ হল ঘুড়ির মত। যদি ঘুড়ি এত উপরে পৌঁছে যায় যেন সে স্বাধীন উড়ছে , তখন যদি ঘুড়ি নিচের নাটাইওয়ালার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয় , তবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, সে তৎক্ষণাৎ ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। কোথায় সে চলে যাবে , কোথায় গিয়ে আটকাবে, তার ব্যাপারে কোনই নিশ্চয়তা দেয়া যায় না।

নিজামুদ্দিন আমাদের মারকাজ। কিছু হযরত তাঁদের জিন্দেগী কুরবানী দিয়ে এখানে খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। তাঁরা দাওয়াতের বিভিন্ন তাকাজায় আপনাদের ব্যবহার করছেন ... এর ফলাফল হল আপনারা একসময় আকাশসম উচ্চতায় পৌঁছে যাবেন, মশহুর হবেন। আপনাদের নিয়ে হইচই হবে। লোকজন মুসাফাহা করার জন্য দৌড়ে আসবে। এ সময়ে মারকাজ

এবং মারকাজের হযরতদের আপনার নজরে ছোট মনে হতে পারে , যেমন সুউচ্চ আকাশে উড্ডীয়মান ঘুড়ির চোখে জমিনের সবকিছু ছোট মনে হয়। সে সময় তাঁদের প্রতি আপনি ততটুকু নিষ্ঠাবান থাকবেন না, যতটুকু আগে ছিলেন। এরপর শিগগিরই এই নিষ্ঠা আস্তে আস্তে কমতেই থাকবে যতক্ষণ না এই বিশ্বাস আসবে যে , তারাও মানুষ, আমরাও মানুষ। মনে হবে যে তারা আমাদের মাত্র একস্তর উপরে। এরপর এক পর্যায়ে আপনি তাদের আপনার মতোই মনে করবেন। এবং এরপর খুব শিগগিরই মনে করবেন আপনি উপরে তারা নিচে। এভাবেই অবনতি চলতে থাকবে।

কারণ আপনার নফস বলবে , 'আরে তুমি একটা নামি লোক।' (তোমার ক্যাসেট বিক্রী হচ্ছে , সোশ্যাল মিডিয়ায় তোমাকে নিয়ে লোকজন হইচই করছে।) এরপর যদি মারকাজের কেউ আপনার ভালাই ও উন্নতির জন্য সংশোধন বা শিক্ষা মূলক কোন নির্দেশনা দেন , তখন আপনি খুবই অপছন্দের সাথে তাঁদের প্রত্যাখ্যান করবেন। পরবর্তীতে আপনি তাঁদের প্রতি খোলাখুলি ভাবে ঘৃণা প্রকাশ করবেন। এক পর্যায়ে মারকাজের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার মত অবস্থায় পৌঁছে যাবেন। আপনি তাঁদের দোষ খুঁজতে লেগে যাবেন। তাহলে জেনে রাখুন আপনার ধ্বংসের ফয়সালা হয়ে গেছে। কেউ এই ফয়সালা পরিবর্তন করতে পারবে না।"

১৯৭৮ সালে সেই মজলিসে আমরা ৩৭ জন ছিলাম।

আমরা মিয়াজীর সামনে ওয়াদা করে ছিলাম , "ইনশাআল্লহ , আমরা মারকাজ এবং মারকাজের হযরতদের উপরে নিষ্ঠাবান থাকবো।" আমার আরো মনে আছে ১৯৮৫ সালে যখন আমাকে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়েছিল , কাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব বারংবার বলছিলেন , "তোমার দ্বারা আজীব

কাজ নেয়া হবে।" বহু বছর আমি ভাবতাম , প্রকৃত আল্লহর ওলীগণ কখনো কখনো সরাসরি আল্লহ থেকেই কথা বলেন। তো আমার দ্বারা কি কাজ নেয়া হবে?

এরপর, যখন এই 'আলমী শূরা' ফিৎনা শুরু হল এবং পরিস্থিতি খারাপ হতে লাগলো, আমি সেই কথা গুলো স্মরণ করলাম এবং উপলব্ধি করলাম:
১. আমি মিয়াজী আব্দুর রহমান সাহেবের সামনে যা ওয়াদা করেছিলাম
২. কাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেবের সেই কথা গুলো।

আমি দুটোই বুঝতে পারলাম। আল্লহর দিকে রুজু হলাম , কিভাবে এই কাজ সম্পন্ন হবে। আমি স্বপ্নে দেখলাম , কলমের চেয়ে শক্তিশালী কিছু নেই। আমি লিখতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু বহুদিন যাবৎ বুঝতে পারছিলাম না কি লিখব, কিভাবে লিখব। (একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে) আমি এই কিস্তির শব্দগুলো বেছে নিলাম এবং লেখা শুরু করলাম।

আমাকে কঠোরভাবে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন ভাবে হুমকি মূলক উড়ো ফোন কল , মেসেজ পেয়েছি, পেরেশানীতে পড়েছি, গালিগালাজ শুনেছি; এভাবে বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি। তা সত্ত্বেও এসব লোকের জন্য খুব দুআ করতে থেকেছি।

ভারত থেকে খুবই মশহুর একজন আলেম আমাকে মেসেজ দিয়েছেন , "আমার এক আত্মীয় আমাকে তোমার বয়ানের কিস্তি পাঠিয়েছে। আমি পড়েছি। আমি কট্টর আলমী শূরাপন্থী ছিলাম। আমি তোমার কথা ভুল প্রমাণে উদ্যত হলাম। তোমার একেকটা শব্দ খণ্ডন করতে লম্বা সময় লেগে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আমার বিবেক বলে উঠলো , সত্যকে উপেক্ষা করা মুনাফিকীর আলামত।"

আমি আমার পদ্ধতি পরিবর্তন করলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাকে এই কথা গুলো ভারতের সব আলেমদের কাছে পৌঁছাতে হবে। তাদের সবাইকে নিজামুদ্দিন নিতে হবে। এভাবে অসংখ্য আল্লহর ওলী আমাকে উৎসাহিত করেন। আল্লহ তাদের কবুল করেন।

তবে নিজের জীবন থেকে কারগুজারী শুনানো , এটা আসলে আমার উপর আল্লহর নিয়ামত প্রকাশ করা। যে কারো জন্য, অন্য কোন উদ্দেশ্যে এভাবে প্রচার করা ভুল।

প্রায় কয়েক শত কিস্তি লেখা হয়েছে। জানা নেই কোথায় কোথায় কারা কারা এগুলো পড়ছেন। এগুলো আমানত হিসাবে লেখা হয়েছে। ১০০% সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সূত্র এবং রেফারেন্স গুলো সঠিক এবং যথাযথ। সহজ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আমার কারো সাথে শত্রুতা নেই। বরং সকলেই আমার (সাথী)।

পাকিস্তান থেকে চক্রান্তের সূচনা।

"মুমিনদের অন্তর্দৃষ্টি ভয় কর , কেননা তারা আল্লহর নূর দ্বারা দেখেন।" (আল হাদীস)

পাকিস্তানে গঠিত আলমী শূরা যদি মেনে নেয়া হয় , তাহলে সাথে সাথে মারকাজ নিজামুদ্দিন চিরতরে বন্ধ এবং তালাবদ্ধ হয়ে যাবে।

আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের 'আমীর'এর মত নিয়ামত দিয়েছেন, হযরত মাওলানা সাদ সাহেব দামাত বারকাতুহুম, সেই অন্তর্দৃষ্টি, সেই নূরই তাঁকে পথ দেখিয়েছে – তিনি এই 'আলমী শূরা' গ্রহণ করেন নি, এক মুহূর্তের জন্যও নয়।

এই অশুভ শক্তির পিছনে থাকা কুটিল পলিটিক্যাল মানুষগুলো মৌলভী আহমদ লাট সাহেবকে এভাবে ফুঁসলায় যে , আপনাকে কিছু করতে হবে না, কিছুই বলতে হবে না। মাওলানা সাদ সাহেব এই ডকুমেন্ট সাইন করতে না করতেই আলমী শূরা গঠিত হয়ে যাবে এবং মারকাজ নিজামুদ্দিনে তালা লেগে যাবে।

মাওলানা আজাদ সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহি ড. বল্লভ ভাই প্যাটেল সাহেবকে সাথে নিয়ে হযরতজী মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহির সাথে এক সমঝোতায় স্বাক্ষর করেন যে , *“মারকাজ নিজামুদ্দিনের সাথে পাকিস্তানের হযরতদের সরাসরি সম্পর্ক থাকবে না। তারা নিজামুদ্দিনের কোন দায়িত্বে থাকবেন না।”* মাওলানা সাদ সাহেবও বেশ দৃঢ়তার সাথে সিদ্ধান্ত নেন এবং আলমী শূরা গ্রহণ করেন নি।

তিনি দিল্লী ফিরে উপরে উল্লেখিত সমঝোতার ব্যাপারে জানতে পারেন। অর্থাৎ তিনি আগে থেকে না জেনেই দৃঢ় অবস্থান নেন। এটাই তাঁর কারামত।

আলমী শূরা গ্রহণ করে নিলে তৎক্ষণাৎ ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট মাওলানা সাদ সাহেবকে শত্রু রাষ্ট্রের এজেন্ট হিসাবে চিহ্নিত করত।

প্রত্যক্ষ ফলাফল এই হত যে নিজামুদ্দিন মারকাজ বন্ধ হয়ে যেত। এবং রাইবেন্ড মারকাজের অভ্যন্তরীণ (এক বিশেষ মহল) পলিটিক্যাল গ্রুপের ৫০ বছরের ষড়যন্ত্র সফল হয়ে যেত। মাওলানা লাট সাহেব হতেন ‘হযরত’। মাওলানা তারিক জামিল সাহেব হয়ত মাওলানা উমার পালানপুরী রহমাতুল্লহির মর্যাদা ও অবস্থান পেতেন। নাঈম বাট সাহেব হতেন মিডিয়ার পোষ্য।

বাস্তব কথা হল 'ইমারত' ধ্বংসের কু-পরিকল্পনা আরো আগে থেকেই চলে আসছে, সেই মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লহি আলাইহির জামানা থেকেই।

হযরত মাওলানা ইউসুফ মুত্বলা সাহেব দামাত বারকাতুহুম বর্ণনা করেন , যখন হযরত শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহি মাওলানা ইনআমুল রহমাতুল্লহি আলাইহিকে আমীর ঘোষণা করেন, তখন রাইবেন্ড থেকে এক হযরত তাঁকে চিঠি লিখেন, "এ যেন পাঞ্জাবের যুদ্ধবাজ জমিদারদের মত , বাবা মারা গেছে, তো ছেলে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আপনি এই জিনিসই নিজামুদ্দিনে কায়েম করেছেন।" শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহি উত্তরে লিখেন , "এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে আমি শীর্ষস্থানীয় আলেমদের সাথে মাসোয়ারা করেছি।"

এরপরে যখন হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহি ইন্তেকাল করেন, রায়বেন্ডের হযরতগণ এসেছিলেন। সেই ব্যক্তি যিনি ৩০ বছর আগে পাঞ্জাবের যুদ্ধবাজ জমিদারদের উদাহরণ দিয়ে ছিলেন , একই কথা আবারো বলেন। সাথে আরো বলেন,

১. এখন থেকে নিজামুদ্দিনে কোন বায়আত হবে না।
২. নিজামুদ্দিনে কোন কোন আমীর থাকবে না।

একজন প্রতিবাদ করে বললেন , "আপনি এসব কথা বলার কে ?" তিনি বলতে থাকেন, "পাঞ্জাবের রাজপথ এখন আমাদের দখলে।"

কথিত এই 'আলমী শূরা' ২০১৫ সালে গঠন হয় , ইমারত বিলুপ্ত করার জন্য। রায়বেন্ডের লোকজন শুরু থেকেই নিজামুদ্দিনের ইমারত/নেতৃত্ব মেনে নিতে পারে নি।

দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এমনই কথা হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহি বলেছিলেন, "রায়বেন্ডের হযরতগণ কখনো আমাদের আমীর হিসাবে গণ্যই করেনি। বরং আমরাই যেচে তাঁদের আমাদের সাথী হিসাবে রেখেছি।"

অনুবাদক জামাতের পক্ষ থেকে মন্তব্য

এ পর্যায়ে আমরা গত শতাব্দীর অন্যতম সেরা আলেম মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহমাতুল্লহি আলাইহির একটি চিঠির অনুবাদ পেশ করছি, যেখানে তিনি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করেছেন গুরুত্বপূর্ণ তাবলীগী ইস্যু এবং ইমারত সংক্রান্ত কোন বিষয় রায়বেন্ডে হওয়া উচিৎ নয়। ২০১৫ সালের রায়বেন্ডে ইজতেমায় গঠিত হওয়া ছিল রায়বেন্ডের অভ্যন্তরীণ এক অশুভ রাজনৈতিক চক্রের এক গভীর চক্রান্ত। যদি হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেব এই 'আলমী শূরা' কবুল করে নিতেন তা হলে নিজামুদ্দিন মারকাজ বন্ধ হয়ে যেত , আলমী মারকাজ হিসাবে এর যে অবস্থান আছে তা নষ্ট হয়ে যেত এবং রাইবেন্ড আলমী মারকাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত – একটি অশুভ দিবা স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন!!

মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহমাতুল্লহি আলাইহির চিঠির অনুবাদ।

প্রথম কথা হল হযরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহি যাঁদের দায়িত্বশীল শূরা করে গেছেন সর্বশক্তি দিয়ে তাঁদের (ঐক্য) ধরে রাখতে হবে। তাতে যত মূল্যই দিতে হোক। বর্তমানে সারা দুনিয়ার সকল সুহৃদগণ এবং শত্রুরাও বর্তমান পরিস্থিতির দিকে চোখ মেলে আছে। একজন খাঁটি হৃদয়ের মানুষ

কখনোই আশা করে না যে এই ঐক্যে কোন ফাটল ধরুক , অথবা শত্রুরা বিভেদ ধরানোর কোন সুযোগ পাক। শয়তান , হিংসুক ও প্রতিদ্বন্দ্বীরা আশায় আছে এই বন্ধন টুটে যাক , আর আন্তরিক সুহৃদগণ দুআয় মগ্ন যাতে এই বন্ধন অটুট থাকে।

দ্বিতীয় বিষয়টি আমার অন্তর্দৃষ্টি , অভিজ্ঞতা এবং রাজনীতি ও ইতিহাসের অর্জিত জ্ঞান থেকে উৎসারিত একটি অভিমত।

আমার অভিমতঃ
ইমারত এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র নিজামুদ্দিন মারকাজেই হওয়া উচিত, পাকিস্তানে নয়। যদি ইহা পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয় তাহলে শুধু ভারতেই নয় বরং সারা দুনিয়াতে এই কাজ কঠিন হয়ে যাবে। সেখানে রাজনৈতিক অপব্যবহার হতে পারে। এছাড়া আল্লহ তায়ালার মদদ এবং যে নূরের তায়াল্লুক নিজামুদ্দিন মারকাজের সাথে জড়িত আছে তা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

দ্বীনী দায়বদ্ধতা এবং এই মেহনতের সাথে ঐতিহাসিক সম্পর্কের কারণে একান্ত বাধ্য হয়েই প্রসঙ্গ দুটো আরজ করলাম।

– মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী।

ফিৎনার আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত।

স্থানঃ নিউইয়র্ক

সময় কালঃ ২০১৬ এর শেষ প্রান্তে।

২০১৬ এর শেষের দিকে নিউইয়র্কের আল-ফালাহ মসজিদ জবর দখলের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই আলমী ফিৎনা শুরু হয়।

কে এই ফিৎনার হোতা? কি ছিল তার অপকর্ম?

আমেরিকায় নির্বাসিত বাংলাদেশী ড. আব্দুল আউয়াল।

তার এক ছাত্রের পাঠানো নিচের ইমেইলে তার অপকর্মের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

নিউইয়র্ক থেকে উত্তর আমেরিকার শূরাদের বরাবর ড. আব্দুল আউয়ালের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে মোহাম্মদ হুসেনের ইমেইল।

মূল ইমেইল লিংক

https://banglatruenews24.com/2018/07/18/the-evil-plot-to-destroy-nizamuddin-markaz-part-3/

—–Original Message—–

From: iqbal teli <iqbalteliny@gmail.com>

To: abdulawalbd <abdulawalbd@gmail.com>

Cc: akhan272 <akhan272@aol.com>; makhalid99 <makhalid99@hotmail.com>; markrr786 <markrr786@gmail.com>; matohamy <matohamy@sympatico.ca>; mmhaque15

<mmhaque15@gmail.com>; mmhaque5 <mmhaque5@yahoo.com>

Sent: Fri, Feb 17, 2017 11:13 pm

Subject: Fwd: Letter to Dr. Abdul Awaal ; CC: NA shura members.

——- Forwarded message ——

From: iqbal teli <iqbalteliny@gmail.com>

Date: Fri, Feb 17, 2017 at 11:09 PM

Subject: Fwd: Letter to Dr. Abdul Awaal ; CC: NA shura members.

To: iqbal teli <iqbalteliny@gmail.com>

——- Original message ——

From: Mohammed Hossain<mohammed.hossain@gmail.com>

Date: Fri, Feb 17, 2017 at 11:06 PM

Subject: Letter to Dr. Abdul Awaal ; CC: NA shura members.

To: iqbal teli <iqbalteliny@gmail.com>

(বোল্ড অক্ষরে) ড. আব্দুল আউয়াল বরাবর পত্র।

বরাবর: শ্রদ্ধেয় ড. আব্দুল আউয়াল

কপি: শূরা উত্তর আমেরিকা

হইতে : মোহাম্মদ

১৫ ফ্রেব্রুয়ারী ২০১৭

প্রিয়ভাজন আব্দুল আউয়াল স্যার।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লহি ওয়া বারকাতুহু। আমি আপনার খুবই অনুগত এবং বিশ্বস্ত একজন ছাত্র , বলতে পারেন আমি সবসময় মাথার তাজ হিসাবে আপনাকে শ্রদ্ধা করেছি। দাওয়াতে তাবলীগের কাজের বিরুদ্ধে আপনার সাম্প্রতিক কর্মকান্ড আপনার ব্যাপারে খোলাসা করতে বাধ্য করেছে। আমি বহু সফরে আপনার সাথে ছিলাম , আপনার থেকে অনেক কিছু শিখেছি, আল্লহ আপনাকে এজন্য সর্বোচ্চ প্রতিদান দান করুন এবং আপনাকে আবারো হেদায়েতের পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন। যেহেতু আমি অনেক কিছু দেখেছি যা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী , তাই আর গোপন রাখতে পারলাম না। আমি মনে করি যদি আমি এগুলো প্রকাশ না করি তাহলে বিচার দিবসে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। আমি বহুবার আপনাকে পরোক্ষভাবে বলেছি এসব আল্লহর উপরে ছেড়ে দিন , কিন্তু আপনি তা মোটেই গুরুত্ব দেননি। আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি নিচের কান্ড-কলাপ সমূহ আপনার দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।

(নিচের লেখাগুলো বোল্ড অক্ষরে)

- আপনি এবং আল-আমিন আমেরিকার সিনেটর অফিস থেকে এই চিঠি পেয়েছেন, সেখানে আপনাকে বলা হয়েছে আপনি বাংলাদেশ সরকার এবং ভারতীয় হাই কমিশনকে উদ্বুদ্ধ করবেন যাতে তারা নিজামুদ্দিনের জামাতের টঙ্গী ইজতেমায় যাওয়া বন্ধ করেন।
- আপনি উচ্চ পদস্থ লোকজন ব্যবহার করে নয়া দিল্লী দূতাবাসে প্রেসার/চাপ দিয়েছেন যাতে মাওলানা সাদ সাহেবকে ভিসা দেয়া না হয়।
- টঙ্গী ইজতেমার আগে দৈনিক ইনকিলাব পেপারে মাওলানা সাদ সাহেব এবং ওয়াসিফুল ইসলাম ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভুয়া খবর ছাপানো হয়। এটা সম্পূর্ণ রূপে আপনার মস্তিষ্কপ্রসূত এবং আপনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে প্রকাশিত হয়েছিল।
- আপনি কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিকে এয়ারপোর্টে ঠিক করে রেখেছিলেন যাতে মাওলানা সাদ সাহেবকে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেয়া না হয়। কিন্তু এটা কোন কাজে আসেনি কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জামাতা নিজেই মাওলানা সাদ সাহেবকে অভ্যর্থনা করতে এয়ারপোর্টে ছিলেন। আল্লহ আপনাকে বেইজ্জত করেছেন।
- আপনি ঢাকার মাওলানা ফরিদাবাদীর সাথে কথা বলেছেন (যেখানে আপনার ছেলেরা পড়াশোনা করেছে) , তাঁর সাথে আপনি আলাপ করেছেন যাতে হাটহাজারীর আল্লামা শফীসহ বাংলাদেশের উলামাকেরামদের মাওলানা সাদ সাহেব এবং নিজামুদ্দিনের বিরুদ্ধে জড়িত করা যায়। আপনি কাকরাইলের শূরাদের সামনে তিনটি শর্ত দিতে বলেছিলেন এবং তাঁরা তাই করেছিলেন। বিস্তারিত লাগবে ?

অডিও রেকর্ড আছে, যদি মনে করেন যে আপনি কোন অংশ ভুলে গিয়েছেন!

- আমেরিকার ডেট্রয়েটের পুরনোদের জোড়ে আপনি মাওলানা সাদ এবং শেইখ গাসসানের (সৌদি) মধ্যে ফিৎনার ইন্ধন দিয়েছিলেন। আপনি শেইখ গাসসানকে ভিডিও কনফারেন্সে কল করেন। এ সময় ভাই ফারুক তাঁর সাথে ছিলেন। আপনি বার বার শেইখ গাসসানকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরাজুরি করেছেন যাতে তিনি মাওলানা সাদ সাহেবের কাছে গিয়ে তাঁকে (মাওলানা সাদ) চাপ দেন। এ সময় কেউ একজন এ পাশ থেকে আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল, "আল্লহকে ভয় কর, আল্লহকে ভয় কর।"
- আপনি (আমেরিকার) শূরাদের জামাত আপনার নিজ হালকা কুইন্সে মেহনত করতে দেননি। এবং অন্যান্য হালকায় যেমন নিউ জার্সির ভাই শাহেদ, লং আইল্যান্ডের ভাই মাজেদ, ব্রনক্সের ভাই আব্দুর রহিম, ব্রুকলীনের ভাই হাবীবের কাছে কল করেন। আপনি তাঁদের অনুরোধ করেন যাতে শূরার জামাত তাঁদের হালকায় কাজ করতে না দেয়। তবে তাঁরা আপনার কথা রাখেন নি।
- আপনি বাংলাদেশের শূরাদের সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা ফোনে কথা বলেছেন। এসময় আপনি তাঁদের কনভিন্স করার চেষ্টা করছেন যাতে তাঁরা মাওলানা সাদ সাহেবকে টঙ্গী ইজতেমায় না আনেন।
- আপনি আমেরিকার উলামাকেরামদের নামে একটি চিঠি চালিয়েছেন। অথচ এই চিঠির লেখক ছিলেন আপনি, আল-আমিন, ড. সিদ্দিকী, আব্বাস প্যাটেল, সাবের কাপাডিয়া এবং আপনাদের অনুসরণকারীগণ। আপনারা বৃহস্পতিবার রাতের প্রোগ্রামের পরে

মসজিদ আল ফালাহ এর দোতলায় এই চিঠি লিখেন। আপনি এই চিঠি আপনার ছেলে ওবায়েদুল্লাহর নিকট পাঠান যাতে সে সবার কাছে এই চিঠি মুফতি জামাল উদ্দিন এবং মুফতি রুহুল আমিনের নামে ইমেইল করে।

- আপনি মুফতি রুহুল আমীনকে বলেছেন , যদি তিনি আপনার সাথে আলমী শূরার পক্ষ হয়ে কাজ করে তাহলে মুফতি সাহেব আল ফালাহ মসজিদ এবং মসজিদের পাশের ভবন তাঁর মাদ্রাসার ক্লাসের কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। (আপনাদের এই কথোপকথন ফোনে হয়েছে এবং তখন আপনি ব্রনক্সের মসজিদে ছিলেন।)
- আপনি পদাকাঙ্খী। আপনি শূরা হতে চেয়েছিলেন। ভারতের ভাই ফারুক এবং ভাই নূর আপনাকেও উত্তর আমেরিকার শূরাতে অন্তর্ভুক্ত করবে, ২০১৭ মার্চের মাসোয়ারায় , এমনই কথা ছিল। তারা আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
- আপনি বাংলাদেশের শূরাদেরও অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়েছিলেন। এ নিয়ে কাকরাইলে কিছু ভাইদের মধ্যে ঝগড়াও হয়।
- আপনি নিজে এবং আরো দুই ভাই , একজন ব্রুকলীনের এবং একজন কুইন্সের, ভারতের আলীগড়ে প্রফেসর নাদের আলীর বাসায় যান। (একদিনের ট্রেন জার্নি ছিল।) সেখানে আপনি তাঁকে কনভিন্স করতে চেয়েছেন যে তিনি যেন আপনাকে উত্তর আমেরিকার শূরার অন্তর্ভুক্ত করতে মাওলানা সাদ সাহেবের কাছে সুপারিশ করেন। আর ঐ দুই ভাইকে নিয়ে গিয়েছিলেন যাতে তাঁরা প্রফেসর নাদের আলীর কাছে আপনার ব্যাপারে সাফাই গান।

- শেষবার যখন শেইখ লুকমান রহিমাহুমুল্লহ নিজামুদ্দিন যান , আপনি আল-আমিনকে বলেছিলেন, মাওলানা সাদ সাহেবকে অনুরোধ করতে যাতে আপনাকে শেইখ লুকমানের অসুস্থতার কারণে অস্থায়ী শূরা বানানো হয়। এটা সেদিনের ঘটনা যেদিন শেইখ লুকমান নিজামুদ্দিন ত্যাগ করেন।
- মাওলানা সাদ এবং নিজামুদ্দিনের বিরুদ্ধে আপনার প্রচুর বয়ান ও কথা রয়েছে। আপনি কুইন্সের আল ফালাহ মসজিদ , ওজোন পার্কের আল-আমীন মসজিদ, ব্রনক্সের পার্কচেস্টার মসজিদে আপনি এসব কথা বলেছেন। আপনি সাথীদের নিজামুদ্দিনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে নিজামুদ্দিন যেতে নিষেধ করেছেন।
- আপনি এবং শূরা সদস্য মহিদুল হক কিভাবে আলমী শূরা স্থাপন করবেন এ ব্যাপারে পরস্পর প্রচুর আলাপ আলোচনা করেছেন।
- টঙ্গী ইজতেমা থেকে ফিরে এসে আপনি ভাই শরীফ আব্দুল আজিজ সাহেবকে আলমী শূরা কবুল করার মাধ্যমে শূরাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। এ কাজে আপনি ডেট্রয়েটের ভাই সালমান এবং শূরার সাথী মহিদুল হক সাহেবকে ব্যবহার করেছেন। এসবই নিজের জন্য করেছেন।
- টঙ্গী ইজতেমার এক সপ্তাহ পরে আপনি উলামাকেরামদের সম্মানে নৈশ ভোজের নামে অনেক ইমাম এবং আলেমদের জড়ো করেন। আপনি সেখানে বলেন যে মাওলানা সাদ সাহেব আল্লামা শফী সাহেবের সাথে দেখা না করে তাঁকে অসম্মান করেছেন।
- (অথচ প্রকৃত ঘটনা ছিল) আপনি মাওলানা সাদ সাহেবকে আল্লামা শফী সাহেবের সাথে দেখা করার প্রস্তাব দেন , যা পরে হয় নি।

আসলে আপনার প্রচেষ্টা ছিল ভবিষ্যতে মাওলানা সাদ সাহেবের বাংলাদেশে আসা বন্ধ করা। আপনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশ সরকারকে দেখাবেন যে হেফাজতে ইসলামের সাথে মাওলানা সাদ সাহেবের গোপন আঁতাত আছে। (আপনার এই প্লান আপনার কাছের লোকের দ্বারাই বাংলাদেশের একজন শূরার সাথীর কাছে ফাঁস হয়ে যায়।)

- নিজামুদ্দিনের বিরুদ্ধে আপনার ন্যাক্কারজনক ষড়যন্ত্রের রেকর্ড রয়েছে যা আপনার সাম্প্রতিক নিউ ইয়র্ক থেকে সৌদি হয়ে টঙ্গী সফরের সময় করে ছিলেন।
- আপনি আপনার দুইও সন্তানকে নিজামুদ্দিনের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর কাজে ব্যবহার করেছেন। এজন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে প্রচুর মিথ্যা জিনিস পত্র ভাইরাল করেছেন।
- আরো অনেক কিছুর সুস্পষ্ট প্রমাণ আমার কাছে আছে। কিন্তু আমার ধারণা যতটুকু বলেছি তা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যথেষ্ট।

(বোল্ড লেখা শেষ)

এত বিশাল জগতে ছোট্ট একটা স্থানের তুচ্ছ একটা শূরা পজিশন পাওয়ার জন্য আপনি রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনত ধ্বংস করছেন। এই পয়েন্টেই আমি আপনার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি আপনার খুবই কাছ থেকে অনেক কিছু দেখেছি। দয়া করে আপনি যা করছেন তা বন্ধ করুন। শূরাদের আপনার ক্রিয়াকলাপ জানতে দিন এবং মার্জনা প্রার্থনা করুন। অন্যথায় আমি সকলের কাছে আপনার ক্রিয়াকলাপের দলিলাদি প্রেরণ করব। আপনার নিজের লোকজনই আপনার বিভিন্ন মিটিং থেকে বিভিন্ন কিছু রেকর্ড করেছে। আপনি এখনো

সমাধান করতে পারেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। যদি আপনি আমার অনুসন্ধান গুলোর সাথে একমত না হন , তাহলে বলুন কোথায় আপনার দ্বিমত রয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক, যে আমি নিজেই বেশির ভাগ জিনিসের চাক্ষুষ সাক্ষী। আমি যদি আপনাকে আঘাত/কষ্ট দিয়ে থাকি তাহলে আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। তবে আমি যা করছি , আল্লহর জন্য করছি। এটা আপনার জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে যদি আপনি আন্তরিক ভাবে অনুতপ্ত হন।

দ্রষ্টব্যঃ আমি এই চিঠি আপনাকে পাঠাচ্ছি এবং শূরাদের কাছেও ফরোয়ার্ড করছি যাতে তাঁরা যা ঘটছে সে ব্যাপারে অবগত থাকতে পারেন। আমার ধারণা আপনি ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন আমি কে , আপনি ব্যক্তিগত ভাবে খুব ভালো করেই আমাকে চিনেন। যদি দরকার পরে আমি সকলের মুখোমুখি হয়ে যাচাই করে দিব।

শূরা হযরতদের দ্রষ্টব্যঃ আপনারা যদি এই সাথীকে থামাতে পারেন , ইউ এস, কানাডায় দাওয়াতের মেহনতে কোন ফিৎনা থাকবে না। যত কিছু হচ্ছে, সেই সবকিছুর পরিকল্পনাকারী। মেহেরবানী করে যেসব পয়েন্ট উল্লেখ করলাম প্রতিটি পয়েন্টে তাকে জিজ্ঞেস করুন।

ওয়া আসসালাম

মোহাম্মদ

(ইমেইল সমাপ্ত)

(বোল্ড অক্ষরে) এখানেই শেষ নয়। এরপরও ড. আব্দুল আউয়াল এই মেহনত ছিন্নভিন্ন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

তিনি আলমী ফিৎনার প্রথম বিশ্ব ইজতেমার আয়োজন করে ১৪ - ১৬ জুলাই, ২০১৭। মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা জুলাই মাসে প্রায় ২০ দিনের জন্য ইউ এস এ এবং কানাডায় ছিলেন। মাওলানা তারিক জামিলও সে সময়ে কানাডায় ছিলেন। ড. আব্দুল আউয়াল সবকিছু ব্যবস্থা করেন।

তিনিই মূল ব্যক্তি যিনি ২০১৮ সালের টঙ্গী ইজতেমা ধ্বংস করেন। গুলশানের হলি আর্টিজানের ঘটনায় অন্যতম সন্দেহভাজন হিসাবে তাঁর নাম এসেছিল, যা ঐ সময়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এসেছিল। কিন্তু বিশেষ ক্ষমতার কারণে পরবর্তীতে তা ধমাচাপা পড়ে যায়।

আলমী শূরার বিদ্রোহের পরিকল্পনা এবং অন্যান্য বিদ্রোহের ইতিহাসঃ

হযরত আলী রদ্বিয়াল্লহু আনহুর জামানায় খারেজীরাও একই রকম বিশ্বব্যাপী এক বিভেদমূলক, ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্রের পায়তারা করেছিল। তা ছিল তৎকালীন প্রধান তিন মারাকিজ ধ্বংস করা।

১. মুআউইয়া রদ্বিয়াল্লহু আনহুর দামেস্ক,
২. আলী রদ্বিয়াল্লহু আনহুর কুফা,
৩. আমর ইবনুল আস রদ্বিয়াল্লহু আনহুর মিশর।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আততায়ী পাঠায়। তাদের বলে দেয়া হয়েছিল, এই তিনজন নিজ নিজ স্থানে ফজর পড়ায়। নামাজের মধ্যেই এদের হত্যা কর।

কুফাতে আব্দুর রহমান বিন মুলজিম হযরত আলী রদ্বিয়াল্লহু আনহুর উপর হামলা করে, তিনি শহীদ হন।

দামেস্কে হযরত মুআউইয়া রদ্বিয়াল্লহু আনহু ফজরের নামাজে আহত হন।

মিশরে হযরত আমর ইবনুল আস রদ্বিয়াল্লহু মারাত্মক জ্বরে ভুগছিলেন। তাই তাঁর স্থলে অন্য একজন ফজর আদায় করান। আততায়ী যেহেতু চিনত না, তাই ভুলক্রমে তাঁকেই শহীদ করে দেয়।

এই তিনটি ঘটনাই একই দিনে সংঘটিত হয় , এবং প্রতিটিই ফজরের ওয়াক্তে।

এই চক্রান্তও (পাকিস্তানে ঘঠিত শয়তানী আলমী শূরা ফিৎনা) একই রকম... একই দিনে , ১১ আগস্ট ২০১৭ , নিজামুদ্দিন প্রত্যাখ্যান করে ব্যাঙ্গালোর আলমী মারকাজ করে ঘোষণা আসে। ঘোষণাটি একই সাথে বৃটেন, মুম্বাই, পানামা, ত্রিনিদাদ, বার্বাডোজে ও ব্যাঙ্গালোর থেকে করা।

ঘোষণার আগে মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা থেকে অনুমতি চাওয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান তিনি ক্ষোভ এবং গোস্বার সাথে দৃঢ় জবাব দেন , “আমাদের একটাই মারকাজ এবং সেটা নিজামুদ্দিন। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোথাও আলমী মারকাজ হবে না।”

হ্যাঁ, মাওলানা সাদ সাহেবের সাথে কিছু মতভিন্নতা ছিল এবং তা এখনো আছে। কিন্তু নিজামুদ্দিন বাদে কোথাও আলমী মারকাজ হবে না। মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবের এই কথায় তাদের চক্রান্ত ভেস্তে যায়। তাদের ঘোষণাগুলোও গুরুত্ব হারায়। দামাত বারকাতুহুম।

নিজামুদ্দিন মারকাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইতিহাসঃ

প্রথম বিদ্রোহঃ

ষাটের দশকে প্রথম নিজামুদ্দিন মারকাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘঠিত হয়। সে সময় হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝড় বয়ে যায়। এমনকি খুব পুরানো এবং বিখ্যাত

একজন ব্যক্তিত্ব এই কাজ করেন , এক নামকরা মিয়াজী। হযরত শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহি মাদ্রাজের কিছু লোককে তাঁর কাছে তাকাজা দিয়ে পাঠান যে, একটি মহিলা দারুল উলুম (মাদ্রাসা জমিয়াতুস সালিহাত) বানানো হোক, আমরা পছন্দ করছি মিয়াজী এর প্রধানের দায়িত্ব কবুল করেন। মিয়াজী খুশি হয়ে বলেন , মাদ্রাজি লোক জন আমার মূল্য বুঝতে পারলো। মাদ্রাসা তৈরি হয় । তিনি মারকাজ ত্যাগ করেন এবং ফিৎনা আপাতত খতম হয়।

দ্বিতীয় বিদ্রোহঃ

সত্তরের দশকে মাওলানা রহমাতুল্লাহ মিরাঠী সাহেবকে কেন্দ্র করে এই বিদ্রোহ ঘটে। তিনি প্রসিদ্ধ, প্রভাবশালী , সুপন্ডিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সম্পূর্ণ উত্তর প্রদেশ এবং দিল্লীতে তাঁর বেশ প্রভাব ছিল। তাঁর কট্টর ভক্তগণ তাঁকে ফুসলানোর করেন যে , "আমরা আপনার জন্য আরেকটা মারকাজ করে দিব।" তবে তিনি কঠোর ভাবে নাকচ করে দেন। তাঁর মৃত্যুর আগেই অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যায়।

হকের উপরে জমে থাকা এমনই মহৎ কর্ম। এবং অন্যকে নিজের উপরে প্রাধান্য দেয়া নিজেই এক অপরূপ সুন্নত। হযরত হাসান রদ্বিয়াল্লহু আনহু তাঁর লব্ধ খিলাফত হযরত মুআউইয়া রদ্বিয়াল্লহু আনহুর কাছে হস্তান্তর করেন। এভাবে একটি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এড়ান।

তৃতীয় বিদ্রোহঃ

এটাও সত্তরের দশকে ঘটে যা জাম্বিয়া এবং অন্যান্য কিছু আফ্রিকার দেশকে কাঁপিয়ে দেয়। ব্যাপক হারে এই দাবি উঠানো হয় , "নিজামুদ্দিনের সাথে জুড়ে থাকার মাকসাদ কি ?" (দাওয়াতের কাজ তো কারো বাবার

জমিদারী নয়। এটা প্রত্যেকের মেহনত।) “আমরা আফ্রিকাতে আমাদের মত করে মেহনত করব।” এই ধারণার প্রবর্তক ছিলেন এমনই উঁচু স্তরের দাঈ, যেমন হাফেজ প্যাটেল সাহেব ছিলেন ইউরোপের জন্য। দ্রুতই জাম্বিয়াতে একটি বিদ্রোহী মারকাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহি আপ্রাণ চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হয়। তাঁর নাম ছিল আবু বকর দরবেশ। সেই ধনবান গোষ্ঠীই তাঁকে অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে ছিল যারা আজও এই বিদ্রোহের ইন্ধন দিচ্ছে। দরবেশ সাহেবের খানকা পরিপূর্ণ হয়। লোকজন বিভিন্ন হাদিয়া তোহফা দিতে শুরু করে। লোকজন তাঁর বায়আত হওয়া শুরু করে। এই ফিৎনা নিজামুদ্দিনের মুরুব্বীদের ঘুম হারাম করে দেয়। তারা মাসোয়ারা করে ঘুম বাদ দিয়ে রাত জেগে দুআ কান্নাকাটি আরো বাড়িয়ে দেন। এসব পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গের “আহ” শব্দই এই ফিৎনাকে পরাস্ত করে দেয়। দরবেশ সাহেবের মস্তিকে সমস্যা শুরু হয়। তাঁর কার্যকলাপ দেখে লোকজন তাকে তাচ্ছিল্য করা শুরু করে। একজন একজন করে লোকজন তাঁর থেকে ভাগা শুরু করে। দরবেশ শেষ পর্যন্ত একাকী ও নিঃসঙ্গ হয়ে যান। লোকজন তওবা করে নিজামুদ্দিন ফিরতে শুরু করে। আফ্রিকার ফিৎনাও খতম হয়ে যায়।

চতুর্থ বিদ্রোহঃ

ফিৎনা আফ্রিকার পরে ব্রিটেনে হামলা করে। বিশেষ ভাবে ইংল্যান্ডে মনোনিবেশ করে, ২০০০ এর দিকে। ফলশ্রুতিতে আমীর সাহেব সেই দরবেশী বুলিই আওড়াতে শুরু করেন , *“আমরা নিজামুদ্দিনের কোন ব্যাপারে মাথা গলাই না। তাদেরও উচিত নয় আমাদের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে।”* আমি ঐ মজলিসে ছিলাম। তাদের এই কথা শুনে আমি অস্থির হয়ে গেলাম।

হযরত হাফেজ প্যাটেল সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহি সফরে যাচ্ছিলেন , তাঁর ফ্লাইট নিকটবর্তী ছিল। তিনি আমাকে ওয়েম্বলী পার্ক মসজিদে রাত্রিযাপন করার অনুরোধ জানান। ভাই এটা আতাউল্লাহ সাহেবের মহল্লার মসজিদ ছিল। ঘুমাতে যাবার আগে আমি তাঁর খিদমতে হাজির ছিলাম। তাঁকে (হাফেজ প্যাটেল রহমাতুল্লহি আলাইহি) বললাম , “হযরত! ক্বারী তৈয়্যব সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহি জিন্দেগী ভর দ্বীনের খিদমত করলেন। অথচ তাঁর সন্তান এবং কাছের লোকেরা তাঁকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। যে কারণে তাঁকে ‘বির্তকিত’ অপবাদ নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়। আমি আপনাকে বাপের মতোই সম্মান করি , আপনার অসম্মান সহ্য করতে পারি না। আমরা কখনোই নিজামুদ্দিন থেকে আলাদা হতে পারি না । আমাদের খারাপ সময়ে তাঁরা আমাদের নির্দেশনা দেয়ার অধিকার রাখেন। আমাদের ব্যাপারে নিজামুদ্দিনের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, এমন চিন্তায় তো আমার এমন আশঙ্কা হচ্ছে যে আপনি ধীরে ধীরে ক্বারী তৈয়্যব সাহেবের মত পরিণতির সম্মুখীন হবেন।”

পরবর্তী তাহাজ্জুদের সময় ভাই জালাল চৌধুরী সাহেব জিজ্ঞাসা করেন , “হাফিজ সাহেব , ঘুম ভালো হয়েছে ?” তিনি উত্তর দেন , “মাওলানা মেহবুবের কথাগুলো আমাকে সারা রাত ঘুমাতে দেয় নি।” এরপর বললেন, “মেহবুব আমাকে এক বিরাট ফিৎনা থেকে রক্ষা করল। এখন থেকে আমাদের সকল বিষয় নিজামুদ্দিনের মাতাহাতেই ফয়সালা হবে , এমনকি লন্ডন মারকাজের নির্মাণকাজও তাঁরাই তদারকি করবেন।” আমি আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি শুকরিয়া জানালাম , সামান্য একটু সাহসিকতা এবং খোলাসা কথার বদৌলতে এমন একজন মহান দাঈ আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার করুণা থেকে মাহরুম হননি। সেই থেকে

আমার প্রতি হযরত হাফেজ সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহি মুহাব্বত ও নেক তায়াজ্জুহ বেড়ে যায়। আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁকে ক্ষমা করেন এবং সুউচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দিন। তিনি নিজেই হক ছিলেন তাই অন্যদেরও হক মনে করতেন। (তাই অন্যের রায় হক মনে করে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এর মধ্যে যে কপটতা থাকতে পারে তা ধারণা করতে পারেন নি।) এমনকি আমাদের প্রিয় রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ৭০ জন সাথীকে একইভাবে হারিয়েছেন। কুরআন শিক্ষা এবং শিখানোর আগ্রহে, জালেমদের দ্বারা ৭০ জন আলেম সাহাবী শহীদ হয়েছেন।

পঞ্চম বিদ্রোহঃ

এটা শুরু হয় হায়দারাবাদের শূরা নিয়ে – এর হোতাও ছিলেন একজন উঁচু মাপের সাথী – ভাই আবিদ খান সাহেব। আমীর সাহেব নিজামুদ্দিনের সাথে মাসোয়ারা করে এলান করলেন , “আমি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি , ঠিক মত কাজ আঞ্জাম দিতে পারছি না। তাই সাথীদের খুশির জন্য শূরা গঠন করলাম।” মরহুম আবিদ ভাই এটা মানতে প্রস্তুত ছিলেন না।

আমীর হবার আকাঙ্ক্ষা মানুষকে শেষ করে দেয়। অনেক কষ্টে এই বিরোধ নিষ্পত্তি করা গিয়েছিল। বাস্তবতা হল আলমী শূরার বীজ সেই হায়দাবাদী ফিৎনার দ্বারাই বুনা হয়েছিল।

একই ফিৎনা , প্রথমে আফ্রিকায় , পরে ব্রিটেনে এরপর হায়দরাবাদে। আফ্রিকাতে এটা ব্যাপক ক্ষতি করেছিল। ব্রিটেনের লোক রক্ষা পেয়েছিল। এখন এটা ভারতে হানা দিয়েছে।

ষষ্ঠ বিদ্রোহঃ

রাইবেন্ড মারকাজে শুরু হয়। কফিনের শেষ পেরেকটিও এখানেই হবে। বাস্তব কথা, 'ইমারত' ধ্বংসের পরিকল্পনা সেই হযরতজী মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লহি আলাইহির জামানা থেকেই চলছে। যেমন আমরা একটু আগেই দেখেছি...

হযরত মাওলানা ইউসুফ মুত্বলা সাহেব দামাত বারকাতুহুম বর্ণনা করেন , যখন হযরত শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহি মাওলানা ইনআমুল রহমাতুল্লহি আলাইহিকে আমীর ঘোষণা করেন, তখন রাইবেন্ড থেকে এক হযরত তাঁকে চিঠি লিখেন, "এ যেন পাঞ্জাবের যুদ্ধবাজ জমিদারদের মত , বাবা মারা গেছে, তো ছেলে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আপনি এই জিনিসই নিজামুদ্দিনে কায়েম করেছেন। " শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহি উত্তরে লিখেন , "এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে আমি শীর্ষস্থানীয় আলেমদের সাথে মাসোয়ারা করেছি।"

এরপরে যখন হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহি ইন্তেকাল করেন, রায়বেন্ডের হযরতগণ এসেছিলেন। সেই ব্যক্তি যিনি ৩০ বছর আগে পাঞ্জাবের যুদ্ধবাজ জমিদারদের উদাহরণ দিয়ে ছিলেন , একই কথা আবারো বলেন। সাথে আরো বলেন,

১. এখন থেকে নিজামুদ্দিনে কোন বায়আত হবে না।
২. নিজামুদ্দিনে কোন কোন আমীর থাকবে না।

একজন প্রতিবাদ করে বললেন , "আপনি এসব কথা বলার কে ?" তিনি বলতে থাকেন, "পাঞ্জাবের রাজপথ এখন আমাদের দখলে।"

একই মানসিকতা নিয়ে ২০১৫ সালে কথিত এই 'আলমী শূরা' গঠিত হয়, তা হল 'ইমারত' বিলুপ্তি। রায়বেন্ডের লোকজন কখনোই নিজামুদ্দিন মারকাজের ইমারত/নেতৃত্ব মেনে নিতে পারে নি।

যাইহোক, মুখলিসিন বুযুর্গদের দুআর দ্বারা এই সব বিদ্রোহের ভূত বোতলবন্দী করা গেছে।

সপ্তম বিদ্রোহঃ

২০১৭ সালের ১১ই আগস্ট বৃটেনের ইংল্যান্ডে এই ফিৎনা আবারো আবির্ভুত হয়। একই ধারাবাহিকতায় এই দাবি এবং ঘোষণা করা হয় যে , "আজ থেকে ব্রিটিশ তাবলীগ আলমী শূরাদের পদ্ধতি ও মাতাহাতে চলবে।" নিজামুদ্দিন মারকাজের সাথে বন্ধন ছিন্ন করা হচ্ছে এবং ব্যাঙ্গালোর মারকাজ আমাদের মারকাজ হবে।

এই ফিৎনার পিছনের মূল কারিগর ছিলেন ইসহাক প্যাটেল। তিনি সমগোত্রীয় লোকজন জড়ো করে ঘোষণা করেন যে, "নিজামুদ্দিন আমাদের মারকাজ নয়। আমরা শুধুমাত্র ব্যাঙ্গালোরের নির্দেশনা মোতাবেক তাবলীগ করব।"

যখন অন্যান্য শূরার সাথীগণ জানতে পারলেন , তাঁরা মাসোয়ারার জন্য একত্রিত হলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে এই ঘোষণা ইসহাক প্যাটেল সাহেবের ব্যক্তিগত এবং বৃটেনের শূরাদের প্রতিনিধিত্ব করে না। তাই তাই পরবর্তী শুক্রবার সাথীদের জড়ো করেন এবং ঘোষণা করেন:

> ৫০ বছর যাবৎ আমরা নিজামুদ্দিনের সাথে জুড়ে মিলেই কাজ করেছি এবং কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই থাকবো। আমরা ইসহাক প্যাটেল সাহেবের ঘোষণা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করছি।

ইসহাক প্যাটেলের উত্থানঃ

ইসহাক সাহেবের অন্যান্য শূরাদের সাথে মাসোয়ারা না করেই এত দ্রুত আলমী শূরাদের সাথে কাজ করার ঘটনা কাকতলীয় নয়। বরং এটা বিধ্বংসী আলমী শূরাদের পরিকল্পনা মাফিকই হয়েছে। তারা তাকে এভাবেই প্রস্তুত করে রেখে ছিল।

এই ঘোষণার পরে ইসহাক প্যাটেল সাহেব সাধারণ সাথীদের এত অবজ্ঞা পেয়েছেন যে, তাঁর যদি পথের ধুলাকণার মতোও আত্মমর্যাদাবোধ থাকত , তিনি উড়ে যেতেন , ডিউজবেরিতে কখনো ফিরে আসতেন না। এটা আসলে যার যার বুঝের উপরে নির্ভর করে।

হযরত বিলাল রদ্বিয়াল্লহু আনহুকে এই সম্মানের কারণেই আবু সুফিয়ান রদ্বিয়াল্লহু আনহুয়ের উপর প্রাধান্য দেয়া হত যে , তিনি আগে আল্লহর রাস্তায় আগে এবং বেশি জান মাল কুরবানী দিয়েছেন। এ কারণে আবু সুফিয়ান রদ্বিয়াল্লহু আনহু আল্লহর রাস্তায় বের হন। তিনি কখনো আর হিজাজ ভূমিতে ফিরে আসেন নি। অথচ ইসহাক প্যাটেল সাহেব এমনই এক ব্যক্তি যে এত নাকাল সত্ত্বেও একগুঁয়েমির উপর অটল থাকেন। এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে , *“তুমি যদি নির্লজ্জ হও তবে যা খুশি তাই করতে পারো।”*

রাইবেন্ড মারকাজের সূচনাঃ

তাবলীগের এই মেহনত হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহি পুনরুজ্জীবিত করেন। এবং যেই তাঁর সাথী হত তাকেই ‘তাবলীগী’ বলা হত। তাই কিছু আদব এবং উসূল গড়ে উঠে। মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহি বাংলাওয়ালী মসজিদকে মারকাজ বানান এবং

মানুষজনও একে মারকাজই মনে করা শুরু করে। লোকজন এখানে আসত, তাঁর থেকে মেহনত শিখত, নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করার জন্য এই মেহনত নিয়ে চলত। এভাবেই মেহনত ছড়াতে থাকে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভারত পাকিস্তান বিভক্ত হয়। রাইবেন্ড মারকাজকে পাকিস্তানের মূল মারকাজ নির্ধারণ করা হয়। প্রথম দিকে রায়বেন্ডের লোকজন সম্পূর্ণ ভাবে নিজামুদ্দিন অনুসরণ করত।

তাবলীগী 'রাজনীতি'র গতিপথ এবং রায়বেন্ড মারকাজে এর সূচনাঃ

এর আগেও যেমন দেখেছি , সক্রিয় এবং ভারী সাথীরাই প্রত্যেক নতুন নতুন 'গ্রুপ' ও 'পার্টি'বাজির পিছনে ছিলেন; নতুন নতুন 'আইডিয়া' এবং দৃষ্টিভঙ্গী আমদানি করার দ্বারা তাঁরা তাঁদের কর্তৃত্ব এবং সুনাম ও সক্ষমতার প্রমাণ দেয়ার চেষ্টা করেছেন; রায়বেন্ড মারকাজের 'রাজনৈতিক' মুরুব্বীদের ঘটনাও একই ধাঁচের ছিল।

রায়বেন্ডে ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহির তরতীবের বাইরে পরিবর্তনসমূহ

- **এক**
  - ✓রায়বেন্ড (পরিবর্তন): সাধারণ মানুষের এক বছর লাগানোর তাশকীল, এক জামাত পাঠানো।
  - ✓নিজামুদ্দিন (উসূল): সাধারণ মানুষের জন্য চার মাসের তাশকীল হবে।
- **দুই**
  - ✓রায়বেন্ড (পরিবর্তন): বিদেশ সফরের নূন্যতম বয়স ৪০। এর কম কেউ বিদেশে সফরে যেতে পারবেন না। ইল্লা মাশা আল্লহ।

✓নিজামুদ্দিন (উসূল): এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কাজের সমঝ আছে, কাজ নিয়ে চলেন এমন যে কেউ বিদেশ সফর করতে পারবেন।

- **তিন**

✓রায়বেন্ড (পরিবর্তন): পুরনোদের জোড়ে ৩-৫-৩ তরতীব।

✓নিজামুদ্দিন (উসূল): এমন কোন 'লাকি নাম্বার' তরতীব নেই।

- **চার**

✓রায়বেন্ড (পরিবর্তন): এক সাল ও আধা সালের তরতীব।

✓নিজামুদ্দিন (উসূল): আওয়ামদের জন্য চার মাস , উলামাদের জন্য এক বছর।

- **পাঁচ**

✓রায়বেন্ড (পরিবর্তন): মুজাকারার জামাত।

✓নিজামুদ্দিন (উসূল): যাওয়ার আগে হেদায়েতি বয়ান শুনা, ফিরে এসে কারগুজারী শুনানো।

- **ছয়**

✓রায়বেন্ড (পরিবর্তন): সুপ্রিম শূরা। প্রথমে রায়বেন্ডের শূরাগণ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। এরপর সুপ্রিম শূরাদের নিকট পেশ করবেন। তাঁরা এই ফয়সালাকৃত উমুর বিশ্লেষণ করবেন। তাঁরা অনুমোদন দিলেই কেবল এসব ফয়সালা বাস্তবায়ন হবে। এই সুপ্রিম শূরা সুন্নতের খোলাখুলি বিরোধিতা এবং কম্যুনিস্ট পার্টির সুপ্রিম কাউন্সিল বা পলিট ব্যুরোর হুবহু অনুকরণ। (আমরা দাওয়াতে তাবলীগে একটা

কথা সব সময়ে শুনে এসেছি , মাসোয়ারার আগে কোন মাসোয়ারা নেই, মাসোয়ারার পরেও কোন মাসোয়ারা নেই।)

✓নিজামুদ্দিন (উসূল): এমন কোন সুপ্রিম শূরা নেই।

- **সাত**

✓রায়বেন্ড (পরিবর্তন): পুরানো মাস্তুরাতের জোড় (স্বামীসহ) ১৫ দিনের জন্য।

✓নিজামুদ্দিন (উসূল): এমন কোন জোড় নেই। তবে কয়েকঘন্টার জন্য কোন পুরান সাথীর বাসায় কারগুজারী ও মুজাকারা হতে পারে। এর বেশি কিছু নয়।

- **আট**

✓রায়বেন্ড (পরিবর্তন): পুরাতন সাথী নতুন সাথীদের সাথে মশক করবে এবং তাদের কাছে মেহনত ব্যাখ্যা করবে।

✓নিজামুদ্দিন (উসূল): এমন কোন উস্তাদ শাগরেদ তরতীব থাকবে না। বরং সকলেই মারকাজের হেদায়েত নিয়ে সাথী হয়ে চলবেন।

এভাবে আরো অসংখ্য নতুন নতুন জিনিসপত্র তারা পাকিস্তানে চালাচ্ছে ন যা কেউ কোনদিন না নিজামুদ্দিনে শুনেছে আর না কেউ কোনোদিন দেখেছে।

এর মানে হল , একেবারে প্রথম থেকেই রায়বেন্ড মারকাজের অভ্যন্তরীণ এক রাজনৈতিক চক্র তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডাই বাস্তবায়ন করে

চলেছে। এজন্য না তারা নিজামুদ্দিনে কোন মাসোয়ারা করেছে , আর না তারা একটিবার জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করেছে।

এই গভীর দুঃখ নিয়েই হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি বলেছিলেন, "রায়বেন্ডের হযরতগণ কখনো আমাদের আমীর হিসাবে গণনাই করেন নি। বরং আমরাই যেচে তাঁদের সাথী/মামুর হিসাবে রেখে চলেছি।"

আমরা যদি এই বাক্যের শব্দগুলো গভীর ভাবে খেয়াল করি, সারা আলমের জিম্মাদার হৃদয়ে কত গভীর দুঃখ এবং কষ্ট নিয়ে কথা গুলো বলেছেন।

রায়বেন্ড মারকাজে 'পলিটিক্স' :

কথিত 'আলমী শুরা'ওয়ালাদের পাকিস্তান থেকে রাজনৈতিক অর্জন:

গঠিত আলমী শূরা, যা মাওলানা সাদ সাহেব গ্রহণ করেন নি, তারা দারুল উলুম দেওবন্দের দারুল ইফতাকে চাপ প্রয়োগ করে মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করতে। আম জনতার মনোযোগ আকর্ষণ করতেই এই ফতোয়া আনে এবং দুনিয়াব্যাপী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

এই বিদ্রোহী গোষ্ঠী মাওলানা সাদ সাহেবকে ব্ল্যাক মেইলিং করে যে...

- আলমী শূরা গ্রহণ করুন , অন্যথায় দেওবন্দের ফতোয়া মোকাবেলা করুন।
- যদি আপনি শূরা কবুল করেন , ফতোয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

- তারা দারুল উলুম দেওবন্দকেও অপেক্ষা করতে বলে যে, 'আলমী শূরা' গ্রহণ করা হবে হয়ত। কিন্তু যা হয়নি। কিয়ামত পর্যন্ত হবে না , ইনশাআল্লহ।

ওদের সুপ্ত রাজনৈতিক বাসনাঃ

এই বিদ্রোহী গোষ্ঠী যারা ইতিমধ্যেই নিজামুদ্দিন থেকে নির্বাসিত হয়েছে , প্ল্যান করেছিল যাতে আমীরের কথা শোনা এবং মানা না হয়। বরং আলমী শূরা নামক এক 'ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল ' গৃহীত হয়। যেখানে কোন আমীর থাকবে না, বরং সাপ্তাহিক বা মাসিক রোটেশন পদ্ধতিতে ডিসিশন মেকার তথা ফয়সাল থাকবে। এভাবে তারা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল যাতে রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত পুরোপুরি ধ্বংস হয় এবং কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হয়। (এ যেন সর্ষের মধ্যেই ভুত, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।)

কম্যুনিস্ট শূরাদের শয়তানী অভিলাষঃ

- নিজামুদ্দিন মারকাজ এবং এক মর্যাদা বিনাশ করা।
- আমীর এবং ইমারত বিলুপ্ত করা।
- দাওয়াতের মেহনতকে অস্থায়ী ভাবে আলমী শূরার কব্জায় দেয়া।
- পরবর্তীতে আলমী শূরার নিজেদের মধ্যেই দ্বন্দ্বের ইন্ধন যোগান।
- এই মহান মেহনত এবং আম্বিয়াদের রিসালাতের মেহনত গলাধঃকরণ করা এবং চিরতরে হজম করে ফেলা। বরং কমিউনিজম চালু করা।

অর্থাৎ আলমী শূরা মানে নবুওয়াতের মেহনতের বদলে কমিউনিজমের মেহনত। এক গভীর দুরভিসন্ধি।

এটা এমনই এক খতরনাক চক্রান্ত যা তাতারী ও মঙ্গোলীয় ফিৎনাকেও ম্লান করে দিত।

মহান আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই 'আলমী শূরা' এবং এর প্রবর্তক ও প্রচারকদের পর্যদুস্ত ও অপদস্ত করুন। আমীন!

দেওবন্দ এবং জমিয়তে উলামা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ।

১৯৮০ সালে দারুল উলুম দেওবন্দ ১০০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিমন্ত্রণ না পেয়েও হাজির হন। ১৫,০০০ হাই প্রোফাইল মানুষের বিরাট উপস্থিতি সহ এই জাঁকজমকপূর্ণ সম্মেলন দেখে হিংসায় তাঁর অন্তর জ্বলে যাচ্ছিল। তাঁর ইশারা পেয়ে কংগ্রেসের তৎকালীন ঘনিষ্ঠ মিত্র মাওলানা আস 'আদ মাদানী রহমাতুল্লহি আলাইহি দারুল উলূমের দীর্ঘ ৬০ বছরের পুরনো খাদেম , অক্লান্ত সৈনিক মুহতামিম ক্বারী তৈয়্যব সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহিকে প্রকাশ্যে তিরস্কার ও সমালোচনা শুরু করেন। মাওলানা আস 'আদ মাদানী এবং জমিয়তের সাথে কংগ্রেসের মিত্রতা মাঝে মাঝে এতই দৃষ্টিকটু ঠেকত যে নিন্দুকেরা তাঁকে পাপেট/পুতুল বলতেও পিছ পা হত না। ক্বারী তৈয়্যব সাহেবের বিরুদ্ধে তাঁর প্রকাশ্য অবস্থান এক পর্যায়ে সমমনা অন্যান্যদের দ্বারা কদর্য প্রোপাগান্ডায় রূপ নেয়।

এই প্রোপাগান্ডা এতই শক্ত ছিল যে অনেক মুখলিসীন ব্যক্তিও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যান , যেমন আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী , মাওলানা মনজুর নুমানী প্রমুখ। রহিমাহুমুল্লহ।

এরপর এক কালো রজনীতে শেষ পর্যন্ত ক্বারী তৈয়্যব সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহিকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। **২৩-০৩-১৯৮২**। এবং এর বিপরীতে

রীতিবিরুদ্ধ কংগ্রেস অনুমোদিত এক অস্থায়ী কার্যকরী বোর্ড চালু করা হয়। (অনেকটা শূরার মত।) তখন বুযুর্গদের চোখ খুলে (মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী এবং মনজুর নুমানী। রহিমাহুমুল্লহ।) তাঁরা গভীর আফসোস এবং লজ্জার সহিত এতই অনুতপ্ত হন, যে হায়াৎ থাকতে কখনোই দারুল উলূমে আর ফেরত আসেন নি।

ওহে আলমী শূরার দাবিদারগণ! একই ধরনের একটা আক্রমণ জমিয়তে উলামা হিন্দের উপরেও হয়েছে। ২০০৬ সালে মাওলানা আস 'আদ মাদানী রহমাতুল্লহি আলাইহির ইন্তেকালের পরে তাঁর ভাই এবং বড় ছেলে জমিয়তের নেতৃত্ব নিয়ে একই ধরনের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা খেলেছেন। এ বিরোধ যেন মাওলানা আস 'আদ মাদানীরই উত্তরাধিকার। যাঁরা এসব নেতৃত্ব লোভের মধ্য আপাদমস্তক ডুবে আছেন, তাঁদের জন্য এই ঘটনা যথেষ্ঠ। বরং তার চেয়েও বেশী।

মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে কথিত আলমী শূরাদের ষড়যন্ত্রসমূহঃ
উপরের উদাহরণসমূহেরই একটা জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ এই ফিৎনাবাজ আলমী শূরা গোষ্ঠী তিন ভাবে ষড়যন্ত্র সাজায়।

- চক্রান্ত ১)

এ কথা প্রচার করে বেড়ান যে, মাওলানা সাদ সাহেব দাওয়াত ও তাবলীগের পূর্ববর্তী আকাবিরদের মানহাজ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। তবে কথিত আলমী শূরা ফিৎনা ব্যর্থ এবং অসার প্রমাণিত হয়েছে কেননা তারা কোন প্রমাণ উত্থাপন করতে পারে নি।

- চক্রান্ত ২)

এ কথা বলে বেড়ানো যে, মাওলানা সাদ সাহেব দাওয়াতের কাজের মধ্যে নিজস্ব মনগড়া মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করছেন। এর দ্বারা তিনি পুণ্যবান আকাবিরদের থেকে দূরে সরে গেছেন।

এমনকি তারা দারুল উলুম দেওবন্দকেও এজন্য কলুষিত করার প্রয়াস পায়। দেওবন্দ ব্যবহার (এবং অপব্যবহার) করে মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রকাশ করার ব্যবস্থাও করে ফেলে। তবে , তাবলীগের আলেমগণ এবং অন্যান্য উলামায়ে হক সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে আনীত এলেম সংক্রান্ত অভিযোগ গুলোকে কুরআন হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ করেন এবং সাদ সাহেবের কথাগুলো সঠিক প্রমাণ করেন। যুক্তি ও বিশ্লেষণ এমনই অকাট্য ছিল যে দেওবন্দের মুফতিগণ তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি।

আমরাও বহুবার তাঁদের কাছে অনুরোধ করছি যে , যদি এই উত্তর গুলো সঠিক হয় তাহলে আমাদের সমর্থন করুন, যদি ভুল হয় প্রত্যাখ্যান করুন। কিন্তু তাঁরা চুপ থেকেছেন।

- চক্রান্ত ৩)

যখন কোন চক্রান্তই কাজে লাগলো না , তখন তারা যা খুশি তাই শুরু করল।

এবং কম্যুনিস্ট তত্ত্বের উপরে গড়ে উঠা এই আলমী শূরা উলামায়ে হকের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হল। উলামায়ে হক তাঁদের লিখনী এবং বক্তব্যে ব্যাখ্যা করলেন যে, কেন এই আলমী শূরা গ্রহণযোগ্য নয়। এই আলমী শূরা ধসে পড়েছে এবং ধুলার মত উড়ে গেছে। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এরা দারুল উলুম দেওবন্দের মান মর্যাদা এবং গ্রহণযোগ্যতাও ডুবিয়েছে।

শুরুতে মাওলানা আরশাদ মাদানী সাহেব তাদের অনেক সমর্থন করেছেন এবং সাদ সাহেবকে অবজ্ঞা করেছেন। যেমন সে নাদান বাচ্চা। তাঁর জ্ঞান কাঁচা, এখনো অনেক শিখতে হবে , ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন তিনি নিজেই তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছেন যে , ৯৫% ভাগ তাবলীগের সাথী এবং মুহিব্বিনদের মধ্যেই দেওবন্দের মর্যাদা আর আগের মত নেই। (এর মূল কারণ ছিল, মাওলানা আরশাদ মাদানীর পূর্বের মন্তব্য এবং মুফতি আবুল কাসেম সাহেবের অসুন্নতের ফতোয়া। হাফিজহুমুল্লহ।)

লেনিন এবং স্ট্যালিনের কথা স্মরণ করুন। তাদের ক্ষমতা ছিল। তারা ক্রমান্বয়ে ৫০ লক্ষ মুসলমান হত্যা করেছিল। এই আলমী শূরাদেরও যদি ক্ষমতা থাকত, তারা তাদের বিরোধী কাউকেই রেহাই দিত না।

তবে, এই শয়তানী দাজ্জালী ফিৎনা উম্মতকে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে। তারা মাওলানা সাদ সাহেবকে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করেছে। তাঁর সম্মান ও মর্যাদা ব্যঙ্গ করেছে।

মাওলানা যুবায়েরুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহির দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর এই ফিৎনাবাজগণ বলেছিল , "এবার তোমার বিছানাপত্র গুছিয়ে রাখ , আমরা ট্রাক পাঠাচ্ছি, তোমাকে দ্রুতই নিজামুদ্দিন খালি করে দিতে হবে।"

ব্যাপার যখন এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে , তখন দিল্লী এবং মেওয়াতের সাথীরা কঠোর সিদ্ধান্ত নিলেন যে এই মাফিয়াদের থেকে রেহাই পেতে হবে। এই মাফিয়ারা খুব শীঘ্রই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং নিজামুদ্দিন ছেড়ে দেয়াই ভাল মনে করল। এখন এরা নিজেরাই আলমী শূরা গঠন করেছে।

দাওয়াতের যে নীতি এই ফিৎনাবাজরা ছড়াচ্ছেঃ

১) বিশ্বব্যাপী দাঈদের অন্তর থেকে নিজামুদ্দিনের আহমিয়াত বের করে দেয়া।

২) মাওলানা সাদ সাহেবের ব্যক্তিত্ব ম্লান এবং ক্ষতিগ্রস্থ করা। অথচ বর্তমানে তাঁর মহান ব্যক্তিত্বই নিজামুদ্দিন মারকাজের ভিত্তি।

৩) নিজামুদ্দিনে মারকাজের দিকে আহবানকারীদের ব্যক্তি পূজারী, মুশরিক, অন্ধ অনুসারী হিসাবে চিহ্নিত করা।

৪) এ কথা বুঝানোর চেষ্টা করা যে , মারকাজ আসল নয় , মেহনতই আসল।

৫) এসব বুঝানোর চেষ্টা করা যে , নিজামুদ্দিন যেতেই হবে এসব কোথায় বলা আছে?

৬) নিজামুদ্দিন কে দরগাহ হিসাবে চিহ্নিত করা, এভাবে মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহির মকবুল নসলকে অসম্মান করার চেষ্টা করা যে... শুধু দরগাহ পরিদর্শনে যাওয়া যেমন খারাপ এবং শিরক , এমনি একথা ছড়ানো যে নিজামুদ্দিন সফর করাও একই রকম , যাতে কিনা লোকজন নিজামুদ্দিন যাওয়া বন্ধ করে, বরং ঘৃণা করতে শুরু করে।

দুঃখজনক যে এই বিষয়গুলি তাদের 'ছয় নম্বরে' পরিণত হয়েছে। তারা যখন কথা বলে এই নতুন 'ছয় নম্বরে'র উপরে কথা বলে।

এমনকি মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা সাহেবের বয়ান এবং অডিওতেও প্রতিনিয়ত এসব পাওয়া যাচ্ছে। হাফিজহুমুল্লহ।

আমরা তাবলীগের সাথীরা কয়েক বছর ধরেই দেখে আসছি , যদি কেউ বেশ কয়েক বছর নিজামুদ্দিন না যায় , তাহলেই মেহনতের মধ্যে দুর্বলতা

শুরু হয়েছে যায়। যদি কেউ একযুগ ধরে না যায় , তাহলে তার অবস্থা কি দাঁড়ায়? তাকে কি আর মেহনতের সাথী বলা যায়!

অদৃশ্য শক্তি এই বিষাক্ত নয়া মানহাজ চালু করতে চাচ্ছে যাতে এই মেহনত মরে যায়। এবং কাউকে দায়ও দেয়া যাবে না।

শূরাওয়ালাদের তাশকিলঃ

চিরাচরিত খুরুজ এবং মসজিদওয়ার কাজের তাশকীল এদের বয়ানে কমই পাওয়া যায়। এর বদলে এদের নয়া তাশকিল –

ক) বাংলাওয়ালী মসজিদের ছাদ দেয়াল এগুলোকে মারকাজ বলে না।

খ) যেখানে সঠিক ভাবে কাজ হয় সেটাই মারকাজ, অন্যথায় নয়।

গ) বাংলাওয়ালী মসজিদ এখন দরগায় রূপ নিয়েছে যার মূল খাদেম সাদ সাহেব।

ঘ) নিজামুদ্দিন থেকে বিচ্যুতি ছড়িয়ে পড়ছে, তাই আর মারকাজ নয়।

ঙ) সবাইকে নিজ দেশেই সময় লাগানো উচিত। কোন ভাবেই আর নিজামুদ্দিন যাওয়া উচিত নয়।

চ) যারা নিজামুদ্দিন তারা আমাদের কেউ না।

ছ) নিজামুদ্দিন থেকে ফিরানো নেকের কাজ।

এই কথাগুলো শূরাওয়ালাদের দায়িত্বশীল লোকদের বয়ান থেকেই নেয়া!

কথাবার্তা ছাড়াও , যারা নিজামুদ্দিনে যায় তাদের উপর বিভিন্ন ভাবে আক্রমণ, ভয়ভীতি ও হুমকি ধামকি দেয়া হচ্ছে। গুজরাট , কর্ণাটক ও হায়দরাবাদে আজ প্রবণতা খুবই বেশি। এর বাইরেও যেখানেই তারা শক্তি অর্জন করেছে [যেমন বাংলাদেশেও বিভিন্ন স্থানে] সেখানেই এই তরীকায় অর্থাৎ হুমকি ধামকির তরীকায় মেহনত করছে। কিন্তু তাদের এই চেহারা

ফুটে উঠার পর সাধারণ সাথীরাও সংশয়মুক্ত হয়ে আল্লহর দিকে রুজু হয়েছেন। তারা নিজামুদ্দিন যাচ্ছেন এবং নিজামুদ্দিনের কথা বলছেন।

ডিউজবেরি মারকাজের শূরাদের দৃঢ়তাঃ

ডিউজবেরি মারকাজের শূরার সাথীগণ তাঁদের অন্যতম সাথী ও ফয়সাল ইসহাক প্যাটেল সাহেবকে উপদেশ দিলেন যে, চলুন আমরা মাওলানা সাদ সাহেবের নিকট গিয়ে বলি যে আমরা আপনার তত্ত্বাবধায়নেই কাজ করতে চাই, যাতে সাধারণ সাথীদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় যে আমরা নিজামুদ্দিনের সাথে আছি নাকি কথিত আলমী শূরার সাথে।

ইসহাক প্যাটেল সাহেব খেপে গিয়ে উত্তর দিলেন , "ছয় মাস, একবছর দেখুন। এরপর মাওলানা সাদ বা নিজামুদ্দিন মারকাজের পাত্তা থাকবে না। এখন থেকে আলমী শূরাদের ইশারাই চলবে।"

ডিউজবেরি মারকাজ দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন , নিজামুদ্দিন মারকাজের পদ্ধতিতেই মেহনত চলবে।

আলমী শূরা : দাজ্জালী মেহনতের সাথে সম্পৃক্ততা

এই আন্দোলন হঠাৎ করে আবির্ভুত হয়, প্রচুর সম্পদ ও বিনিয়োগ হয় এর পিছনে। ইতিহাস সাক্ষী দেয়, ফিৎনা এভাবে হঠাৎ করেই আসে এবং খুব দ্রুত সারা দুনিয়াতে কালো ছায়া বিস্তার করে।

পক্ষান্তরে হক ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে এবং স্থায়ী হয়। দশ বছরের কঠোর সাধনার পরে মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহি প্রথম তিন দিনের জামাত বের করতে সক্ষম হন। রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন কুরবানী এবং মুজাহাদার চূড়া। এরপরও হিজরতের সময় মুসলমান ছিল মোটামুটি ১২৩ জন। তাঁর ইন্তেকালের সময় ধারণা

করা হয় মুসলমান ছিল মোটামুটি পাঁচ লাখ। মোটামুটি এক তৃতীয়াংশ , প্রায় সোয়া লাখ তাঁর সাথে বিদায় হজে ছিলেন। (তেইশ বছরের নজিরবিহীন সাধনা।) এটাই হকের মেহনতের চিরকালীন রহস্য।

২০১৬ সালের পরে আলমী শূরা ফিৎনা সামনে আসে এবং তিন মাসের মধ্যে খুব দ্রুত সাতটি অন্যতম প্রধান দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ তাদের ধারণা গ্রহণ করতে তৈরি হয়ে যায়। যদিও আস্তে আস্তে লোকজন স্বঘোষিত শূরাদের দুর্নীতিগ্রস্থ পদ্ধতি এবং স্বভাবের কথা বুঝতে পারে , মানুষ তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয় , তওবা করে এবং নিজামুদ্দিন মারকাজের প্রতি ফিরে আসে।

এই মেহনত দৃশ্যত কমবেশি ২৫ বছর অপেক্ষা করেছে , এমন একজন নেতার সন্ধান করা হয়েছে যিনি মানুষের সম্পদ ও সম্পত্তির উপর অমুখাপেক্ষী হবেন, তাওয়াক্কুল এবং তাকওয়ার ব্যাপারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবেন এবং তাঁর ইলম হবে মিথ্যা অপশক্তির বিরুদ্ধে অজেয়।

আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেন এই চাওয়াকে মাওলানা সাদ সাহেবের আকারেই মঞ্জুর করলেন। এরপর কি ঘটল ? এ বছর ছয় মাসের মধ্যে কাজ ২০০ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া আল্লহ তায়ালার ফর্মূলা অনুযায়ী আলমী শূরাদের দাজ্জালী বৈশিষ্ট্য ধরা পড়তে শুরু করল। লোকজন তাদের মিথ্যাচার এবং ভিত্তিহীনতা বুঝতে শুরু করলো, তাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ শুরু করল এবং নিজামুদ্দিন ফিরতে শুরু করল।

সম্প্রতি কুল হিন্দের মাসোয়ারা থেকে কিছু দুর্বল রাজ্য যেমন আন্দামান , আসাম, ওড়িশা এমন আরো কয়েকটি রাজ্য থেকে গড়পড়তায় প্রায় ৪০০ করে জামাত প্রস্তুত হল। আজীব!

কথিত আলমী শূরার তিন পাকিস্তানী সদস্য , যাদের সাড়ে তিন বিলিয়ন রুপি জালিয়াতির অভিযোগে কোর্টে হাজিরা দিতে হচ্ছে , তারা কি এখনো 'আলমী শূরা ' হবার উপযুক্ত ? এক মৌলভি সাহেবকে দুই দিন পুলিশ রিমাণ্ডে রাখা হয়েছিল প্রতিবেশী দেশের চর হবার অভিযোগে।

কথিত 'আলমী শূরা'র স্কীম মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহির নসল খতম করা।

রায়বেণ্ডের লোকদের একটা ক্যাম্পেইন হল তাবলীগের দায়িত্ব থেকে ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহির পরিবার সরিয়ে দেয়া। এটা তাদের আজন্ম খায়েশ।

মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লহি আলাইহি ছিলেন সম্পূর্ণ সুস্থ। রায়বেণ্ডে লম্বা সময় বয়ান করলেন। সকালের নাস্তার পর থেকেই তিনি ক্রমাগত বমি করা শুরু করলেন। এরপর কয়েক ঘন্টার মধ্যে তিনি ইন্তেকাল করলেন। মাওলানা হারুন রহমাতুল্লহি আলাইহি কোন ধরনের অসুস্থতা ছাড়াই একেবারে কচি বয়সে চলে গেলেন।

মাওলানা সাদ সাহেব, আল্লহ তাঁকে দীর্ঘদিন হায়াতে রাখুনঃ

বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ চক্রান্তের জেরে, তিনি সব সময় মানসিক পেরেশানীতে থাকতেন। ওদের চাওয়া ছিল তাঁকে অতিরিক্ত মানসিক চাপ প্রয়োগ করে করে মানসিক রোগী বানিয়ে ফেলা যাতে তিনি কোন কাজের জন্য উপযোগী না থাকেন। আল্লহর রহমতে এই চক্রান্তে ব্যর্থ হওয়ায় আলমী শূরা বানানো হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে অস্থিতিশীল করা এবং বিশ্বব্যাপী বিরোধিতা চাউর করার দ্বারা তাঁর মেজাজ ও মগজ আছন্ন করে ফেলা। আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এমন গুরুতর অবস্থায় তাঁকে পড়ে

যাওয়ার বদলে আরো শক্ত করে দেন। রায়বেন্ডের আলমী শূরা তাঁকে হেলাতেও পারেনি।

আলমী শূরার জন্মঃ

প্রায় ১২০ বছর আগে গণতন্ত্রের বিপরীতে লেনিন স্ট্যালিন গং ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল (যার আরবী অনুবাদ আলমী শূরা) জন্ম দেয়। এর মূলনীতি হল প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট অনেকদিন থাকেন। তাই অনেকেই এমন ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাতে ইচ্ছা মাফিক পদ আঁকড়ে রাখা যায়। ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল তথা আলমী শূরা প্রবর্তনের দ্বারা লোকজন পর্যায়ক্রমে নেতা হবার সুযোগ পাবে। আলমী শূরার স্কীম কম্যুনিজম ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থারই অনুরূপ। এই দুইও তন্ত্র আল্লহ সুবহানাহু তায়ালা ধ্বংস করেছেন।

২০১৬ সালে রায়বেন্ড মারকাজের লোকজন সিদ্ধান্ত নেয় লেনিন এবং স্ট্যালিন গং দের মরা ‘সুন্নত’ জিন্দা করবে। তাদের এই অপকর্ম কিয়ামত পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবে যে তারা সমাজতন্ত্র এবং কম্যুনিজমের পোশাক তাবলীগের মেহনতকে পড়াতে চেয়েছিল। এর দ্বারা এসব কুফরী মতবাদ মুসলিম হয়ে যাবে না।

এই বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের পরেও যদি কারো অন্তর আলমী শূরার দিকে ঝুঁকে তাহলে বুঝতে হবে অন্তরে তালা লেগে গেছে। একবার যদি অন্তরে তালা লেগে যায় তাহলে চেহারা চমক হারায় এবং ভয়ানক লাগে দেখতে।

তাবলীগের সাথীদের মধ্যে মতভিন্নতা কিভাবে শুরু হলঃ

কিছু উঁচু মাপের আলেম দ্বারা নিজামুদ্দিন মারকাজে একটি অভিজাত গোষ্ঠী পয়দা হয়। গত প্রায় ৪০-৫০ বছর যাবৎ এঁদের মাসোয়ারার মাধ্যমেই বিভিন্ন দেশে পাঠানো হচ্ছিল। এদের সংখ্যা বেশি নয় ৭-৮ জন। নিজামুদ্দিন মারকাজের বর্তমান জিম্মাদার সাথীরা সিদ্ধান্ত নিলেন বিশ্বের বর্ধিত তাকাজা পুরা করার জন্য আরো সাথীদের তৈরি করা দরকার। ফলশ্রুতিতে মাসোয়ারাক্রমে আরো নতুন নতুন সাথী তৈরি হলেন।

কিছু পুরাতন বিখ্যাত মুরুব্বীদের বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছিল। এতে তাঁদের উচ্চাভিলাষ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তারা একটা ইস্যু পেয়ে যান। মানব প্রবৃত্তি শক্তিশালী হয়ে উঠে। এক পর্যায়ে তাঁরা মারকাজের বিরুদ্ধে কথা শুরু করেন। শীঘ্রই তাঁরা মারকাজ ত্যাগ করার মত সিদ্ধান্ত নেন এবং মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগেন। তাঁরা ঐ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান, "বিপদসীমার দ্বারপ্রান্তে"।

শুধু যে মারকাজ ত্যাগ করেছেন তাই নয় বরং কিছু ঘৃণ্য প্রচারণাও শুরু করেন, যেমন...

- মেহনত লাইনচ্যুত হয়েছে।
- মাওলানা সাদ সাহেবের চিন্তা চেতনা, পথ ও মতাদর্শ পরিবর্তন হয়েছে।
- মাওলানা সাদ সাহেব পূর্ববর্তী আকাবিরদের পথ হতে সরে গেছেন।
- মাওলানা সাদ সাহেব কুরআনের মনগড়া তাফসীর করছেন।
- তিনি শরীয়তের হুকুমের মধ্যেও পরিবর্তন করছেন।
- তিনি আম্বিয়াদের অসম্মান করছেন।

অতঃপর নিজেদেরকে আরো উপস্থাপনের জন্য তারা গুজরাটের লোকদের মন জয় করার চেষ্টা করেন।

তাঁরা সারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ একত্রে সফর করা শুরু করেন যেমন অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা , পানামা, বার্বাডোজ, ত্রিনিদাদ, কানাডা, আমেরিকা, বৃটেন ইত্যাদি। দুই বছরে তারা কয়েকবার করে সফর করেন, বড় বড় মজমা জমান। কিন্তু আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাহায্য না থাকলে যা হয় আরকি, সবই মরীচিকা হয়ে গেছে। একই ভাবে তাঁদের একটি শেষ আশা ছিল ব্রিটেনে ব্লাকবার্ন ইজতেমা। এটাও তাঁদের কোন সফলতা এনে দিতে পারেনি।

উপসংহার পর্ব।

এ পর্বে আলমী শূরার সাথে জড়িত বিভিন্ন বুযুর্গ ও গোষ্ঠীর পূর্বের কিছু কার্যকলাপের খতিয়ান দেখবো।

এর আগের এক পর্বে আমরা মাওলানা ইউসুফ মুত্বলা দামাত বারকাতুহুম এর বয়ানে শুনেছি , আলমী শূরার সূতিকাগার পাকিস্তানের হযরতগণ কখনোই ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহির নিকট আত্মীয়দের মেনে নেন নি।

হযরত মাওলানা ইউসুফ মুত্বলা দামাত বারকাতুহুম কর্তৃক তাবলীগের সমসাময়িক অস্থিরতার ব্যাপারে বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয় কয়েকটি ঐতিহাসিক পয়েন্ট।

এই অনুবাদ হযরত মাওলানা ইউসুফ মুত্বলা দামাত বারকাতুহুম এর তিনটি বয়ান থেকে নেয়া একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন।

➤ মসজিদ-ই-যাকারিয়া, বোল্টন (২৫ মার্চ ও ১লা এপ্রিল, ২০১৮)

মাওলানা সাদ সাহেবের পিতার অকাল মৃত্যুর পর সাদ সাহেবের মুহতারামা আম্মা হযরত শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহির নিকটে লিখেন, *"মহান আল্লহর ফজলে আপনি নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে অবগত আছেন আমার স্বামীর সাথে কি কি হয়েছে এবং কারা এর সাথে জড়িত। মেহেরবানী করে আপনি তাদের নামগুলো আমাকে জানান , যাতে আমি আমার প্রত্যেক দুআতে তাদের বিরুদ্ধে অভিশাপ এবং বদদুআ করতে পারি।"*

প্রত্যুত্তরে হযরত শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহি লিখেন , *"স্নেহের বেটি! কারা কি করেছে এ নিয়ে আর কখনো মন খারাপ করিস না।"*

এরপর তিনি ঐ চিঠিতে মূহতারামাকে সান্ত্বনা দেন এবং কিভাবে তাঁর মরহুম স্বামীর (রহিমাহুমুল্লহ) উপকার হয় সে ব্যাপারে উপদেশ দেন।

হযরত শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহি এরপর মূহতারামার পিতা (মাওলানা সাদ সাহেবের নানা) মাওলানা ইজহারুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহির নিকট এক পত্র পাঠান। যাতে তিনি লিখেন, *"মৌলভী ইনআমুল হাসানের পর তুমিই। এ সময় তুমিই এ দায়িত্ব নাও যে , সাদ এর এমন তরবীয়ত করবে, যাতে তার এমন যোগ্যতা হাসিল হয় , যেন সে এই মেহনতে তার দাদা এবং পরদাদার মত দূরদর্শিতা হাসিল করতে পারে।"*

হযরত শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহির এই জোর প্রচেষ্টা এবং তাঁর ব্যাকুল দুআর প্রভাব কি হতে পারে! মালয়শিয়া ও ইন্দোনেশিয়া থেকে যে সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছেছে, (মাওলানা সাদ সাহেবের সেই সব দেশ সফর করার পরে) এটা হযরত শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহির সেই দুআ এবং প্রচেষ্টার একটা নতিজা।

মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লহি আলাইহির জানাযার পূর্বে হযরত শায়েখ (রহমাতুল্লহি আলাইহি) আকাবিরে উলামাদের জড়ো করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ক্বারী তৈয়ব সাহাব , মাওলানা আলী মিয়া নদভী , মাওলানা আস'আদ মাদানী প্রমুখ। রহিমাহুমুল্লহ । তিনি তাঁদের বলেন যে, তিনি মাওলানা ইনআমুল হাসানের নাম পরবর্তী আমীর হিসাবে প্রস্তাব করতে চান। রহমাতুল্লহি আলাইহি। সকলেই এ ব্যাপারে একমত হলেন যে এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। তাই হযরত শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহি তাই জনসমক্ষে এই নিয়োগ ঘোষণা করেন।

হযরত শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহি এরপর রায়বেন্ড থেকে এই নিয়োগকে ব্যঙ্গ করে চিঠি পেতে থাকেন যে , আপনি নিজামুদ্দিনকে পাঞ্জাবের পীর সাহেবের গদি বানিয়েছেন। অর্থাৎ এক পীর মারা যাবে তাঁর ছেলে গদিনশীল হবে , ইত্যাদি। অর্থাৎ তাঁরা এই নিয়োগে একেবারেই নাখোশ ছিল। যদিও হযরত শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহি মাসোয়ারা করেই তাঁকে এই দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন।

যখন মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহির ইন্তেকাল হয়ে গেল, রায়বেন্ড থেকে মোটামুটি সকলেই জানাযায় অংশ নিয়েছিলেন। দাফনের পর মাসোয়ারা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে থেকে তিনটি ফয়সালা হয়।

যার দুটি ছিল

ক) এখানে এখন থেকে কোন বায়আত অনুষ্ঠিত হবে না।

খ) এখানে আমীর থাকবে না।

সেখানে উপস্থিত উলামকেরাম এমন ঘোষণায় উষ্মা প্রকাশ করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ একজন সেই মন্তব্যই করলেন যা ইউসুফ রহমাতুল্লহি

আলাইহির ইন্তেকালের পরে করা হয়েছিল , "আপনারা নিজামুদ্দিনকে পাঞ্জাবের পীর সাহেবদের গদি বানিয়ে ছিলেন।" এরপর তিনি আরো বলতে থাকেন, "আমরা পাঞ্জাবের পীর সাহেবদের গদি ছিনিয়ে নিয়েছি।"

➤ মসজিদ-ই-নূর, ব্রাডফোর্ড (২১ এপ্রিল ২০১৮)

১৯৭১ সালে হযরত শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহি মাদীনাতে মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেবের সহিত অবস্থান করছিলেন। এ সময় রায়বেন্ড এর লোকজন জেদ্দায় পরামর্শ করছিল। তারা ফয়সালা করে যে তাদের পক্ষ থেকে একজন মুখপাত্র হযরত শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহির কাছে পাঠিয়ে তাঁকে জানাবে যে মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেবের সহিত তাঁর অবস্থান তাবলীগের কাজের জন্য ক্ষতি হচ্ছে। পরবর্তীতে চারজন তাঁর সাথে দেখা করে সেভাবেই জানায়। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে মাওলানা মুহাম্মাদ উমার সাহেব পালানপুরী রহমাতুল্লহি আলাইহি স্বপ্নে রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত লাভ করেন। *রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর পালানপুরী রহমাতুল্লহি আলাইহিকে নির্দেশ দেন যাকারিয়া রহমাতুল্লহি আলাইহিকে সালাম পৌঁছে দিতে এবং জানাতে যে চার জন লোক আসবে। তাদের কাছেও ঘিষতে দেয়া যাবে না , কারণ তাদের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবিত।* কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে উমার পালানপুরী রহমাতুল্লহি আলাইহি সময় মতো এই বার্তা পৌঁছাতে পারেন নি। রায়বেন্ডওয়ালাদের এই ফিৎনার কারণে হযরত শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহি হিন্দুস্তান ফিরে যান।

(হযরত মাওলানা ইউসুফ মুত্বলা দামাত বারকাতুহুম এর বয়ান সমাপ্ত)

এছাড়া এর আগে আমরা দেখেছি তারা কখনোই নিজামুদ্দিনের কর্তৃক মানেন নি। বরং তাদের আজন্ম অভিলাষ ছিল রায়বেন্ড আলমী মারকাজ হবে। এ নিয়ে হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহিকে আক্ষেপ করতেও দেখা গেছে।

ইতিপূর্বে আমরা মুহাজেরে মাদানী মাওলানা সাঈদ আহমাদ খানের চিঠির কথাও জেনেছি। ঐ চিঠির প্রাপক হিসাবে যাদের নাম রয়েছে তাদের মধ্যে যারা ইন্তেকাল করে আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে গেছেন, তারা তো গেছেন। মহান আল্লহ তায়ালা তাদের মাফ করুন, তাদের সহিত উত্তম মুয়ামেলা করুন। যারা জীবিত আছেন তারা প্রায় সকলই এই ফিৎনার সাথে জড়িত হয়েছেন।

হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহির নেতৃত্ব ও হেকমত নিয়ে কারো প্রশ্ন নেই। তিনি সবাইকে নিয়ে চলতেন। এমনকি বর্তমানে যারা ফিৎনা করছেন তারাও হযরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহির রেফারেন্স খুব দিচ্ছেন। এমন আমীরের নেতৃত্ব যারা মানতে পারেন নি, তারা কি ছেলের বয়সী কাউকে মানতে পারবেন? তাছাড়া তাদের থেকে বিদ্রোহ নতুন কিছু নয়।

অথচ ইসলামের রূহ হল আমীর মানা। মশহুর হাদীস – *যে আমার আমীরকে মানল সে আমাকে মানল, যে আমাকে মানল সে আল্লহকে মানল।* এই মশক করানোর জন্যই রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের শেষ প্রান্তে বড় বড় বদরী, আশারা মুবাশশারা এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় সাহাবাকেরামদেরও সদ্য সাবলকত্ব প্রাপ্ত এক নবীন কৃষ্ণকায় বিশ্রীদর্শন গোলাম পুত্রের অধীনে জামাতবন্দী করেছেন। এটাই ইসলামের

আনুগত্যের কষ্টিপাথর। এবং কথিত আলমী শূরাগণ বিশুদ্ধতার এই কষ্টিপাথর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছেন।

এ পর্যায়ে আমরা এই আলমী ফিৎনার মুরুব্বীদের ব্যাপারে পূর্ববর্তী আকাবিরদের আরো কিছু বাণী উল্লেখ করে সমাপ্তি টানবো। বুঝা যাবে কারা প্রকৃত পক্ষে আকাবিরদের পথ থেকে সরে গেছে।

মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান এবং মাওলানা আলী মিয়া নদভী রহমাতুল্লহি আলাইহুমার সতর্ক করণ।

১৯৭৬ সালে মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব এক পুরনোদের জোড়ে ছিলেন। সাথে মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব , মাওলানা ইসমাঈল গোদরা এবং আরো কিছু পুরান সাথী ছিলেন। মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব হঠাৎ মাওলানা আহমাদ লাট সাহেবের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, *“দেখ! কখনো মারকাজ নিজামুদ্দিন ত্যাগ কর না। তাতে যত যাই ঘটুক।”*

মাওলানা আলী মিয়া নদভী রহমাতুল্লহি আলাইহি

হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেবের মত তিনিও মাওলানা আহমাদ লাট সাহেবকে উপদেশ দেন , *“কখনো কারো কাছে বিক্রি হয়ো না। অনেক নিলামকারী ক্রেতা দেখতে পাচ্ছি।”*

এটাই আমাদের আকাবিরদের দূরদৃষ্টির নমুনা। যা আজ সত্য হয়েছে। এমন কথা তাঁরা চার দশক আগেই বলে গিয়েছেন।

রহিমাহুমুল্লহ।

কখনো কখনো আল্লহর ওলীদের কিছু জ্ঞানগর্ভ গুরুত্বপূর্ণ বাণী যা তাঁরা উচ্চারণ করেন, অনেক পরে গিয়ে সত্য প্রমাণিত হয়।

একই ভাবে মিয়াজী আব্দুর রহমান সাহেবের কথাও বাস্তবে রূপ নিতে চলছে। কিছু কথা। কোন এক সময় বলেছিলেন। কেউ চিন্তা করতে পারে নি এমন একজন আন্তরিক , দূরদর্শী, নিঃস্বার্থ, তুলনাহীন মানুষ (যেমন মাওলানা ইবরাহীম সাহেব) কখনো মারকাজকে বিদায় জানাবেন। আল্লহ তায়ালা তাঁকে আবারো ফিরিয়ে নিয়ে আসুন (তাঁর চির আবাস নিজামুদ্দিন মারকাজে।)

আমীন!

নিজামুদ্দিন মারকাজ ধ্বংসের চক্রান্তে আলমী শূরার ব্যর্থতা

কথিত আলমী শূরা বর্তমানে মৃত্যু শয্যায় প্রহর গুনছে

প্রতিটি দানেই কথিত আলমী শূরাগণ পরাজিত হয়েছেন। এতদসত্ত্বেও তারা তওবা করতে বা নিজামুদ্দিনে ফিরে যেতে অস্বীকার করছেন। এই জুলাইতেও রায়বেন্ডের কিছু হযরতগণ ব্লাকবার্ন ইজতেমায় এসেছেন। হাজী সাহেব দামাত বারকাতুহুম পুনঃপুনঃ উল্লেখ করেছেন তিনি ব্লাকবার্ন ইজতেমা সম্পর্কে কিছু জানেন না। এটা মাসোয়ারা দ্বারা অনুমোদন হয়নি। যারা এসেছিলেন তারাও রায়বেন্ড থেকে (অফিসিয়ালী) আসেন নি। তাঁর নামে যে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে তাও ভুয়া প্রমাণ হয়েছে। হাজী সাহেবও নিশ্চিত করেছেন অনেক আগে চিঠি দেয়া হয়েছিল। সম্প্রতি তিনি কোন চিঠি দেননি। তাই ব্লাকবার্ন ইজতেমা ভুয়া ইজতেমা। এর জন্য মেহনত ,

অংশগ্রহণ, অবদান সবই মসজিদে যেরারের সমতুল্য। একই সাথে এটা উম্মতের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভক্তি।

গত বছর মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা হাফিজহুমুল্লহ মদীনা মুনাওয়ারাতে আরব সাথীদের মধ্যে কথা বলছিলেন। এরপর মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব কিছু কথা বলতে গেলে সাথীরা তাকে বসিয়ে দেন এবং বলেন যে , “আমরা আপনার থেকে কিছু শুনতে চাই না।”

“নিজামুদ্দিন আমাদের মারকাজ। আমরা সেখান থেকে হেদায়েত নিয়েই দাওয়াতের মেহনত করব।”

শেইখ মাখযুমি মাদানী দামাত বারকাতুহুম এবং তাঁর সাথীরা মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবকে বলেন , যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজামুদ্দিন ফিরে যান। মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব হাফিজহুমুল্লহ বলেন , “মাওলানা সাদ আমাকে বার বার জোর দিয়ে অনুরোধ করছে। ইনশাআল্লহ আমি খুব শিগগিরই নিজামুদ্দিন মারকাজে প্রত্যাবর্তন করব।” তিনি নিজে এ কথা বলেছেন।

রায়বেন্ড মারকাজের এই রাজনৈতিক আলমী শূরাগণ মাদীনা মুনাওয়ারার সাথীদের বিশেষ ভাবে নিজামুদ্দিন মারকাজের বিরুদ্ধে ফুঁসলাতে চেষ্টা করে।

দিবারাত্রি বহু প্ল্যান প্রোগাম করে ড. শওকত সাহেবের মাধ্যমে মাদীনা মুনাওয়ারার সাথীদের মধ্যে বিভক্তি এবং সমস্যা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে।

তারা ভেবেছিল সারা বিশ্বের সাথীরা মাদীনা মুনাওয়ারাতে আসবে , আলমী শূরাদের সাথে মাসোয়ারা করবে। তাদের সকল বুযুর্গদের সম্মান করা হবে।

আসলে এটা জয় পরাজয়ের কোন বিষয় নয়। আল্লহর পক্ষ থেকে পরিছন্নতা অভিযান। যাঁরা আন্তরিক তাঁরা রক্ষা পাবেন , যারা ব্যক্তিগত আগরাজ নিয়ে চলছেন তারা কেটে পড়বেন।

দাওয়াত হল একটা তাঁবুর মধ্য খুঁটির মত। যদি এটা অস্থিতিশীল হয়ে যায় অন্য খুঁটিগুলোও অস্থিতিশীল হয়ে যাবে। তাই আগে একে পরিষ্কার করা , এরপর দ্বীনের অন্যান্য শাখা যেমন ইলম শেখার অন্য রাস্তা সমূহ, তাসাউফ ইত্যাদি। আমরা শুধু সবার জন্য নিরাপত্তা/আফিয়াত কামনা করি।

একজন দাঈ সকলের মঙ্গল কামনা করে , কারো কোন অমঙ্গল চায় না। একজন দাঈ কাউকে প্রতিপক্ষ মনে করে না।

আলমী শূরাদের এই দাজ্জালী ফিৎনা সারা দুনিয়াতে প্লাবিত হয়। প্রতিনিয়তই কোথাও না কোথাও মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে ফতোয়া ইস্যু হয়।

সীরতের চির স্মরণীয় একটি অধ্যায়।

বদরের ঘটনা

যেন মক্কা মুকাররমার কুরাইশদের মতোই যারা সর্ববিধ্বংসী নেশায় মাদীনা মুনাওয়ারা আক্রমণ করতে গিয়েছিল , সম্পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত হয়ে এবং সাথে উজ্জীবনকারিণী গায়িকা মহিলাদেরও নিয়েছিল। তাদের মিশন – মুসলমান এবং মাদীনা মুনাওয়ারার ইসলামী জিন্দেগী ধ্বংস করা।

একই ভাবে, এই অশুভ আলমী শূরা ফিৎনা পাকিস্তান ত্যাগ করেছিল তাদের ব্লাকবার্ন ইজতেমা সফল করতে|

নিচের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন,

১) তারা নেরুল যায়। সেখানে গিয়ে কয়েকদিন অবস্থান করে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের চেষ্টা করে। পরবর্তীতে সরকার তাঁদের বহিষ্কার করে।

২) সেখান থেকে যাওয়ার পরে তারা কোন পূর্বনিমন্ত্রণ ছাড়াই জর্ডানে যায়, যেন তারা মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা সাহাবের জামাতের সাথী।
হাফিজহুমুল্লহ। কিন্তু আরবগণ তাঁদের সম্মানে চলে যেতে অনুরোধ করেন।
কিস্তি ৪৩৪

৩) এরপর তারা পর্তুগাল পৌঁছে। এখানে তারা কিছুটা রিলাক্স করেন যেহেতু সেখানে প্রকৃত তাবলীগের মেহনত নেই। সারা দুনিয়া অনেক জামাত দেখেছে, অনেক জামাতের সাথে চলেছে কিন্তু কখনো পর্তুগালের জামাত দেখা যায় নি। সেখানে ইউরোপের নামে ৩০০ এর মত মজমা হয়েছিল, কোন জামাত বের হয়নি।

৪) তারা এক/দুই দিনের জন্য ফ্রান্সে অবস্থান করে। কোন জামাত বের হয় নি।

৫) তারা ব্লাকবার্ন ফিরে আসে এবং বুধবারে দারুল উলুমে উলামা জোড় রাখে। বহু কষ্টে মাত্র ২০০ জন জমা হয়েছিলেন। কোন জামাত হয়নি।

যত জামাত তারা গঠন করতে পেরেছিল সবই ছিল ভারত পাকিস্তান থেকে।

আলমী শূরাদের বাংলাদেশের কম্যান্ডার-ইন-চিফ কারী যুবায়ের সাহেবকে ভিসা দেয়া হয় নি।

তারা এমন লোককেও রেহাই দেয়নি , যিনি এতটা বয়স্ক, অসুস্থ ও দুর্বল, এবং নিয়মিতভাবে শক্তিশালী ওষুধের অধীন থাকেন ; মাওলানা এহসান

সাহেব দামাত বারকাতুহুম। এই সফরগুলির বেশিরভাগ দিনই তিনি ঠিক মত চেতনাও রাখতে পারতেন না। এরপরও তাঁকে কানাডা থেকে নিয়ে আসা হয়, যাতে পাকিস্তানী কমিউনিটির মধ্যে যারা আলমী শুরার প্রতি কিছুটা দুর্বল তারাও নিজেদের লোক মনে করে অংশগ্রহণে আগ্রহী হয়। যদিও এতে কোন ফায়দা হয়নি। সত্যিকার অর্থে কোন জামাত বের হয়নি।

৬) মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা সাহেব বার্মিংহামে মারকাজে যেরারে বয়ান রাখেন। [আসল মারকাজ ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসের বিরোধীতায় এই মারকাজ বানানো হয়] এই মারকাজে যেরারে ১০০ এর মত লোক জমা হয়। তাঁদের এই জমায়েতের কারণে একই সময়ে আসল মারকাজের শবে জুমার মজমায় কোনই আসর পড়েনি। সেখানে স্বাভাবিক মজমাই ছিল। অন্যত্র (মারকাজে যেরারে) মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবের মত ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিও মুল মারকাজের মজমার উপস্থিতি কমাতে পারে নি।

৭) ১৪ই জুলাই কথিত আলমী শূরার পক্ষে লন্ডনে উলামা জোড় ছিল । অনেক কষ্টের পরেও ২০ জন লোক জড়ো করা যায় নি। যেমন মাওলানা আবরারুল হক হরদুঈ রহমাতুল্লহি আলাইহি মাঝে মাঝেই বলতেন , *“আকাশের তারকা যখন অক্ষচ্যুত হয় , তখন সে জ্যোতি হারায়।”* মনে হচ্ছে ইব্রাহীম সাহেবের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। (মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবও এতো ছোট মজমা দেখে অস্বস্তি প্রকাশ করেছিলেন। অডিও আছে।)

তাই একেবারে মক্কা মুকাররমার কুরাইশদের মতোই যারা বেশ উদ্ধত এবং উৎফুল্ল অবস্থায় মাদীনা মুনাওয়ারায় এসেছিল । কিন্তু সম্পূর্ণ পর্যদুস্ত হয়ে ফিরে যায়। এই ফিৎনায়ে খবিসা আলমী শূরা এবং তাদের ভ্রমণের ক্ষেত্রেও সেই একই জিনিস প্রমাণ হল।

ইজতেমা যেহেতু কতগুলো জামাত খুরুজ হল এর দ্বারা বিচার করা হয় , তাই তাদের খুরুজের অভাবই একটা প্রকাশ্য নিদর্শন যে তারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

এটা সারা বিশ্বের সামনেই হয়েছে। এবং এটা পরিষ্কার সাক্ষ্য দিয়েছে যে আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যাকে বেইজ্জত করেন কেউ তাকে সম্মান দিতে পারে না। (সূরা হজ্জ্ব: ১৮)

এতো শক্তিশালী ফিৎনা! কিন্তু মুখলিসীনদের দুআর বিরুদ্ধে তেমন প্রভাব ফেলতে পারে নি যতটা ইসলামের শত্রুরা আশা করেছিল।

আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজামুদ্দিন মারকাজ , হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেব দামাত বারকাতুহুম, নিজামুদ্দিনের শূরাগণ এবং নিজামুদ্দিনের অনুসরণকারী সকল সাথীদের হেফাজত করুন। আমীন।

আলমী শূরা – ব্যর্থতার হালখাতা

ব্যর্থতা ১

নিজামুদ্দিন থেকে মূল মারকাজ সরানোর ব্যর্থতা। তারা গুজরাট , ব্যাঙ্গালোর, আলীগড় আরো বহু জায়গায় মারকাজ সরাতে চেয়েছে। কিন্তু ফলাফল? ব্যর্থ।

ব্যর্থতা ২

উম্মতকে আমীরশূন্য করতে ব্যর্থতা।

একজন দাঈর প্রকৃত জীবন আমীরের অধীনে , বিচ্ছিন্ন মেহনত নয়। *“যে মুমিনগণ! আল্লহ এবং তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও , যখন তাঁরা তোমাদের আহ্বান করেন।”* (সূরাহ আনফাল: ২৪)

উম্মতের ঐক্য শুধুমাত্র এক আমীরের আনুগত্যের অধীনেই অর্জিত হইতে পারে। ১০/২০ জন শূরা তথা মাদবরের অধীনে ঐক্য সম্ভব নয়।

'আলমী শূরা'র অধীনে 'ইমারত' সম্ভব নয়। কেননা যেদিন 'আলমী শূরা' থেকে 'ইমারত' কায়েম হবে সেদিন 'আলমী শূরা'র উদ্দেশ্যই অপ্রয়োজনীয় এবং অকার্যকর হয়ে যাবে।

'ইমারত' সম্পর্কে কয়েক ডজন সহীহ হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি:

- যখন কেউ আমীর না থাকে, শয়তান আমীর হয়।
- তোমাদের তিনজনও সফর করে, তাহলে একজন যেন আমীর হয়।
- যে কেউ জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মারা যাবে , তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের উপরে হবে। (সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত।)

ব্যর্থতা ৩

কথিত 'আলমী শূরা'র সমর্থকগণ লোকজনকে নিজামুদ্দিন থেকে বিরত রাখার প্রয়াস পেয়েছে। যদি তাদের ক্ষমতা থাকত তাহলে শক্তিপ্রয়োগ করে হলেও নিজামুদ্দিন যেতে বাধা দিত।

ব্যাঙ্গালোরের ভাই ফারুকের কারণে ব্যাপারটা এত দূর গড়িয়েছে। তার থেকে প্রকাশ পাওয়া কথাগুলোর প্রধান জিনিস হল রাগ , বিদ্বেষ, শত্রুতা, বিদ্রুপ ও আফসোস, কুরআনের আয়াতের বিকৃতি যেমন, "আল্লহর দিকে ডাকা" এর বদলে "নিজামুদ্দিনের দিকে ডাকা।" "আলা বাসীরত" এই বদলে তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন , "আলা আকীদাত"। ইহা কুরআন। এ কোন রঙ্গ তামাশার বিষয় নয় । ভাই ফারুক সাহেব যা করেছেন তা

কুরআনের ‘তাহরীফ’ (পরিবর্তন), বিশেষ করে যদি এর তা ’উইল (সঠিক অর্থ প্রকাশ) না হয় ইরতেদাদের হুকুমও এসে পড়ে।

এমন আরেকজন মানুষ হলেন আবু খানসা , তার whatsapp মেসেজ আমি মাঝে মাঝে পেতাম। এসব মেসেজে তিনি এমন সব বিষয় উল্লেখ করতেন যাতে কাউকে মুরতাদ হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

আরেকজন লোক (রাওয়াত), যে রাগের সময় নিজেকে শরীয়তের সীমার মধ্যে রাখতে পারেন নি। তার সাথে কথা বলে ছিলাম। তিনি কথা আমলে নিয়েছেন। এখন সতর্কতা অবলম্বন করছেন। আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার উত্তম তরবীয়ত করুন।

যারা ইখতিলাফ করছেন তারা আমাদের ভাই। ইখতিলাফের যদি শরঈ ভিত্তি থাকে তাহলে ভুল হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু ইখতিলাফ যদি বাজারী কথার স্তরে পৌঁছে, তাহলে এটা হারামও হতে পারে।

যাইহোক, তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্ত্বেও লোকজনকে নিজামুদ্দিন থেকে ফিরাতে পারে নি। বরং লোকজন ঠিকই নিজামুদ্দিন যাওয়ার উপায় বের করেছে।

ব্যর্থতা ৪

কথিত ‘আলমী শূরা’গণ সব সময়েই দাবি করে আসছে যে, উলামা কেরাম মাওলানা সাদ সাহেবের ব্যাপারে আস্থাশীল নন।

সাহারানপুরে এক বিবাহ অনুষ্ঠানে ভারতের অনেক আকাবির উলামা কেরাম উপস্থিত ছিলেন। সাহারানপুর , দেওবন্দ, নদওয়া, থানাভবন, কান্ধালা এবং ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে অনেক আকাবিরগণ অংশ নেন। এদের মধ্যে মাওলানা তলহা সাহেব , মাওলানা রাবী’ হাসান সাহেব

প্রমুখ ছিলেন। দামাত বারকাতুহুম। সেখানে তাঁরা মাওলানা সাদ সাহেবের প্রতি সমর্থন জানান, এমনকি তাঁকে কিছু কথা রাখতেও অনুরোধ জানান।

অতি সম্প্রতি হযরত পীর সাহেব মাওলানা তলহা সাহেবের স্ত্রীর জানাযায় মাওলানা সাদ সাহেবকে ইমাম বানিয়ে সম্মানিত করা হয়। যদিও সেখানে আরো বড় বড় বুযুর্গানে কেরাম উপস্থিত ছিলেন।

এগুলোই কি অনাস্থার নমুনা?

ব্যর্থতা ৫

এছাড়া অনেক মাদ্রাসা নিজামুদ্দিনে আলেমদের জামাত পাঠাচ্ছেন , যারা মাওলানা সাদ সাহেবের সাথে সাক্ষাত করছেন। গত মাদ্রাসা ছুটির সময় আমাদের কাছে খবর এসেছে ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে ১৬৯ টি শুধুমাত্র আলেমদের জামাত নিজামুদ্দিন এসেছেন। তলাবাদের হিসাব ভিন্ন। তাঁরা মাওলানা সাদ এবং নিজামুদ্দিন থেকে হেদায়েত নিয়েছেন।

ব্যর্থতা ৬

কথিত ‘আলমী শূরা’র ফিৎনা লোকগুলো উমরার নামে হিজায গিয়েছিল। সেখানে তারা আরবদের সমর্থন আদায়ের জন্য অনেক চেষ্টা চালায়। সেখানে তারা একটি জোড় করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু বহু কষ্টের পরে সামান্য কিছু আরব জড়ো হন। সেখানে উপস্থিত ‘আলমী শূরা’র এক নেতা কথা রাখেন যে , “আমরাই সহীহ নাহাজে তাবলীগ করছি। আমাদের সমর্থন করুন।”

আরব সাথীগণ উত্তর দেন , “আপনারা জানেন আমরা নিজামুদ্দিনের সাথে আছি। এবং শেইখ সাদ আমাদের আমীর। আমরা আপনাদের প্রয়োজন অনুভব করি না।”

ব্যর্থতা ৭

কিছুদিন আগে ব্লাকবার্ন ইজতেমায় সামান্য কিছু মুখচেনা আলেম অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমরা পূর্বের এক কিস্তিতে ইতিমধ্যেই কারগুজারী দিয়েছি। (এই কিস্তির অনুবাদ এই অধ্যায়ের শেষের দিকে সংযুক্ত করা হয়েছে।) এটা পুরোপুরি ব্যর্থ একটি ইজতেমা ছিল। বরং একটি আইওয়াশ ছিল। ইজতেমার ছদ্মবেশে বলা চলে এটি 'গুজরাটের পীর সাহেবদের' ওয়াজ মাহফিল। ব্লাকবার্নের গুজরাটি কমিউনিটির কিছু মানুষ এতে উপস্থিত ছিল। এর বাইরে খুবই কম সংখ্যক মানুষই এতে অংশ নিয়েছেন।

তাই মাথা ঠান্ডা করে, মনমানসিকতা স্থির করে তওবা করুন। নিজামুদ্দিন ফিরে যান। নিজামুদ্দিনের নাহাজ এবং তরতীবের উপরে উঠুন। মাওলানা সাদ সাহেবকে আমীর হিসাবে মেনে নিয়ে চলুন। আপনাদের প্রয়োজন এবং চাওয়া পাওয়া মাসোয়ারায় পেশ করুন।

আল্লহ আমাদের মুক্তি দিন, এই খবিসা বিদ্রোহী ফিৎনা থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

আলমী শূরার বাস্তবতা

মাওলানা আহমাদ লাট সাহেবের গ্রুপ, আলমী শূরা, প্রথম বারের মত নিজামুদ্দিন এবং মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে মাসোয়ারার ব্যবস্থা করে, ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিশেষ করে পুরাতন/জিম্মাদার সাথীদের দাওয়াত দেয়া হয়। দাওয়াতনামা পাঠানো হয়, পোস্টার ছাপানো হয়, প্রচুর টাকা পয়সা খরচ করা হয়। ভারত এক বিশাল দেশ, দেশের প্রতিটি কোনায় কোনায় আওয়াজ লাগানো হয় যে, "এই মাসোয়ারা সারা দুনিয়ার মেহনতের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এর সমাপ্তি হয়েছিল এভাবে , প্রায় প্রত্যেক রাজ্য , এলাকা এবং এমনকি গ্রাম থেকেও জিম্মাদার সাথীরা উত্তর দেন , "আমরা এই মাসোয়ারায় আসছি না।" — এই দাওয়াতনামা এক ব্যক্তি থেকে এসেছে। হ্যাঁ , মাওলানা আহমাদ লাট সাহেবের সম্মান ও মর্যাদা আমাদের অনেক উপরে। কিন্তু এটা ততক্ষণ ছিল যতক্ষণ তিনি নিজামুদ্দিনে ছিলেন। এখন তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তাই তার চিঠি এবং ব্যক্তিত্ব কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু এই চিঠি মারকাজ থেকে আসেনি , তাই আমরা এই দাওয়াত গ্রহণে অপারগ।

কেউ কেউ এমনও লিখেছেন , এই মাসোয়ারা হল , নিজামুদ্দিনের বিদ্রোহীদের মাসোয়ারা। তাই আমরা এতে অংশ নিতে পারি না।

গভীর দুঃখের সাথে আমরা একথা লিখতে বাধ্য হচ্ছি যে , আগে যে কোন জায়গায় তারা হাজির হলে এক/দুই ঘণ্টার মধ্যে হাজারো সাথী জমা হয়ে যেতেন। এখন সাধারণ সাথীরাও তাদের বিদ্রোহী গং হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

কেনই বা হবে না ? এই গোষ্ঠীই মাওলানা সাদ সাহেবকে অন্যায় ভাবে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছে যে, তিনি:

- লাইনচ্যুত
- কারো এজেন্ট
- অবাধ্য
- উন্মত্ত
- জাদুগ্রস্থ
- অভদ্র ও উদ্ধত

মুম্বাইয়ের ব্যর্থতার পর এই খবিসা আলমী শূরা ভারতের মিরাটে তাদের প্রথম আলেমদের জোড় ঘোষণা করে। কিন্তু সাধারণ সাথীরা তা হতে দেয়নি। এটাও ব্যর্থ হয়েছে।

এরপর তারা বিহার , কলকাতা এবং বানারসে ইজতেমা রাখে। বানারসে ইমারতের পক্ষেও একটি ইজতেমা ছিল। এই ইজতেমা সর্বসাধারণকে আসল বাস্তবতা দেখিয়ে দেয়। ফলে উপরের তিনটি ইজতেমাই ক্যানসেল/বাতিল করা হয়েছিল।

এরপর তারা বাতিলের মেহনতের মত দুরদুরান্তে নজর দেয় , যেমন অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং আশপাশের এলাকা। সেখানে অনেক গুজরাটি ধনবান বড় বড় গো খামার ও গোশত ব্যবসায়ী থাকেন।

যখন সেখানে ইজতেমা রাখা হয় , এ সকল ধনবান ব্যবসায়ীগণ তাদের শ্রমিকদেরও সেখানে নিয়ে যায়। এভাবে ১০০০ - ১৫০০ এর মজমা কায়েম হয়। তাদের মধ্যে তাবলীগী কোন উদ্দীপনা ছিল না বললেই চলে। জামাত বের করার তেমন কোন চেষ্টাই করা হয় নি। মেহনতের সাথী হলে তাশকীল করা যায়। নতুন নতুন সাথীদের কিভাবে তাশকীল করবেন?

তিন জায়গা মারকাজের জন্য সম্ভাব্য হয়।

১. ব্যাঙ্গালোর
২. আম্বুর (মাদ্রাজ)
৩. সাউথ আফ্রিকা

বর্তমানে এই তিনি তিনটি জায়গাই তারা হারিয়েছেন। একই ভাবে ছোট ছোট এলাকাও তাদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। যেমন থানাভবন , গানতুর, সুরাট, মহিসুর ইত্যাদি।

ফেরাউনের জাদুকরদের মত, যারা লাঠি এবং দড়ি দিয়ে ছোট ছোট সাপের কুহেলিকা বানিয়েছিল এবং বিজয়ানন্দে উৎফুল্ল হয়েছিল। একই ভাবে আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুসা আলাইহিস সালামকে হুকুম করেছিলেন লাঠি মাটিতে ফেলতে , যা এক বিরাট অজগরে পরিণত হয়ে এক গ্রাসে জাদুকরদের ছোট ছোট সব সাপ গিলে ফেলে। সব জাদুকর সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, পরাজয় স্বীকার করে এবং ঈমান কবুল করে।

একই অবস্থা হয়েছে কথিত আলমী শূরাদের। নিজামুদ্দিনের মাতাহাতে অনুষ্ঠিত ঔরঙ্গবাদ ইজতেমা যেন তাদের প্রহেলিকার ছোট ছোট ইজতেমা গুলোকে গিলে খেয়ে ফেলেছে। ইজতেমার আয়োজকদের ধারণা মতে প্রায় ৬০-৭০ লক্ষ মানুষ এখানে অংশগ্রহণ করেন। যদিও কোন কোন সাংবাদিক ১ কোটি পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। সেখানের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং নুরানী পরিবেশ দেখে একজন মহিলা সাংবাদিকের ইসলাম গ্রহণের খবরও আমরা পেয়েছি।

কিন্তু দুঃখজনক , সেই কাফের জাদুকরগণ পরাজয় স্বীকার করে মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গী হয়েছিলেন। কিন্তু ফিৎনায়ে খবিসা আলমী শূরা একগুঁয়েমি করে এখনো তাদের ভুলের উপরেই অটল রয়েছেন। তারা সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েও সফল হচ্ছেন না। “তাদের মধ্যে কি বিচক্ষণ কেহই নেই?” (সূরাহ হুদ : ৭৮)

মাওলানা আহমাদ লাট সাহেবের দিবাস্বপ্নের অপমৃত্যুঃ

একেবারে শুরু থেকেই মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব আগের পর্ব সমূহে বর্ণিত উচ্চাভিলাষী গোষ্ঠীর মধ্য থেকে ছিলেন। মাফিয়া সমতুল্য কিছু গুজরাটি চক্র যারা , আগে থেকেই নিজামুদ্দিন মারকাজ কব্জা করে রেখে

ছিল, তাঁকে নদওয়াতুল উলামা থেকে ফারেগ হতে না হতেই একেবারে সরাসরি হযরতজী ইনআমুল হাসান রহমতুল্লহি আলাইহির প্রধান খাদেম বানিয়ে দেয়।

কেউ যখন উচ্চাভিলাষী হয়ে যায় তখন আর তার তরবীয়ত সম্ভব হয় না। এ কারণেই মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব এবং মাওলানা আবুল হাসান আলী মিয়া নদভী রহিমাহুমুল্লহ তাঁকে অনুগত ও ছোট হবার উপদেশ দ্বারা সংশোধন করার চেষ্টা করেছিলেন। যেমন আগের অধ্যায়ের শেষ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

সমগ্র মানব জাতির মধ্যে, তিনি একমাত্র ব্যক্তি যে একই উপদেশ বিভিন্ন মুরুব্বিদের থেকে পেয়েছেন! কেন এমন চিঠি সমূহ শুধু মাওলানা লাট সাহেবের জন্য লেখা হয়?

এটা ছিল তাঁদের দূরদৃষ্টি... এই ব্যক্তি হযরতজীর এমন খিদমত করেছেন, এক দিন নিজেও হযরতজী হবেন , এমন স্বপ্ন ছিল! এবং এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য একদিন বিশ্বজুড়ে ফিৎনার উত্থান ঘটাবেন!

সত্যিই, যদি সেদিন 'আলমী শূরা' গৃহীত হত, তার এই আকাঙ্ক্ষাও পূরণ হত।

দুঃখজনক তিনি রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাঙ্গণে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন... যখন একজন উম্মত স্বপ্নে দেখেছেন যে , রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, "কে আছ! আহমাদ লাটকে মদীনা থেকে বাহিরে নিয়ে যাবে (সে আমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছে)?"

সেই রাতেই তাকে মদীনা থেকে চলে যেতে হয়েছিল এবং জেদ্দায় যেতে হয়েছিল। এরপরে আর তিনি কখনোই উমরাতে ফিরতে পারেন নি।

অন্যথায় তিনি খুব তাড়াতাড়িই উমরাহ করতে আসতেন , কয়েক মাসের মধ্যেই।

মাওলানা সাহেব! মদীনায় ফিরে যান , সবাইকে শান্তির মধ্যে আনুন ; আপনার প্রতি তাদের আস্থা ফিরিয়ে আনুন।

আমরা চ্যালেঞ্জ করছি , সারা দুনিয়াতে কি এমন জায়গা আছে যেখানে মানুষ তার মেহনতে দ্বীনের মধ্যে এসেছে! আমরা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছি , আমাদের সামনে কি কেউ প্রমাণ করতে পারবেন যে, কোন এলাকা দ্বীনের মেহনতের উপরে দাঁড়া হয়েছে তার কুরবানীর বদৌলতে!

হ্যাঁ একটা কাজ তারা করেছেন! সেটা কি?

তারা এই আলমী শূরা জন্ম দেয়ার মাধ্যমে মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লহি আলাইহির ১০০ বছরের পুরনো মেহনত তছনছ করে ছেড়েছেন। মসজিদে মসজিদে, ঘরে ঘরে, ভাইয়ে ভাইয়ে তারা ফিৎনা সৃষ্টি করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ এই বিষয়টি মনে রাখবে, তারা যে সমস্যার সৃষ্টি করেছেন তা কখনো মানুষ ভুলবে না।

একটি সুন্দর দিবাস্বপ্নের বেদনাদায়ক অপমৃত্যুঃ

হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমতুল্লহির পরে যদি কেউ হযরতজী হতে পারে তাহলে তিনি মাওলানা আহমাদ লাট। অন্য কেউ তো এই কাজের যোগ্য বলেই মনে হয় না। মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা একজন চুপচাপ মানুষ। তিনি কি মাওলানা আহমাদ লাট সাহেবের সামনে কিছু করতে পারবেন?

কিন্তু দৃশ্যপটে হাজির হল আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ক্ষমতা! হঠাৎ করেই দান পাল্টে যেতে লাগলো। গতকালের বাচ্চা , নবীন এবং কাঁচা ,

মাওলানা সাদ দাঁড়িয়ে গেলেন। কে জানত যে , সে এত উপরে উঠবে , আল্লহ তাঁকে এত মদদ ও নুসরাত করবেন! এবং আমাদের বড়দের নূরের আভা তাঁর থেকেই এত পরিমাণ জ্যোতির্ময় হয়ে আবারো বিচ্ছুরিৎ হবে!

আল্লহর সাহায্য না থাকলে এই তাবলীগী পলিটিক্সের মাফিয়াগণ বহু আগেই তাঁকে সাইড কাটাতে পারতো। যেভাবে তারা তাঁর বাবা মাওলানা হারুন সাহেবের সাথে করেছিল। রহিমাহুমুল্লহ।

মাওলানা সাদ সাহেবের এমন মজবুত এবং দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে যাওয়া , এবং ২০১ দেশের সাথীদের কাছে আমীর হিসাবে গৃহীত হওয়া, এবং ইলম ও বাসীরতের সাথে এই মেহনতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং এই ঘোর ফিৎনার বিরুদ্ধেও বুক চিতিয়ে অটল থাকা যেন মাওলানা আহমাদ লাট সাহেবের ৫০ বছরের স্বপ্নে পানি ঢেলে দিয়েছে এবং তার স্বপ্নের সৌধ যেন কাদামাটির স্তূপে পরিণত হয়েছে।

মাওলানা যুবায়েরুল হাসান রহমতুল্লহি আলাইহির দাফন সম্পন্ন হবার পরে এই ফিৎনাবাজ লোকগুলো মাওলানা সাদ সাহেবকে বলেছিল , "তোমার বিছানা ও জিনিস পত্র গুছিয়ে নাও। আমরা ট্রাক নিয়ে আসছি। তোমাকে এখনই নিজামুদ্দিন খালি করে দিতে হবে!"

অবস্থা যখন এমনই চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে , তখন মেওয়াত ও দিল্লীর সাথীরাও চরম সিদ্ধান্ত নিল যে এই খবিসা মাফিয়াদের ঝেড়ে ফেলতে হবে। খুব শীঘ্রই এই মাফিয়ারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং নিজামুদ্দিন খালি করে চলে যায় এই ভেবে যে , যদি ফলদায়ক কিছু করার থাকে তা হল নিজেরাই আলাদা কিছু করা। এরপর তারা এই আলমী শূরা বানায়।

আলমী শূরাদের ব্যর্থ ইজতেমা সমূহঃ

দক্ষিণ আফ্রিকাতে অল্প কয়েক হাজার লোক অংশ নেয় । কিন্তু এমনই ভারী বর্ষণ শুরু হয় যে সবকিছু শেষ হয়ে যায় এবং লোকজন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

গ্রীসের মাসোয়ারায় এই ফিৎনা থেকে ২০ জন অংশ নেয়। তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিল এই মাসওয়ারার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে। অপরদিকে নিজামুদ্দিন থেকে মাত্র একজন আসেন। স্থানীয় সাথীরা নিজামুদ্দিনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাঁকেই মাসোয়ারার ফয়সাল বানান। এই মজমা নূরে ভরপুর থাকে।

শূরাদের পুনে ইজতেমাঃ

২০১৮ এপ্রিলে শূরার সমর্থনে পুনেতে ৫ জেলার ইজতেমা রাখা হয়। অনেক ভাবে চেষ্টা করা হয়। রাস্তায় রাস্তায় মাইকিং করা হয়! কোন মসজিদ বা মাদ্রাসা তাদের এই ফিৎনার ইজতেমার ভেন্যু হতে রাজি হয় নি। তাই তারা একটি মন্দিরের হল রুম তিন দিনের জন্য ভাড়া করে! ২ দিনে যা মজমা হয়েছে তা উল্লেখ করার মত কিছু নয়। তৃতীয় দিনে ৪০০০ এর মত দুআয় শরীক হয়। কিন্তু কোন জামাত বের হয় নি। শূরার লোকদের মধ্যে শুধুমাত্র মাওলানা ইসমাঈল গোদরা উপস্থিত ছিলেন এবং মুজাকারা ও বয়ান রাখেন।

সুরাটের ২ জামাতের কারগুজারীঃ

সুরাট থেকে ৪০ দিনের জন্য দুই জামাত কর্ণাটক যায়। কিন্তু সময় পুরা না করেই তারা ফিরে আসে। জিজ্ঞাসা করা হলে তারা উত্তর দেন , আমাদের নুসরাত করার কাউকেই পাওয়া যায় নি। সবাই নিজামুদ্দিনের

সাথেই সম্পৃক্ত আছেন। আমরা উমুমী গাশত করতেও অসমর্থ হয়েছি। আমরা শুধু মসজিদে অবস্থান করার অনুমতি পেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের নিজস্ব কোন এজেন্ডাই রাখতে পারি নি। স্থানীয় সাথীরাই মুজাকারা করত। তারা বলত , "হযরতজী আমাদের এভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনারা থাকার অনুমতি পাবেন। আপনাদের যথাসাধ্য খিদমত ও ইকরাম করব। কিন্তু ছয় নম্বরের বাইরে কোন কথা আপনারা বলতে পারবেন না।" তাদের খিদমত ও ইকরাম সত্ত্বেও আমরা এক পর্যায়ে অসহায় বোধ করি এবং ভি আই পি বন্দীর মত অনুভূতি হয়। তাই আর কোন উপায় না পেয়ে আমরা ফিরে আসি।

আল্লহই মানুষের অন্তরসমূহের নিয়ন্ত্রণ কর্তা। তিনি যখন ইচ্ছা করেন এর মধ্যে পছন্দ অপছন্দ যে কোন অনুভূতি স্থাপন করেন। এত আদর যত্নের মধ্যেও তাদের অন্তরে অসহায়ত্ব এবং বন্দীত্বের অনুভূতি ঢুকিয়ে দেন।

৭০ টি বড় বড় গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হল উম্মতের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা।

মুরাদাবাদ ইজতেমাঃ

এই ফিৎনা আলমী শূরার লোকগুলো মুরাদাবাদ ইজতেমার মাধ্যমে তাদের অশুভ উদ্দেশ্য সফল করতে চেয়েছিল। তারা লক্ষাধিক লোকের জন্য প্যান্ডেল বানায়। কিন্তু সামান্য কয়েক হাজারও আসে নি। এমনকি ইজতেমা সময় মত শুরুও করা যায় নি। তিন দিনের বদলে মাত্র দেড় দিনের ইজতেমা হয়েছে। শুরুই করা গেছে শনিবার।

মুরাদাবাদে তারা টেন্ট বানিয়ে ছিল। একদল বানর হামলা করে বৃহদাংশ ভেঙে ফেলে। সম্পূর্ণ ইজতেমা জুড়েই ধারাবাহিক ভাবে এই হামলা

চলতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত শূরার লোকেরা বানর তাড়ানোর জন্য দৈনিক ১৫০০ রুপির বিনিময়ে একেকটি প্রশিক্ষিত বেবুন ভাড়া করে। আতঙ্কে লোকজনের দিন পার হয়। ২ লক্ষ লোকের জন্য বানানো প্যান্ডেলে মাত্র কয়েক হাজার আসেন।

কথিত আলমী শূরাগণ ভুল পথ বেছে নিয়েছেন। প্রত্যেক দিক দিয়েই তারা ব্যর্থ হচ্ছে এবং তাদের লোকজন দিন দিন শুধুই কমছে। আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মদদ ছাড়া কোন মেহনতই চমকাতে পারে না।

(জাম্বুসার) কথিত আলমী শূরার লোকজন মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবের সাথে গুজরাটে ইতিকাফ করে এবং তাঁর সাথে কিছু মাসোয়ারা করে। এই মাসোয়ারা রমজান মাসে মদীনাতে হবার কথা ছিল। কিন্তু সউদী আরবের আরব এবং অনারব সাথীরা নিজামুদ্দিনের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। এবং তারা উন্মুক্তভাবে হাজী সাহেব এবং মাওলানা এহসান সাহেবের প্রতি বার্তা দেন যে , তাদের নিজামুদ্দিন যাওয়া উচিত এবং নিজামুদ্দিনের মাতাহাতেই কাজ করা উচিত। এবং এটাও পরিষ্কার করা হয় যে , হিজাজ ভূমিতে আলমী শূরার কোন স্থান হবে না।

এ কারণে আলমী শূরাদের ২৫ ব্যক্তি উমরাহ থেকে বঞ্চিত হয়। মাসোয়ারা হয় যে, মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব দাভেল মাদ্রাসা মসজিদে ইতিকাফ করবেন। যাতে তিনি মুম্বাইয়ের কিছু ধনবান লোকের কাছে নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারেন। তাদেরও সেখানে ইতিকাফ করার কথা ছিল। কিন্তু কঠিন ডায়রিয়ার আক্রান্ত হবার কারণে চার দিন পরই তাকে বাসায় ফিরতে হয়।

তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়ালো:

১. প্রথমে আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে নিজামুদ্দিন মারকাজ থেকে বহিষ্কার করেছেন।

২. দ্বিতীয়তঃ তিনি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। (নোট: রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনা মুনাওয়ারার এক সাথীর স্বপ্নে এসে বলেন , কেউ কি আছে আহমাদ লাটকে আমার শহর থেকে বের করে দিবে? সে আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে।)

৩. সর্বশেষ তাকে মসজিদে ইতিকাফ থেকেও বের করে দেয়া হয়েছে।

আল্লহর সক্ষমতা এভাবেই কাজ করে। মানুষ অনেক ভাবেই চালাকি করতে পারে, কিন্তু আল্লহর পাকড়াও যখন শুধু হয় তখন কেউ ঠেকাতে পারে না। একটার পর একটা আসতেই থাকে। (ফা 'তাবিরু ইয়া উলিল আবসার)

আমাদের একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী (ব্লাকবার্নের একজন দায়িত্বশীল সাথী) ইংল্যান্ডে কথিত আলমী শূরার পতাকা বহন করছেন। তিনি খুব স্বাস্থ্যবান ছিলেন, বড় কোন রোগের রেকর্ড ছিল না। প্রত্যেক রমজানে তিনি উমরাহ করতে মক্কা মুকাররমা মুকাররমা যেতেন। হঠাৎ তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে শুরু করলো , অসুস্থতার কারণে তাকে ব্লাকবার্ন নিয়ে আসা হল। তার ক্যান্সার ধরা পড়ল। আল্লহ তার শেফা এবং হেদায়েত নসীব করুন।

ব্যাঙ্গালোরের ফারুক ভাই, স্বাস্থ্যের কারণে সুবিখ্যাত ছিলেন। তিনিও এই আলমী শূরাদের শিবিরে যোগ দিলেন এবং তিনিও ক্যান্সার জনিত অসুস্থতার কারণে অচল হয়ে গেলেন। এখন তাকে এই মহাব্যাধি বহন করতে হচ্ছে।

আমরা ভবিষ্যৎ বক্তা নই , কিন্তু একে একে যা দেখছি , তাতে তো মনে হচ্ছে এটাই ফলাফল হবে। আপনি দাবি করতে পারেন যে , এগুলো যোগসূত্র বিহীন। কিন্তু এই দুটি ঘটনা আমাদের সামনেই ঘটেছে। না জানি এমন আরো কত আছে। আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যখন ধরেন, বিভিন্ন পদ্ধতিতেই ধরেন।

একমাত্র চিকিৎসা হল অনুতপ্ত হওয়া এবং নিজামুদ্দিন ফিরে যাওয়া। আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে কখনো পরাজিত করা যায় না।

মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা হাফিজহুমুল্লহঃ

আমরা প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব একটা মানসিক টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর দিল বলে এক কথা কিন্তু বিবেক বলে আরেক কথা। যদি বিবেক জয়ী হয় তিনি নিজামুদ্দিন ফিরে আসবেন। আর যদি দিল/অন্তর জয়ী হয় তাহলে তাঁর ভাগ্য হবে ভবঘুরেদের মত উদ্দেশ্য বিহীন। বিবেক এবং অন্তরের এই যুদ্ধে প্রায়ই সিদ্ধান্তে পৌঁছা অসম্ভব হয়ে পড়ে, এবং ব্যক্তি এক মানসিক যন্ত্রণা ভোগের পরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া যায় একটা রাস্তা বের হয়ে আসে। যতই দেরি হবে জিন্দেগী কঠিন হয়ে যাবে।

মহান আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের প্রিয় ইব্রাহীম সাহেবকে তাঁর চিরচেনা ঘর নিজামুদ্দিন ফিরে আসা সহজ করে দেন। এবং তাবলীগের মহান মেহনতের সাথীদের তরবীয়ত করার তৌফিক দান করেন।

মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবের ব্যাপারে জর্ডান থেকে পাওয়া খবর।

জর্ডান ইজতেমা জুন ২০১৮

যখন আলমী শূরাদের জামাত জর্ডান মারকাজে পৌঁছল , স্থানীয় এক সরকারী অফিসার আসলেন। তিনি দাওয়াতে তাবলীগেরও জিম্মাদার সাথী। মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং কিছু বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন (এগুলো আমাদেরও বহুদিন ধরেই জিজ্ঞাস্য) , "শেইখ! আপনার কথিত এই শূরাইয়াত পদ্ধতি কুরআন , হাদীস ও সীরতের আলোকে প্রমাণ করুন। " কিন্তু মুরুব্বীগণ উত্তর দিতে ব্যর্থ হলেন। ঐ শেইখ আবারো জিজ্ঞাসা করলেন , "তাহলে কি আপনারা এখানে সাধারণ মানুষদের ভুল রাহবারী করতে এসেছেন ?" তখন হযরতগণ জবাব দেন , "আমরা আপনাদের আমীরের নিমন্ত্রণে এসেছি।"

স্থানীয় ঐ সরকারী কর্মকর্তা ও সাথী বলেন , "আমাদের আমীর তো আমরাই পছন্দ করেছি। আমরা তাঁকে সরিয়েও দিতে পারি, যদি তিনি শূরা পদ্ধতি সমর্থন করেন , যা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। একইভাবে আমরা আপনাদের বহিষ্কার করার অধিকার সংরক্ষণ করি কেননা আপনারা আমাদের দেশে শূরাইয়াত ফিৎনা ছড়ানোর কারণ হচ্ছেন।"

মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব হাফিজহুমুল্লহ কাঁদতে শুরু করেন। তাই ঐ স্থানীয় শেইখ বলেন , "এখানে কাঁদবেন না। নিজামুদ্দিন যান , সেখানে কাঁদুন।" মুম্বাইয়ের মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব কিছু একটা বলতে যান। কিন্তু ঐ শেইখ হস্তক্ষেপ করেন এবং বলেন, "আপনি চুপ করুন।"

আরো বাড়তি বিব্রতকর অবস্থা এড়াতে মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব দীর্ঘ ছয় ঘন্টা আগেই তাঁর জামাত নিয়ে এয়ারপোর্ট চলে যান।

মন্তব্য: এই শূরার লোকজন তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবকে ব্যবহার এবং অপব্যবহার করছে ,

এবং এভাবে তাঁর অমর্যাদা করছে। এই একই পদ্ধতি তারা মাওলানা ইহসান সাহেবের সাথেও করছে। তাঁর চরম অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে সারা দুনিয়াতে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে।

এসব প্রকাশ্য জুলুম!

বার্মিংহামে উলামা জোড় – ১৭ জুন ২০১৮

আসরের পরে ডিউজবেরি মারকাজাধীন বার্মিংহাম মারকাজে উলামাদের জোড় অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৭০০ এর মত অংশগ্রহণ করেন , যাদের ২০০ জন ছিলেন আলেম। মুফতি ফিদা সাহেব চার মাস পায়দল জামাতে নিয়ে চলছিলেন। তাঁরা এই এলাকায় কাজ করছিলেন। স্থানীয় সাথীদের সাথে মাসোয়ারা করে এই জোড়ের আয়োজন করেন। জামাতটি বেশ মজবুত। তাঁদের দ্বারা ১৩টি পায়দল জামাতের তাফাক্কুদ হয়।

কয়েকদিন যাবৎ শায়খুল হাদীস মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেবের (দক্ষিণ আফ্রিকা) বয়ান হচ্ছিল। [অথচ আলমী শূরাদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় দক্ষিণ আফ্রিকাতে নাকি নিজামুদ্দিনের কোন পাত্তাই নেই।]

শায়খুল হাদীস সাহেব বলেন , *মৌলভী সাঈদ প্যাটেল সাহেব তার মরহুম ও সম্মানিত পিতার বহু কষ্টে গড়া সাজানো বাগান কুপিয়ে তছনছ করতে নাছোড়বান্দা। এটা তার জন্য ধ্বংস ছাড়া কিছুই নয়।*

আশীর্বাদধন্য টঙ্গী ময়দানে আরবদের বায়আতঃ

মৌরিতানিয়ার একজন জিম্মাদার সাথী , শেইখ আবুল-হাসান উমার বলেছেন, “বাংলাদেশ ইজতেমায় আমরা আরবগণ নিজেদের মধ্যে মাসোয়ারা করলাম যে , প্রত্যেক দেশ থেকে একজন করে প্রতিনিধি বায়আত হবেন। এবং একজন একজন করে ৩৭ টি আরব দেশের বড়গণ

হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেবের হাতে বায়আত হলাম। এবং তাঁর সহযোগী হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম।”

এর অর্থ হল ভারতীয় উপমহাদেশ , আরবদেশ সমূহ , ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, উল্লেখযোগ্য মুসলিম সমৃদ্ধ দেশ সকলেই বায়আত হয়েছে বা বায়আতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এটা ঠিক যে প্রত্যেক দেশেই কয়েক ডজন করে বিরোধিতাও আছে , কিন্তু তাদের সংখ্যার কি মূল্য আছে?

২০১৭ সালের টঙ্গী ইজতেমার সময় ২০১ দেশের তাবলীগের মুরুব্বীগণ এবং ৩৫,০০০ উলামকেরামদের সর্বসম্মত অভিমত,

- নিজামুদ্দিনই আলমী মারকাজ
- মাওলানা সাদ সাহেবই সারা আলমের জিম্মাদার
- পূর্বের তিন আমীর সাহেবের মত তাঁকেও ডাকা হবে ‘হযরতজী’ (চতুর্থ হযরতজী)।

সেই মজমা প্রায় ৩০ ,০০,০০০ লোকের মজমা ছিল এবং প্রায় ৩৫ ,০০০ উলামকেরাম ও মুফাতিয়ানে ইজাম উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মাঝেই মাওলানা সাদ সাহেবের ইমারতের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।

আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই সৌভাগ্য বাংলাদেশকেই দান করেছেন যে, আলমী শূরার সুরতে খবিসা বিদ্রোহ খতম হবে।

আল্লহ যাকে বেইজ্জত করেন, কেউ তাকে সম্মান দিতে পারে না। (সূরাহ হাজ: ১৮)

রায়বেন্ডের পলিটিক্যাল মহাপরিকল্পনা বাংলাদেশে ব্যর্থ হয়েছে:

- প্রথম ব্যর্থ পরিকল্পনা!

২০১৬ এর মে মাসে পুরনোদের জোড়ে কারী যুবায়ের সাহেবকে বাংলাদেশে আলমী শূরার জিম্মাদারী দিয়ে পাঠানো হয়।

তার কাজ ছিল এটা নিশ্চিত করা যে , মাওলানা সাদ সাহেব কোন পরিস্থিতিতেই টঙ্গী ইজতেমায় অংশ নিতে না পারেন। আল্লহর রহমতে হযরতজী টঙ্গী পৌঁছে যান।

- দ্বিতীয় ব্যর্থ পরিকল্পনা!

  তারা এটা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল যে , বাংলাদেশের জিম্মাদার সাথীরা যাতে কোন ভাবেই নিজামুদ্দিনে না যায়। কিন্তু ফলাফল হয়েছে ভিন্ন। নিজামুদ্দিন থেকে মাত্র ৩০০০ সাথীর অনুমতি ছিল , কিন্তু গিয়েছিল দ্বিগুণেরও বেশি।

- তৃতীয় ব্যর্থ পরিকল্পনা!

  তারা মাদ্রাসার ছাত্রদের দ্বারা কাকরাইল মসজিদ দখল এবং নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল , যেভাবে তারা রায়বেন্ডে করেছে। তারা মাদ্রাসা ছাত্রদের সেখানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

২৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার কাকরাইল মারকাজের মাসোয়ারায় তারা ঘোষণা করেঃ

১. মাওলানা সাদ সাহেবের কোন কিছু বাংলাদেশে চলবে না।

২. নিজামুদ্দিনে বাংলাদেশ জোড়ে যে দুইজন নতুন ফয়সাল বানানো হয়েছে তাদের গ্রহণ করা হবে না।

৩. কাকরাইলে শুধুমাত্র উলামা শূরাদের কথাই গ্রহণ ও কার্যকর হবে।

কিন্তু আমীরের অনুসারীগণ আপত্তি করেন এবং এমন চরম অবস্থায় করণীয় ঠিক করতে মাসোয়ারা আহ্বান করেন। প্রায় ৪০০০ সাথী আসেন, কিন্তু মাদ্রাসার ছাত্ররা তাদের মারকাজে ঢুকতে বাধা দেয়। এ নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে পুলিশ আসে । মারকাজ খালি করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নেন দুইও পক্ষের কিছু জিম্মাদার সাথী কিছুদিন মারকাজের বাইরে থাকবেন।

এভাবেই ছাত্রদের হামলা থেকে মারকাজ রক্ষা পেয়েছিল। সেদিন সাধারণ সাথীরা রুখে না দাঁড়ালে কাকরাইলেও রায়বেন্ডের মডেল কায়েম হয়ে যেত। সেদিন ছাত্ররা নিজেদের আচরণের কারণে সাধারণ মানুষের কাছে হেয় হয়েছে। অথচ তাদের যারা ব্যবহার করল , সেই জিম্মাদারগণ মারকাজে বহাল তবিয়তে আছেন। (তাহলে প্রকৃত পক্ষে কারা সাধারণ মানুষের কাছে আলেম উলামা ও তলাবাদের সম্মান হানি করছে?)

এই ৩নং পরিকল্পনাই ছিল তাদের সবচাইতে শক্তিশালী চক্রান্ত , কিন্তু আল্লহর করম! এটাও চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এখন তারা বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রাম করে বেড়াচ্ছেন, এবং এসব প্রোগ্রামে তারা তাবলীগের চিরাচরিত উসূল সমূহেরও তোয়াক্কা করছেন না। এমনকি তাবলীগের মূল যে লক্ষ অর্থাৎ খুরুজের কোন তাশকীলও হচ্ছে না। মূলত সকল পরিকল্পনায় ব্যর্থ হয়ে এখন যা করছে তা হল, চলে বলে কলে কৌশলে যে কোন পদ্ধতিতে দাওয়াতের মেহনত বাধাগ্রস্থ করা।

তাদের নেতারা একথা আন্দাজ এবং উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে , শূরার মাধ্যমে এই কাজ চালানো যাবে না। নিজামুদ্দিন মারকাজের গ্রহণযোগ্যতা

দিনে দিনে বেড়েই চলছে। আর এই খবিসা শূরা দিনে দিনে শুধু ডুবছেই। তাই তারা এখন ধ্বংসাত্মক পথ বেছে নিয়েছেন।

শিক্ষা:

১. খারেজী এবং মুতাজিলা সম্প্রদায়ও অনেক বড় ছিল। ক্ষমতাশালী এবং তৎকালীন সরকার দ্বারা সমর্থিত। তাদের ইলমী যুক্তির মারপ্যাঁচ এবং বয়ানগুলোর জবাব দেয়ার মত কেউ ছিল না। আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের কিছুদিন অবকাশ দিয়েছেন। কিন্তু একসময় ঠিকই আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পাকড়াওয়ের চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। এক এক করে ওদের পিষ্ট করেছে যতক্ষণ পর্যন্ত না ওদের নাম নিশানাও দুনিয়া থেকে মুছে না গেছে। এটাই উম্মতের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টিকারী প্রতিটি গোষ্ঠীর পরিণাম।

অন্যান্য গুনাহের জন্য আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা একটু বেশিই অবকাশ দেন। কিন্তু উম্মতের মধ্যে অনৈক্য! আল্লহর পাকড়াও খুব দ্রুত শুরু হয়ে যায়।

২. পুরষ্কার বিহীন মেহনত:
হযরত উমার রদ্বিয়াল্লহু আনহু এক খ্রিষ্টান পাদ্রীকে দেখলেন একেবারে জীর্ণ শীর্ন। তিনি তাকে বললেন , "তুমি যদি রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে স্বীকার করে নাও তাহলে তোমার এই সকল কষ্ট তোমার জন্য সীমাহীন পুরষ্কারের জরিয়া হবে।"

এটাই হল ব্লাকবার্ন ইজতেমাসহ তাদের পক্ষ থেকে যত মেহনত হয়েছে সেসব মেহনতের নমুনা। অনেকেই অনেক কুরবানী করেছেন,

কিন্তু আমীরকে আমীর হিসাবে স্বীকার করেন নি। তাদের সব মেহনত নিরর্থক। কেননা জামাত ছাড়া ইসলাম পরিপূর্ণ নয় , আমীর ছাড়া জামাত পরিপূর্ণ নয়।

অনুবাদক জামাতের পক্ষ থেকেঃ

আবু ইমরান যাওনি বর্ণনা করেন , হযরত উমার রদ্বিয়াল্লহু আনহু একদা একজন পাদ্রীর পাশ থেকে অতিক্রম করে যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে গেলেন। কেউ একজন ঐ পাদ্রীকে ডাকল যে আমীরুল মুমিনীন বাহিরে রয়েছেন। যখন পাদ্রীকে দেখা গেল , তার চেহারায় কঠিন মেহনতের আসর , সাধনা এবং দুনিয়ার অনাসক্তির ছাপ স্পষ্ট ছিল। (তার আধ্যাত্মিক সাধণার কারণে সে খুবই ফ্যাকাসে এবং দুর্বল হয়ে গিয়েছিল।) উমার রদ্বিয়াল্লহু আনহু তাকে দেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। কেউ একজন মন্তব্য করল যে, "সে তো একজন নাসরানী। " আমীরুল মুমিনীন জবাব দিলেন , "আমি জানি। তবে তাকে দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে। কেননা , কুরআনের সেই আয়াত আমার মনে পড়েছে যেখানে আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন, 'সেই ব্যক্তি, যে অনেক সাধনা করে , অনেক কষ্ট করে (মনে করে যে, সে আল্লহকে খুশী করছে , কিন্তু তার বিশ্বাস ও কর্ম (ঈমান ও আমল) আল্লহর সাথে তার সম্পর্ক নিশ্চিত করে না।) সে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে।' (সূরাহ গশিয়াহ: ৩-৪)

তার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে এই ভেবে যে, এত সাধনা এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি সত্ত্বেও সে জাহান্নামে যাবে। (হায়াতুস সাহাবাহ প্রথম খন্ড)

ব্লাকবার্নের ব্যর্থ ইজতেমার বিস্তারিত খবরঃ

এই ইজতেমা নিজামুদ্দিন বা রায়বেন্ডের হাজী সাহেব , কারো দ্বারাই অনুমোদিত ছিল না।

যে ফ্যাক্টরীতে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে লোকজন অস্বস্তি বোধ করছিল। কেননা এই ভেন্যু হালাল উপায়ে গ্রহণ করা হয়েছিল কি না, এটা নিয়ে সন্দেহ ছিল এবং অবস্থানকালীন সময়ে আল্লহর আযাবের আশঙ্কা ছিল।

প্রকৃত সত্য সবার কাছেই খোলাসা হয়ে গেছে, তা হল, কথিত আলমী শূরা একটা বিচ্ছিন্ন গ্রুপ ছাড়া কিছুই নয়।

কোন একটি ইজতেমার আগে ঐ ইজতেমার সফলতার জন্য অনেক মেহনত করা হয়। এই কথিত ইজতেমার আগে মাত্র তিনটি জামাত বের হয় এবং সব কটিই মাত্র অল্প কয়েকদিনের জন্য। কিছু সাথী মাঝ পথে তাদের সঙ্গ বাদ দিয়ে ডিউজবেরি মারকাজে ফিরে আসেন। এর কারণ হল, এই জামাতগুলো প্রকৃত অর্থে কোন মেহনত করছিল না বরং তারা নিজেদের গীবত, মিথ্যাচার ও ছলচাতুরির মধ্যে লিপ্ত রেখেছিল।

সাধারণ মানুষও এই কথিত ইজতেমার প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা তথা খিদমত থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিল। তাই ইজতেমার ভেন্যু প্রস্তুত করতে আয়োজকদের টাকার বিনিময়ে লোক ভাড়া করতে হয়েছিল।

এই জায়গাটা ছিল একটা শিল্প এলাকার অংশ , তাই লোকজনের থাকা , বিশেষ করে ঘুমানোর জন্য বিশেষ অসুবিধা ছিল। এ কারণে আগত লোকদের আশে পাশের মসজিদে রাত্রিযাপন করতে হয়েছিল। আয়োজকরাও ইজতেমার সময়কাল ঠিক করে দিয়েছিল সকাল দশটা

থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এভাবে আমলের জন্য সময়কাল ঠিক করে দেয়া তাবলীগের ইতিহাসে নেই। আগত লোকজন তাই একটা লম্বা সময় ধরে ইজতেমা স্থলের বাইরেই কাটিয়েছেন। এটাকে তাই ইজতেমা বলার চেয়ে বরং ওয়াজ মাহফিল বলাই ভালো|

আয়োজকদের করাচির ভাই ইয়ামীন সাহেবের জন্য আলাদা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। কেননা লোকজন বুঝতে পেরেছিল যে , তিনিই সেই ব্যক্তি যে হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব হাফিজহুমুল্লহকে কাফের ঘোষণার ফতোয়ার হোতা।

সাধারণ মানুষের পাশাপাশি উলামাকেরামও এখানে আসা থেকে বিরত ছিলেন। মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা সাহেব হাফিজহুমুল্লহ পাশের এক মাদ্রাসায় গিয়ে বয়ান করে এসেছেন , তবুও ইজতেমাস্থলে আলেমদের জড়ো করা যায় নি। এবং মাদ্রাসাতেও অনেক কাঠখড় পুড়িয়েই এভাবে বয়ানের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। মজমা ছিল সাকুল্যে ২৫০ জনের মত। উলামা যা ছিলেন তাতে একে বড়জোর তলাবা জোড়ের মর্যাদা দেয়া যেতে পারে। কোনক্রমেই এটা উলামা জোড় ছিল না।

আম জনতার মধ্যে বেডিংসহ যারা অবস্থান করছেন তাদের সংখ্যা ২০০০ হবে না। বেশির ভাগ মানুষ আসরের পরে মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব হাফিজহুমুল্লহ এর বয়ান শুনতে এসেছেন , বয়ানের পরে যার যার বাসায় চলে গেছেন। এদের ৮০% ই ছিল সাধারণ মানুষ ; মেহনতের সাথী নয়। তাদের শুধু সংখ্যা বাড়ানোর জন্যই আনা হয়েছিল।

ভাই শামীম সাহেব ইজতেমার চিরাচরিত নিয়ম মাফিক বয়ান বা মুজাকারার বদলে খোলাখুলি ভাবে নিজামুদ্দিনের সাথীদের কিছু কাল্পনিক

ও অতিরঞ্জিত দোষ বর্ণনা করেছেন এবং আলমী শূরার পক্ষে কিছু গোঁজামিলের যুক্তি দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

সামান্য কয়েকটি জামাত এখান থেকে বের হয়েছে। আরও কিছু বাকি জামাতের দাবি তারা করেছেন। কিন্তু কোন তাফাক্কুদ হয়নি।

মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব হাফিজহুমুল্লহ এই সফরে আবারো স্বীকারোক্তি দিয়েছেন, আলমী মারকাজ একটাই এবং সেটা নিজামুদ্দিন। এছাড়া আর কোন আলমী মারকাজ নেই।

লন্ডন থেকে তাদের সমর্থকরা আশা করেছিল ৫০ বাস ভর্তি করে লোক নিয়ে যাবেন। কিন্তু মাত্র ৫টি কোচ গেছে।

ইজতেমার চলাকালীন সময়ে , মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব বরাবর জর্ডান থেকে একটি চিঠি আসে। সেখানে তারা উল্লেখ করেছেন , কিভাবে কথিত আলমী শূরার পক্ষে একটি জামাত বিনা মাসোয়ারায় , বিনা দাওয়াতে সেখানে গিয়েছিল। সেখানকার পুরাতন সাথীরা তাদের 'শেইখ' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন বলে , তাদের সাথে মেহমান সুলভ সম্মানজনক ব্যবহার করা হয়েছে। তারা আরো লিখেন, "বিনা পরামর্শে আমরা কাউকে আমাদের কোন মজলিসে কথা বলতে দিব না। তবে আমরা আপনাকে আমাদের একজন 'শেইখ' হিসাবে জানি। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজামুদ্দিন ফিরে গিয়ে আমাদের এই ফিৎনা থেকে রেহাই দিন।"

উর্দূতে একটি কথা আছে , "নক্ষত্র যখন অক্ষচ্যুৎ হয় , তখন জ্যোতি হারায়।"

মাওলানা উসমান কাকসি খুব ভালো বয়ানকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। খুব সহজেই দুই আড়াই ঘণ্টা যাবৎ মজমা জমিয়ে রাখতে পারতেন। তিনি

যখন নিজামুদ্দিন ত্যাগ করেছেন তথা তার অক্ষচ্যুৎ হয়েছেন , সেই বয়ান আর করতে পারেন নি। এরপর তার কথায় না কোন বিশেষ বিষয়ে আলোচনা থাকত , না কোন ধারাবাহিকতা থাকত। মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবের ব্লাকবার্নের বয়ানেও একই জিনিস পরিলক্ষিত হয়েছে।

একজন দাঈ কখনো নিজে থেকে কথা বলেন না বরং তাকে বলানো হয়। আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে গায়েবি ভাবে কথা বলতে মদদ করেন। একজন বক্তা নিজের মতো করে কথা বলে। এটাই বক্তা এবং দাঈর পার্থক্য।

এই কিস্তিগুলো লিখতে গিয়েও এমনই অনুভূতি হয়েছে। এত সাবলীল ভাবে কলম চলছিল যা এক কথায় অবিশ্বাস্য।

কোন এক ব্যক্তি আল্লামা ইকবালকে বললেন, “জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ঐ হুকুম শুনিয়ে দিলেন যেখানে ওহী নাযিল হবার সময় জিহ্বা নড়াচড়া না করার হুকুম দিয়ে বলেছেন যে , আল্লহই অন্তরে বসিয়ে দিবেন (সূরাহ কিয়ামাহ)। এটা একটু বুঝিয়ে দিন।”

আল্লামা ইকবাল বললেন , “কুরআনের হেকমত উদঘাটন করা মুশকিল। আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাহায্য না থাকলে শত চেষ্টা করেও লাভ নেই।” ঐ লোকটি বলল, “এটা কিভাবে?” তিনি উত্তর দিলেন, “এটা তো আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে ওহী, আমি তো সামান্য কবিতা লিখতে গেলেও মাঝে মাঝে এমনই নিয়ন্ত্রণ হারা হয়ে যাই যা বর্ণনা করতে সারা রাত লাগবে।” [তাহলে ওহীর অবস্থা একটু চিন্তা করুন।]

একই ব্যাপার বয়ান ও মুজাকারার ক্ষেত্রেও , যখন আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কোন ব্যক্তিকে বলান , তখন শ্রোতারা সেই বয়ান থেকে উপকৃত হয় এবং রাহবারী পায়। এর কারণ হল শুধুমাত্র আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই বয়ানকারী দাঈর দিলের প্রকৃত হালত জানেন। দাঈর দিলের হালতের উপরে তার দাওয়াতের জরুরত পূরণ করার জন্য যা যা বলা দরকার, আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই বলিয়ে দেন।

লন্ডনের ৭টি মসজিদ থেকে প্রায় ৩৫০ জন সেখানে গিয়েছিল। আরেক জায়গা থেকে মোটামুটি হাজারের মত গিয়েছিল। তাই মাত্র ১৫০০ এর মত সেখানে রাত্রিযাপনের জন্য ছিল [ল্যাঙ্কাশায়ারের বাইরে থেকে]

বাদ বাকি মজমা ছিল যারা শুধু বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশ নিত , এরপর বাড়ি ফিরে যেত। সব মজমাই দুআর সময় বাড়ে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দুআর সময় খুব বেশি হলে ১০,০০০ লোক ছিল। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, ল্যাঙ্কাশায়ার ও ইয়র্কশায়ারের হালকাগুলিতে প্রায় ১ লাখ করে গুজরাটি আছে। সেই হিসাবে তাদের ১০%ও অংশ গ্রহণ করেন নি।

বলা চলে এটা ছিল গুজরাটিদের একটা সমাবেশ। অল্প কিছু বাংলাদেশী ভাই বাদে কয়েকশো পাকিস্তানী সাথী আর হাতে গোনা কয়েক জন আরব সাথী ছিলেন। উপস্থিত লোকের ৯৫% ই ছিল গুজরাটি যারা মূলত গুজরাটের সন্তান মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবের মুহাব্বতেই এসেছেন।

তাই খুরুজ, বয়ানের টপিকস, উপস্থিতি, আয়োজনের ধরণ সব মিলিয়ে এটা মোটেই ইজতেমার মর্যাদা রাখে না। বড়জোর গুজরাটের পীর সাহেবদের জলসা বলা যেতে পারে।

আরেকটা উপকার যা হয়েছে তা হল , এই ভেন্যুটি ছিল ১৫ বছরের পরিত্যক্ত একটি ফ্যাক্টরী। লক্ষ লক্ষ পাউন্ড খরচ করে একে সংস্কার করা হয়েছে, যেভাবে বিবাহের কনেকে সাজানো এবং প্রস্তুত করা হয়। এটা এখন যুগোপযোগী এবং ব্যবসায়ের জন্য আবারো উপযোগী হয়েছে। তাই এই কথিত ইজতেমার দ্বারা উম্মতের তেমন ফায়দা না হলেও ফ্যাক্টরী মালিকের ঠিকই ফায়দা হয়েছে।

ইজতেমার খুরুজ প্রসঙ্গে নাঈম বাট সাহেব দাবি করেছেন , ঐ হালকার প্রতিটা মসজিদে জামাত ভরপুর। কিন্তু সাথীরা সরেজমিনে ঘোরাফেরা করে মাত্র ৩ টি চল্লিশ দিনের জামাত খুঁজে পেয়েছেন।

বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে শেইখ ইব্রাহীম দেউলা দামাত বারকাতুহুম এর প্রতি একটি চিঠি।

১লা শাওয়াল ১৪৩৯

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

সম্মানিত শেইখ ইব্রাহীম দেউলা , আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লহি ওয়া বারকাতুহু।

আমি আপনাকে এই চিঠি লেখার আগে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করেছি , লম্বা সময় ধরে বিস্তারিত ভাবে মাসোয়ারা করেছি এবং আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে এতদিন ইস্তিখারা করেছি যতদিন না আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমার দিলে এই কথা গুলো ঢেলেছেন। আমি আল্লহর কাছে উমিদ রাখি আপনি গভীর চিন্তা ভাবনা এবং বিবেচনা নিয়ে এই চিঠি পড়বেন।

আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার তৌফিকে হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমতুল্লহির ইন্তেকালের পরে ১৯৯৪ সালে নিজামুদ্দিনে একবার আপনার মুবারক কদমের কাছে বসার সুযোগ হয়েছিল। এবং প্রথম যে কথাটা আপনার থেকে শুনে ছিলাম তা হল...

انَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

এবং শেষবার যখন ২০১৫ সালে আপনার সান্নিধ্য লাভ করেছিলাম তখনও আপনার থেকে শুনেছিলাম...

انَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

এই দুই তারিখের মধ্যবর্তী সময়ে আমি বেশ কয়েকবার নিজামুদ্দিন , বাংলাদেশ, জর্ডান, ইউরোপ, আমেরিকা সফর করেছি এবং অসংখ্য

ইজতেমায় শরীক হয়েছি। প্রতিবারই আপনি বয়ানে ইস্তিকামাত এবং জমে থাকার ব্যাপারে কথা বলেছেন।

শেইখ ইনআমুল হাসান সাহিব , শেইখ উমার পালানপুরী , শেইখ মিয়াজী মেহরাব এবং নিজামুদ্দিনের প্রথম জামানার অগণিত উলামাকেরামদের পরে আপনিই সবচেয়ে বড় এবং বিশিষ্ট 'শেইখ' (মুরুব্বী) হিসেবে রয়ে গেছেন। রহিমাহুমুল্লহ। পূর্ববর্তী মহান বুযুর্গগণ আপনার নিকটে এক আমানত রেখে গেছেন , তা হল দাওয়াতের মেহনতের আমানত। সারা জাহান আপনার কাছে জমা হতে শুরু করেছিল এবং আপনার রাহবারী নিতে শুরু করেছিল। আপনিই এই মহান মেহনতের পিতামাতা। আপনার কথাই এই মহান মেহনতের কানুন সমতুল্য।

কাজেই, হে আমাদের নেতা! আপনার প্রচেষ্টা, চোখের পানি, ঘাম, আপনার হাড়ভাঙা খাটুনি, আপনার পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা, লম্বা মাসোয়ারা, আপনার জান মাল সময়ের অনন্য কুরবানী এবং কঠোর মুজাহাদার বদৌলতে এই মোবারক মেহনত আজ পাঁচও মহাদেশের প্রতিটি পাহাড় , উপত্যকায়, প্রতিটি শহর ও গ্রামে পৌঁছে গেছে।

সারা জাহান সুচারুভাবে সহীহ নাহাজে ৬ সিফাত ও ৫ কাজের চর্চা করছে। কোন শক্তি , কোন ব্যক্তি হোক সে নাসারা বা ইয়াহুদী , শিয়া বা অন্য যে কেউ , কেউই এই মেহনতের সামনে (প্রতিবন্ধক হয়ে) দাঁড়িয়ে সফল হতে পারেনি, যেমন কেউই উজ্জ্বল সূর্যের সামনে দাঁড়াতে পারে নি।

হায় আফসোস! "সেই মহিলার মত হয়ো না , যে যে তার সূতা বুননের পরে আবার টুকরো টুকরো করে ফেলে" (সূরা নাহল : ৯২)

আপনি নিজামুদ্দিন থেকে চলে যাওয়ার পরে সারা দুনিয়ার যত জায়গায় এই মোবারক মেহনত পৌঁছে ছিল সকল জায়গায় ইখতিলাফ ছড়িয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে আমরা যারা এই মেহনতের সাথে জড়িত তারাই আজ এর পথে (বাধা হয়ে) দাঁড়িয়ে গেছি। যেখানে শয়তানও এই মেহনতের সামনে (প্রতিবন্ধক হয়ে) দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছিল , সেখানে আমরাই আজ এই মেহনতের প্রতিবন্ধক হতে সফল হয়েছি , তা দুর্ঘটনাবশতই হোক অথবা সুচিন্তিত ভাবেই হোক।

এখন সকল দেশ, সকল মারকাজ, সকল মসজিদ, সকল মাসোয়ারা এবং সকল গাশতেই এই ইখতিলাফ হচ্ছে। এসব এত বেশি আলোচনা হচ্ছে যে মুমিনীনরা হতাশ হয়ে যাচ্ছেন , সহনশীলগণও ধৈর্য্যহারা হচ্ছেন , বুদ্ধিমানগণও এই ফিৎনার কারণে দিশাহারা হয়ে যাচ্ছেন। এবং এর দ্বারা প্রথমত এবং একমাত্র ফায়দাবান হচ্ছে শয়তান এবং তার দলবল। (এছাড়া আমাদের কারোই কোন উপকার হচ্ছে না।)

আল্লহ কসম, এই ফিৎনা খিলাফত ধ্বংসের সমতুল্য।

এই আমলই অতীত এবং বর্তমানের উম্মতের রূহ। বাতিলের সকল শক্তি একত্রিত হয়ে প্ল্যান প্রোগ্রাম ষড়যন্ত্র করলেও কিছু আসে যায় না , তারা কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু যদি আমরা নিজেরা ঐক্যবদ্ধ না থাকি তাহলে এটা আমাদের উপর খারাপ প্রভাব ফেলবে। আমরা ইখতিলাফ করতে থাকলে এই কাজ কখনো আগাবে না। কুরআন , হাদীস এবং সাহাবাদের জিন্দেগীতে ইখতিলাফ এবং মুখালিফাতের ক্ষতি সম্পর্কে যে সব বর্ণনা এসেছে সেগুলো আপনার সামনে উপস্থাপন করতে আমি

একেবারেই অনাগ্রহী। কেননা আমাদের উস্তাদ হিসাবে এসব আপনি আমার চেয়ে ভালোই জানেন।

এ কারণে, আমাদের সম্মানিত শায়েখ, যে জিনিস আপনাকে শেইখ সা'দের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজামুদ্দিন ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছে , তা নিশ্চয়ই এতদূর পর্যন্ত ইখতিলাফ সৃষ্টি করার মত ছিল না যতখানি ইখতিলাফ ইতিমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। আপনি নিজামুদ্দিন ছেড়ে না গেলে হত এত কিছু হত না। তাই (আদবের সাথে আরজ) , নিজামুদ্দিন ফিরে যান , তাঁর সাথে জুড়ুন , সহযোগিতা করুন, পরামর্শ দিন, তাঁর ইমারতের সমর্থন করুন। কেননা এই মুহুর্তে এটাই তাঁর জন্য সবচেয়ে জরুরী। আপনি তাকে খুব ভালো ভাবেই চিনেন। তিনি আপনার পুত্রের মত এবং আপনার ছাত্র। মেহেরবানী করে তাঁর পথে (বাধা হয়ে) দাঁড়াবেন না। কেননা আপনার নিজামুদ্দিন এবং তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়া তাঁকে কপট (মুনাফিকীন) ও স্বার্থপরদের বিরুদ্ধে অস্থিতিশীল করে ফেলেছে।

সম্মানিত শেইখ ইব্রাহীম , শেইখ সা'দের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের চেয়ে বরং আপনার মারকাজ ত্যাগই সারা দুনিয়াতে বেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তাই আমাদের সম্মানিত উস্তাদ , (মেহেরবানী করে) ঐ ব্যক্তির মত হবেন না যে , যে কোন ভেড়া লালনপালন করে , ভালো মত খাওয়ায়, মোটাতাজা করে অতঃপর জবাই করে। এই ফিৎনা আপনি চলে যাওয়ার পর থেকে ছড়িয়েছে। দাওয়াহ ইলাল্লাহ এভাবে চলতে পারে না। নিজামুদ্দিন এবং শেইখ সা'দের নিকট ফিরে গিয়ে উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করুন। তাঁকে সহায়তা করুন, সংশোধন করুন এবং সমর্থন দিন। কেননা আপনি সেই সকল মহান ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভূক্ত যারা এই মেহনত প্রসারিত

করেছেন, মদদ করেছেন এবং এতে অনন্য শক্তি দান করেছেন। (মেহেরবানী করে) এখন এ মেহনতকে হত্যা করবেন না।

পরিশেষে আমাদের সম্মানিত উস্তাদ, সময় এখন আমাদের অনুকূলে নয়। আমার তো আশঙ্কা হচ্ছে পরিস্থিতি আরো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। ভাবার মত সময় একদম নেই। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আপনি অতিসত্বর নিজামুদ্দিন ফিরে গিয়ে সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু করবেন। কারণ সংশোধন শুধুমাত্র ভিতরে থেকেই করা সম্ভব, বাইরে থেকে নয়।

আমার মাননীয় উস্তাদ, মহান আল্লহর কাছে আমি ব্যাকুল ভাবে আপনার সুদীর্ঘ জীবন এবং উত্তম প্রত্যাবর্তন প্রার্থনা করি। আমাদের দূরতম কল্পনাতেও আসে না যে আপনি নিজামুদ্দিনের বাইরে ইন্তেকাল করবেন। কেননা এতে ফিৎনা অপ্রতিরোধ্য ভাবে ছড়িয়ে পড়বে এবং ঠেকানোর কেউই থাকবে না। এবং এজন্য আপনিই হবেন প্রথম ও একমাত্র ব্যক্তি যাকে সবাই দায়ী করবে। আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যে নিয়ন্ত্রণ করার মত অবস্থানে আছেন। আপনিই সেই শক্তির অধিকারী যিনি এই ফিৎনা ভঙ্গ করতে পারেন এবং সম্পূর্ণ পর্যদুস্ত করে একেবারে নীরব নিস্তব্ধ করে দিতে পারেন। এটা কেবলমাত্র তখনই ঘটবে , যদি আপনি নিজামুদ্দিন ফিরে যান।

আমাদের পূর্ববর্তী আকাবিরগণ আপনার কাছে এই মহান আমানত রেখে গেছেন। তাই আমরা কামনা আপনি ভবিষ্যতে কোন ধরনের ইখতিলাফ ব্যতীত এই মহান আমানতদারী রক্ষা করবেন , যেহেতু শেইখ সা’দের মুখালিফাত অনেক বড় এবং মারাত্মক।
আল্লহর দরবারে আমার প্রার্থনা উম্মতকে আবারো এই মহান কাজের মধ্যে

ঐক্যবদ্ধ করে দেন ; যেন আমাদের এক কালিমাহ , এক মাসোয়ারা, এক মারকাজ তথা মারকাজ নিজামুদ্দিন। যথাযথ সম্মানের সাথে আপনার মাধ্যমে এই চিঠি শেইখ আহমাদ লাট সাহিবের সম্মুখেও পেশ করছি। (হাফিজহুমুল্লহ)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লহি ওয়া বারকাতুহু।

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.

লক্ষণীয়: মূল লেখকের মতামত তুলে ধরার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে অনুবাদটি সংকলন করা হয়েছে।

সৌজন্যে: লন্ডন মারকাজের সাথীভাইগণ।

আলমী শূরার অবৈধতার দলীল

কিছু বিতর্কের জবাব

মুফতি মাসউদ কাসেমী নামক একজনের ৮-১০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা এসে আমাদের হাতে পৌঁছেছে। সেখানে তিনি আবারো দারুল উলুম দেওবন্দের কথিত ফতোয়া তথা লিখিত সতর্কনামা অপব্যাখ্যা করে মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে এ যাবৎ অপ্রমানিত অভিযোগগুলোকেই বিভিন্ন গোঁজামিলের যুক্তি দিয়ে চর্বিত চর্বন করেছেন।

এই অভিযোগগুলো দুই বছর আগেই মাওলানা সাইয়্যেদ আরশাদ মাদানী এবং মুফতি আবুল কাসেম নুমানী এবং দারুল উলুমের ইফতা বোর্ডের কিছু সদস্যদের দ্বারা সঙ্কলিত হয়েছিল। অভিযোগপ্রবন আলমী শূরা গং গত দুই বছর যাবৎ এই জাবর কাটার চক্কর থেকে এখনো তারা বের হয়ে আসতে পারেন নি। বরং কলুর বলদের মত এক জায়গাতেই ঘুরপাক খাচ্ছেন। এর বিপরীতে আলহামদুলিল্লাহ আমীরের নেতৃত্বে মেহনত অনেক আগে বেড়ে গেছে।

এবং এটা মোটেই অবাক হবার মত কিছু নয় যে, তারা সেই পুরনো পথেই হাঁটবেন যা তাদের থেকে আশা করা গিয়েছিল, তা হল কোন প্রকার সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া ই অভিযোগ। [যেহেতু কোন প্রমাণ নেই , তাই প্রোপাগান্ডাই তাদের একমাত্র ভরসা।]

আমাদের মুফতি মাসউদ সাহেবও আমাদের হতাশ করেন নি। তিনি কাজের কাজ যা করেছেন তা হল, মাওলানা সাদ সাহেবকে কিছু গালাগালি এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। [এই ধারা সেই রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের জামানা থেকেই চলে আসছে। তাঁকেও হকের দাওয়াতের বিপরীতে কাফেররা এভাবেই গালিগালাজ ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করত। হক কবুল করার যোগ্যতা হারিয়ে গেলে গালিগালাজ ব্যঙ্গবিদ্রুপই সম্বল হয়ে দাঁড়ায় ।]
যে বুদ্ধিমত্তা মাসউদ সাহেব এখানে ব্যবহার করেছেন তা হল দারুল উলুম দেওবন্দের নামে কিছু স্তুতি মূলক জয়গান গেয়ে এক ধরনের মেকি শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ করা।

মূলত তার এই বইটি ছিল মাওলানা সাদ সাহেবের প্রতি সেই পুরানো কিছু চিঠি এবং সতর্ক উপদেশের সঙ্কলন, যা বহু আগে ইফতা বোর্ডের অজ্ঞাতে দারুল উলুমের লেটারহেডেও প্রকাশিত হয়। এটাই মুফতি কাসেমী সাহেব আবারো প্রকাশ করেছে। যদিও মাওলানা সাদ সাহেব এসবের পক্ষে রেফারেন্সও দেখিয়েছেন, আবার তাঁদের পরামর্শক্রমে রুজুও করেছেন এবং অদ্যাবধি সেই রুজুর উপরে অটল রয়েছেন। তাঁর রুজু ও রেফারেন্স গৃহীত হয়েছে এবং এই ব্যাপারটি মিটে গেছে। তবুও কথিত আলমী শূরার সমর্থক গোষ্ঠী দেওবন্দের প্রতি মানুষের আবেগ তাজা করে ফায়দা লুটতে চাচ্ছেন। (উল্লেখ্য বাংলাদেশেও একই দুষ্টচক্র পরিলক্ষিত হচ্ছে , অভিযোগকারীগণ বিভিন্ন লিখনী ও বয়ানে সেই আবেগের ব্ল্যাকমেইলিং ছাড়া সলিড কিছুই উপস্থাপন করতে পারেন নি। আজ পর্যন্ত নয়। হয়ত কিয়ামত পর্যন্তও পারবে না)

দুঃখজনক যে, আমাদের কিছু মুফতি সাহেবরা এমন একটা বদভ্যাস গড়ে তুলেছেন যে, সপ্তাহে কয়েকবার মাওলানা সাদ সাহেবকে গালাগালি করতে না পারলে তারা শান্তিতে ঘুমাতে পারেন না।

গত কয়েকদিন আগে, নিজামুদ্দিনে ত্রৈমাসিক জোড় হল, সেখানে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, পনের হাজারের উপরে জামাত দ্বীন জিন্দা করার মেহনত নিয়ে আল্লহর রাস্তায় বের হয়েছেন; তারা নিজেদের জান, মাল, ঘর বাড়ি, বিবি বাচ্চা, আরাম আয়েশের কুরবানী করছেন।

এই ব্যাপারে মুফতি সাহেব মাওলানা সাদ সাহেবকে বাহবা দিয়ে দুই একটা কথাও বলতে পারলেন না!

দ্বীনের মেহনত আগে বাড়ছে , এতে যদি তার দিলে সামন্যতম খুশিও লাগত তাহলে ঠিকই অন্তর থেকে নিজের অজান্তেই দুই একটা বাহবামূলক বা খুশি প্রকাশের শব্দ স্বয়ংক্রিয় ভাবে বেড়িয়ে আসতো।

মনে হচ্ছে উন্মত্ত বাজখাই গলায় কিছু বকাবকি ছাড়া এসব মুফতি সাহেবরা কিছুই শিখেন নি।

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিকই বলেছেন: والفضيح أفصح
الفصيح
أفضح

فصيح:

যার ভালো দেখার অভ্যাস সে একটা খারাপ জিনিস নজরে আসলেও ঠিকই অন্য ৯৯ টা ভালো খুঁজে পায়।

فضيح:

আর যার খারাপ দেখার অভ্যাস সে একটি খারাপ দেখলেই অন্য ৯৯ টা ভালো বাতিল করে দেয়।

প্রিয়ভাজনেষু মুফতী সাহেব,

এসব কি হচ্ছে ? আপনি কোন তরীকা এবং পদ্ধতি অবলম্বন করছেন ? আপনি দিবা নিশি এমন একজনকে শুধু অসম্মান করেই যাবেন যিনি নিজে এবং তাঁর বাপ , দাদা, পরদাদাসহ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উম্মতের জন্য কুরবানী করেছেন, চোখের পানি ফেলেছেন, ক্ষুধার্ত থেকেছেন!

(আপনি কি আপনার এসব কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করার জন্য অন্য কাউকে খুঁজে বের করবেন?)

আপনার হিংসার আগুনে পানি ঢালুন!

আর কতকাল মাওলানা সাদ সাহেবের সক্ষমতা এবং গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন?

কখনও কি কোন নোংরা মেথরের সাথে মুআনাকা করেছেন ? কোন উম্মতের ঈমানী কালিমা ঠিক করে দিয়েছেন? দুর্গম কোন গ্রামে কি কখনো গিয়েছেন সেখানের বাসিন্দাদের মুহব্বাতে ? আপনি কি আসলেই তাবলীগ সম্পর্কে কিছু জানেন, মুফতি সাহেব?

আল্লহর ওয়াস্তে অনুরোধ করছি , উম্মতের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করা এবং বিভ্রান্তি ছড়ানো বন্ধ করুন।

আমীর সাহেবের পিছু ছাড়ুন , তাঁকে এই মোবারক মেহনত নিয়ে চলতে দিন।

এসব থেকে বের হয়ে আসুন , নিজের অভ্যন্তরীণ জটিলতা এবং অযাচিত প্রশ্ন নিজের মধ্যেই রাখুন।

আল্লহর ইচ্ছায়, এটাই ঘটবে যে, যারা এই মেহনত নিয়ে চলবেন , তারাই চমকাবেন। মহান আল্লহ কারো খাঁটি দিলের আনুগত্য এবং কুরবানী জায়/নষ্ট করেন না।

একটি হাদীসে আছে, যদি কেউ কুরআনের হেফজ চলাকালে মারা যায়, সে হাশরের ময়দানে হাফিজ হয়েই উঠবে।

তাই, একজন তাবলীগের সাথী যদি দ্বীনের সংশোধন ও সংরক্ষণ করার মেহনত করতে করতে মারা যান, আল্লহ কি তার মেহনত নষ্ট করবেন?

"নিশ্চিতরূপে আল্লহ তাদের সাথেই আছেন যারা মুত্তাকী এবং মুহসীন। " (সূরাহ নাহল: ১২৮)

তাবলীগের সাথীদের বাইরে বড় মুহসীন কে আছে , যারা সম্পূর্ণ ইলম ও সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও দ্বীনের মেহনতে অবিচল থাকেন?

এদের সাথে সেসব বড় বড় কাসেমী/নদভী/মাজাহেরীদের তুলনা করুন যারা এখনো তাবলীগের কাজ ফরজ না নফল এই পুরানো চক্করেই ঘুরপাক খাচ্ছেন।

لا حول و لا قوه الا بالله

মুফতী মাসুদ সাহেব! আমরা নিয়ত রাখি ইনশাআল্লহ আপনার প্রশ্ন গুলো ধরে ধরে প্রামাণ্য দলিলের ভিত্তিতে জবাব দিব।

যদিও সাধারণ মানুষ এটাই চায় যে , যারা অভিযোগ করছেন, প্রমাণ করা তাদেরই জিম্মাদারী; যেমন, আপনি নিজে বা মুফতী আবুল কাসেম সাহেব। মূলত অভিযোগসমূহ শরীয়তের আলোকে প্রমাণ করার পরেই কেবল কারো বিরুদ্ধে বলা যায়।

(কিন্তু আপনারা এসবের কিছুই করেন নি।)

তাই, খাপছাড়া ভাবে কোন ধরনের তথ্য ও প্রমাণ ছাড়াই একথা বলে দেয়া যে, অমুকে পূর্ববর্তী আকাবিরদের তরীকা ও মানহাজ থেকে সরে গেছেন। এসব সাধারণ মানুষের কাজ হতে পারে , কিন্তু আপনাদের মত শিক্ষিত লোকদের মানায় না। শুধু শুধু নিজেদের অসম্মান করছেন কেন ? এগুলো কি ইলমের অবমাননা নয়?

উলামা কেরাম ছোট বড় যে কোন ইস্যু সহীহ সনদ , সূত্র এবং রেফারেন্স দ্বারা প্রমাণ করতে সক্ষম।

৪৩১ নম্বর কিস্তিতে আমরা মুফতী আবুল কাসেম, মুফতী যায়েদ, মাওলানা শাহেদ, মাওলানা আরশাদ মাদানী, মুফতী সাঈদ পালানপুরী প্রমুখদের বেশ কয়েক বার অনুরোধ করেছি মাওলানা সাদ সাহেবকে ঘিরে ইস্যু গুলোর সমাধান দিয়ে আমাদের মুক্তি দিন। একেকটা ইস্যু নিয়ে গবেষণা করুন , সহীহ দলীল দ্বারা একেকটা প্রমাণ করুন। পুস্তিকা আকারে উম্মতের সামনে পেশ করুন , যাতে আপনাদের এই পুস্তিকা উম্মতের ঈমান ও আমল সহীহ করার জন্য দলীল হয়।

তবে এখন পর্যন্ত আমাদের অনুরোধ কেউ রাখেন নি বা কাজ শুরু করেছেন এমনও শুনিনি, কোন প্রতিশ্রুতিও পাইনি।

তাই সুস্পষ্ট প্রমাণ ও ব্যাখ্যা ছাড়া শুধু দায়সারা ভাবে দাবি করা যে , মাওলানা সাদ সাহেব আসলাফদের আকীদাহ এবং মানহাজ থেকে সরে গেছেন এবং তাবলীগ জামাত একটি গোমরাহ দলে পরিণত হবার আশঙ্কা রয়েছে, এসব সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা এবং তাদের মধ্যে সন্দেহ ছড়ানো ছাড়া কিছুই নয়।

অন্ততঃ যে পুস্তিকাটি আমরা পেয়েছি , মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার , এখানে কি আসলে কোন প্রমাণ দেয়া হয়েছে? অথবা এখানে যা দাবি করা হয়েছে, তা একটিও কি প্রমাণযোগ্য? চলুন, আপনারা একটি সুযোগ গ্রহণ করুন। কত দিন সময় চান, আমরা অপেক্ষা করতে রাজি আছি।

(উল্লেখ্য বাংলাদেশেও মুফতী মুনসুরুল হক সাহেবের থেকে কয়েক পৃষ্ঠার লিফলেট বিতরণ হয়েছে। এছাড়া একজন বিতর্কিত বই ব্যবসায়ীও বায়বীয় অভিযোগের ভিত্তিতে তার ব্যবসা ভালোই জমিয়েছেন। মাওলানা মাহবুব সাহেবের এই বয়ান তাদের জন্যও প্রযোজ্য। তারাও নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে এখানে উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের জবাব দিতে পারেন। অন্যথায় তারা মিথ্যা অভিযোগকারী হিসাবে গণ্য হবেন। আল্লহর আদালতে বিচারের সম্মুখীন হবেন এবং ইতিহাসও তাদের কখনো ক্ষমা করবে না।)

আমাদের মোকাবেলা মূলক কণ্ঠস্বরঃ

সম্মানিত পাঠক, আমাদের কণ্ঠস্বরের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু যিনি ফতোয়া জারি করেন, বিশেষ করে যদি কোন মুফতী , আলেম, কোন জামাত বা সম্প্রদায়, আমীর, মারকাজ বা মেহনতের বিপরীতে ; তাকে অবশ্যই ঐ ব্যাপারটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জানতে হয়।

আমরা চুপ থাকতে পারি না অথবা এমন কোন কিছু চলতে দিতে পারি না, যখন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ এসব অস্পষ্টতার দ্বারা বিভ্রান্ত হয় এবং সন্দেহে পতিত হয়।

একটি জামাত, যা সারা আলমের ইজতেমায়ী ইসলাহের মেহনত হিসাবে সুপরিচিত তারাই এসব অস্পষ্টতা, সন্দেহ ও বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে।

এমনকি অভিযোগকারীগণ মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে চারিত্রিক স্খলনের অপবাদও দিয়েছিল। যদিও সিদ্দিকী পূত খান্দানের জন্য এটা নতুন কিছু নয়। স্বয়ং আম্মাজান আয়েশাহ রদ্বিয়াল্লহু আনহাও খোদ রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানাতেই এর শিকার হয়েছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এই মহান বংশের উপরে এমন অপবাদ তথা মিথ্যা তোহমত বারবারই এসেছে। আমরা এই তোহমত দাতাদের গত ২৭ জুন ২০১৮ পর্যন্ত সময় দিয়েছিলাম শরীয়তের মাত্রায় এই অপবাদ প্রমাণ করতে।

আমরা এই গ্রুপকে উল্টে পাল্টে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। যেন শূন্যে মিলিয়ে গেছে , এভাবেই তারা হারিয়ে গেছে। তারা চ্যালেঞ্জে পরাজিত হয়েছে। এই ইস্যু এখন ক্লোজ এবং প্রমাণিত যে তারা অপবাদ আরোপকারী, মিথ্যুক।

এভাবেই একটা একটা করে প্রতিটি অভিযোগ এখন থেকে চ্যালেঞ্জ করব ইনশাআল্লহ।

দ্বীন ইসলাম কোন রুসুম রেওয়াজ বা ট্র্যাডিশন নয়। বরং ইহা আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পরিষ্কার হুকুম কুরআন থেকে উৎসারিত। আমাদের আলেমগণ বা কোন মাদ্রাসা ইসলামী আইনের মালিক বা জনক নন। এই অধিকার শুধুমাত্র রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে, তিনি আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে শরঈ কানুন আমাদের নিকট পৌঁছে দিবেন।

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন , হাদীস, ইজমা এবং যেখানে প্রযোজ্য কিয়াস এবং ইজতিহাদ প্রয়োগ করা পছন্দ করেছেন।

এবং আমাদের চার ইমাম ছিলেন যারা বিশ্বাসযোগ্য ভাবে এই চারটি সূত্র সঠিক ব্যবহার করেছেন। আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁদের কবরসমূহ জান্নাতের নূর দ্বারা ভরপুর করে দেন। আমীন।

আমাদের মুফতী সাহেবদের ঠান্ডা মাথায় , দিল খালি করে এই বিষয় গুলোর নির্যাস বুঝতে হবে: এই মেহনত এখন হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের গন্ডি পেরিয়ে আরো এগিয়ে গেছে। সারা বিশ্বের সকল মাযহাবের লোকেরাই এই মেহনত কবুল করেছেন। তাই শুধু 'দেওবন্দ' 'দেওবন্দ' বলে গলা ফাটানোর অর্থ নেই। আফ্রিকার ভাইয়েরা মালেকী অথবা শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। হিজায ও আশপাশে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বেশি। এই সব দেশের সাথীরাও নিজামুদ্দিনে ত্রৈমাসিক মাসোয়ারায় অংশ নেন। তাদের কারগুজারী নেয়া হয় , তাদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মুজাকারা করা হয় এবং পরবর্তী তাকাজা বন্টন করা হয়।

এই তিনটি জিনিস , যা বিস্তারিত ভাবে নিচের পুনঃউল্লেখ করা হচ্ছে , মাথায় রেখে মুফতী সাহেবদের কাছে আরজ , সকল মাযহাবের লোকদের এক করার উপায় কি?

১. দ্বীন ও দ্বীনের মেহনতের জন্য উদ্বুদ্ধকারী বয়ান ও মুজাকারা ... ... ইলাউস সুনান, একটি ফিকাহের কিতাব যাকে দারুল উলুম দেওবন্দের মূল বা শিকড় বলা চলে , আমাদের প্রশ্ন, এমন একটা মজলিস যেখানে বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ধরণের, বিভিন্ন মাযহাবের লোক একত্রিত হয় , সেখানে ঐ কিতাবের কোন অধ্যায় তালীম করা যাবে?

২. কারগুজারীঃ এই আমলের নকশা ঠিক করার জন্য দারুল উলুমের কোন কিতাব বেশি উপযোগী ? হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ

রহমাতুল্লহি আলাইহির কারগুজারী কি এখানে উপযোগী হবে? বা আমাদের শায়েখে কাবীর মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহমাতুল্লহি আলাইহির কারগুজারী? তাবলীগের মেহনতের কারগুজারীর সাথে এই কারগুজারীগুলো সম্পৃক্ত করার কোন উপায় আছে কি?

৩. পরবর্তী মেহনতের তাকাজাঃ দারুল উলুমের কোন কিতাব এখানে উপযোগী হবে?

সাহাবাহ রদ্বিয়াল্লহু আনহুমদের সীরতই একমাত্র কার্যকর পন্থা!

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাহ রদ্বিয়াল্লহু আনহুমদের সীরত ছাড়া আমাদের হাতে আর কিছুই নেই। এর থেকে বেশী ফলদায়ক আর কিছু হতেই পারে না, এমন একটা মজমার জন্য, যেখানে সারা দুনিয়ার সব ধরনের, সব মাযহাবের মানুষ একত্রিত হয়।

এই একটা পয়েন্ট যদি আমাদের মুফতী সাহেবরা বুঝেন, তাহলে তাদের দান দেয়ার মত আর কোন চাল থাকে না। হ্যাঁ, একজন হানাফী দারুল উলুম উপেক্ষা করে খুব বেশি দূর যেতে পারবে না। কিন্তু এই একই সূত্র তাবলীগের ব্যাপারে খাটে না।

দাওয়াতে তাবলীগের এই মেহনত এতই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, মাশা আল্লহ, যারা মাদ্রাসা এবং খানকাহ চালান তাঁরা তাঁদের ভবিষ্যতের ব্যাপরে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন।

আমরা খুবই আশাবাদী যে, এখন যেমন মসজিদওয়ার জামাত অস্তিত্বে এসেছে, যা কিছুদিন আগেও অসম্ভব মনে হয়েছিল, তেমনি ভাবে ইনশাআল্লহ আগামী দেড়/দুই দশকের মধ্যেই মসজিদওয়ার মাদ্রাসাও অস্তিত্ব লাভ করবে। যেমন আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি, বিশেষ করে

পশ্চিমা দেশগুলোতে, কিছু কর্মঠ আলেম গভীর ভাবে এই কাজ করছেন , এমনকি সম্পূর্ণ দরসে-নিজামীও পড়াচ্ছেন। কোন বোর্ডিং নেই , কোন বিল্ডিং নেই , চাঁদা কালেকশনের ঝামেলা নেই! শুধুই আল্লহর জন্য করছেন।

আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা রিসার্চ করেছি। কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করার জন্য নয়। শুধু এজন্য যে, যাতে আমরা সব কিছু গ্রহণযোগ্য সূত্র ও রেফারেন্স দ্বারা উপস্থাপন করতে পারি। এটা আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তালায়ার তৌফিকেই হয়েছে এবং আমরা এর উপরে সন্তুষ্ট।

আমরা আমাদের মারকাজ এবং আমীরের জন্য লড়ছি।

অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। যদি অন্য কোন উদ্দেশ্য, লোভ, দুনিয়াবী মতলব, এমনকি শুধু আত্মপ্রসাদ লাভ করাও যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে , তাহলে আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের মেহনত গ্রহণ করবেন না।

এ কারণেই আমাদের ভয় হয় যখন কেউ আমাদের উপর মিথ্যার অপবাদ দেয়।

কেননা এমন মিথ্যার অপবাদ শুধুমাত্র আমাদের প্রত্যাখ্যান করা বা আমাদের লেখা প্রত্যাখ্যান করাই নয় , এবং এটা কুরআন, হাদীস এবং রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরত অস্বীকার করার শামিল।

কয়েকশত কিস্তি লেখা হয়েছিল। জানা নেই কোথায় কোথায় কারা কারা এই কিস্তিগুলো পড়ছেন। পরিপূর্ণ আমানতদারীর সাথেই এগুলো লেখা হয়েছে। তথ্যের সত্যতা, সূত্র ও রেফারেন্স যাতে সঠিক এবং নির্ভুল হয় এজন্য আমাদের সামর্থ্যের ১০০% ঢেলে দিয়ে কঠোর মেহনত করা

হয়েছে। সহজ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কারো সাথে আমাদের দুশমনী নেই, বরং সকলেই আমাদের সাথী।

ভারতের মাটিতে দাওয়াতের মেহনতের পুনরুজ্জীবন এবং এর বিরোধী শক্তিঃ

এটা খুবই জানা কথা যে , মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহি যখন এই কাজ শুরু করেন , তাঁর প্রথম লক্ষ্য ছিল প্রসিদ্ধ উলামা কেরাম এবং তাঁর মেহনতের বিরুদ্ধেও ফতোয়া আসে যে , তিনি নতুন বিদআত চালু করছেন। একই রকম ফতোয়া এখনো পরিবেশন করা হচ্ছে।

তবে, ঐ ফতোয়াগুলো জারি হলেও তা তেমন দোষণীয় ছিল না। কারণ যখন দ্বীনের নামে নতুন কোন মেহনত চালু হয় , দ্বীনের জিম্মাদারগণ শুরুতে সর্বদাই সন্দেহের নজরেই দেখে এসেছেন। যখন তাঁদের দিল এতমিনান হয় তখন তাঁরা তাঁদের সমর্থন ব্যক্ত করার দ্বারা এই মেহনতকে সম্মান করেছেন।

এই মোবারক মেহনত বর্তমানে যে নিপীড়ন ও উৎপীড়ণের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তা অবলোকন করে এটাই প্রতীয়মান হয় যে , বর্তমান জামানার উলামাগণ এই মোবারক মেহনত এবং কর্মীদের ছোট এবং কলঙ্কিত করার জন্য সেই পুরানো আমলের যুক্তি গুলোই দেখাচ্ছেন। অথচ তাদের সুবিধামত এই সত্যটি এখন উপেক্ষা করছেন যে , তাদের যুক্তিগুলো এখন অচল, কারণ আগের দিনে যারা অভিযোগ করেছিলেন তারা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছেন এবং এই মেহনতের কামিয়াবীর জন্য দুআও করেছেন।

ইসলামের শত্রুরা যে চাতুর্য্যপূর্ণ স্টাইল ব্যবহার করে যে , ইসলাম তো সেরা ধর্ম কিন্তু মুসলমানরা খারাপ , আমাদের উলামাকেরামও দাওয়াতের মেহনতের ব্যাপারে হুবহু একই স্টাইলে কথা বলছেন। তাদের বয়ানের ভিডিও ক্লিপ পাওয়া যাচ্ছে , সেখানে তারা দাওয়াতের মেহনতের জন্য মরাকান্না করে স্বীকার করছেন, উম্মতের ইজতেমায়ী ইসলাহের জন্য এটাই সর্বোত্তম মেহনত। কিন্তু এর কর্মীরা ভালো না। [আফসোস! কাফের মুশরিকদের সুর আজ ওলামাকেরামদের কণ্ঠে! যারা এর আগে একদিনও সময় লাগান নি , একটি গাশতও করেন নি , তারাই আমাদের পূর্ববর্তী আকাবির হযরতগণের নামে মরাকান্না করছেন। অথচ এই মেহনত নিয়ে যারা চলছেন তাদের সমালোচনা করছেন! এই সমালোচনাকারী উলামাদের কাছে আমার যথাযথ আদবের সাথে প্রশ্ন , এই মেহনত যদি এতই উত্তম হয়, তাহলে আপনারা ময়দানের মেহনতে সাধারণ সাথীদের সাথে অংশ নিচ্ছেন না কেন? হে নবীর মহান ওয়ারিশগণ! আপনারা কি দ্বীনের কাজে আম্বিয়াদের চেয়েও বেশি ব্যস্ত হয়ে গেলেন যে , আল্লহভোলা বান্দাদের দুয়ারে নিজ গরজে হাজির হতে পারছেন না?]

খানকাহর হযরতদের অবস্থাও একই রূপ। দুইটি বিখ্যাত ব্যতিক্রম হচ্ছে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহমাতুল্লহি আলাইহি এবং মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহমাতুল্লহি আলাইহি। তাঁরা দুজনেই এই মেহনত এবং এর কর্মীদের যথাযথ অভিভাবকের দায়িত্ব আদায় করেছেন। যতদিন তাঁরা হায়াতে ছিলেন ততদিন কোন আলেম বা শায়েখ এই মেহনতের বা এর কোন কর্মীদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস পান নি। কিন্তু এই দুই মহান বুযুর্গ ইন্তেকাল করতে না করতেই কিছু কিছু আলেম এবং মাশায়েখ মুখ খুলতে শুরু করেছেন। হযরত শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহি যেদিন

দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহি কাঁদতে কাঁদতে বলেন , "আজ দাওয়াতের মেহনতের কর্মীগণ ইয়াতীম হয়ে গেল।"

মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহি যদি শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহির ইন্তেকালের পরে নিজেকে ইয়াতীম হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন, তাহলে মাওলানা সাদ সাহেবের অবস্থা কি ? এখনো যুবক, অরক্ষিত, সাথে মাত্র অল্প কয়েকজন , এবং বিরুদ্ধে ইলম ও যিকিরের লোকজন এবং তাবলীগের বিদ্রোহী সুবিধাবাদী চক্র। কিন্তু হক জয় লাভ করবেই।

হক হল দাওয়াত, যা সাহাবা কেরাম রদ্বিয়াল্লহু আনহুমদের নকশা, পদ্ধতি এবং তাঁদের পবিত্র সীরতের অনুসরণে।

বিখ্যাত হাদীস

"ইসলাম অপরিচিতের মত শুরু হয়েছে, এবং শুরুর মত অপরিচিতই হয়ে যাবে। তাই অপরিচিতদের সুসংবাদ দাও।"

ইবনে কাইয়্যিম রহিমাহুমুল্লহ এই হাদীসের ব্যাখ্যা করেন যে , যারা ইসলাহকারী দাঈ ইলাল্লহ তারাই এই হাদীসে বর্ণিত অপরিচিত। তাদের জন্যই এই দুআ।

দাওয়াতের মেহনত এবং এর পদ্ধতিঃ

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন যে, তাঁর পরে পুণ্যবান খলীফাগণের সুশাসন হবে। এরপরে আসবে ন্যায়পরায়ণ বাদশাহদের

রাজত্ব। অতঃপর আসবে স্বেচ্ছাচারী শাসকগণ। তাদের শোনা এবং মান্য করা ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজিব , যতক্ষণ না হারাম কাজের নির্দেশ দেয়। বিভেদ সৃষ্টি কর না এবং এতে দ্বীন ক্রমাগত প্রসার লাভ করবে এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও এমনই। উসমানীয় খিলাফতের সময়কার খলিফাগণ আগের দিনের তুলনায় বলতে গেলে ফাসেক ছিলেন। এরপরও ইতায়াত এবং ঐক্যের বরকতে ঐ সময়ে ইউরোপে দ্বীন প্রসার লাভ করেছে।)

এই হাদীস খানা আবু দাউদ শরীফ এবং অন্যান্য আরও কিছু কিতাবে মোটামুটি কাছাকাছি শব্দে বর্ণিত হয়েছে।

কিয়ামত পর্যন্ত এটাই দাওয়াতের পদ্ধতি। এই হাদীসে ইমারত বা বাদশাহী ইত্যাদির উল্লেখ আছে। কথিত শূরার কোন উল্লেখ নেই। কেননা কারো কথা শোনা বা মানা , এটা কেবল এক ব্যক্তির সাথেই সম্পৃক্ত করা যায়। এর প্রমাণ এই হাদীস থেকেই বের করা যায়। এটা কি সম্ভব যে ২০ , ৫০ বা ১০০ জনের শূরা প্রত্যেককে মান্য করব ? (প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা মানুষ। চিন্তা ভাবনা , মাকসাদ মতলব , ধ্যান ধারণা , তাকওয়া, সবর, দূরদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি সবার এক হবে না। এছাড়া দ্বীনের ব্যাপারে সবার বুঝ বিশ্লেষণ ক্ষমতাও এক হবে না।)

আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে মান্য করা এজন্যই সহজ যে , তিনি এক এবং একক। এজন্যই কুরআন শরীফে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে যদি আল্লহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য থাকত তাহলে অবশ্যই এর পরিণাম হত দুই উপাস্যের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও দুর্নীতি। (জিম্মাদারীর সবচেয়ে বড় ব্যবস্থাপনা হল রব বা ইলাহ। সেখানেই আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা

যৌথ নেতৃত্বের পরিণতি হিসাবে দুর্নীতি ও দ্বন্দ্ব উল্লেখ করেছেন। সেখানে আলমী শূরা যৌথ নেতৃত্বের আর কি দলীল থাকতে পারে। এরও শেষ পরিণতি নেতাদের কোন্দল, দুর্নীতি এবং পরিশেষে এই মহান মেহনতের পরিসমাপ্তি।)

আল্লহর আনুগত্য এবং এবং আমীরের আনুগত্য একই সুতায় বাঁধা। বিভিন্ন হাদীসের কিতাব থেকে এটাই পাওয়া যায় , যে আমার আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে। আর যে আমার আনুগত্য করে সে আল্লহর আনুগত্য করে।

কত গুরুত্বপূর্ণ এবং কত পরিষ্কার এই হাদীস। কিন্তু দুঃখের বিষয় , এই হাদীস খানা যত গুরুত্বের সাথে নেয়া দরকার ছিল, সাধারণ মানুষজন তত গুরুত্বের সাথে নেয় নি। অনেকের কাছে হয়তো এই প্রথমবার এই হাদীস পৌঁছেছে। মূল্যবান এই হাদীসেই দাওয়াতের পদ্ধতি ও মানহাজ বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখিত এই হাদীসের ভাষা খুবই পরিষ্কার... শোন এবং মান।

এর বিপরীতে ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি , এই হাদীস সকলেই জানি, যেহেতু বিভিন্ন জলসা, মিম্বরে এবং অন্যত্র এই হাদীস প্রচুর বলা হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বহুল প্রচারিত হাদীসের কারণে তাদের দ্বীন সম্পর্কে ধারণা শুধুমাত্র ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ এই হাদীসে শুধুমাত্র তথ্যই দেয়া হয়েছে। পরিষ্কার কোন আদেশ বা নিষেধ কিছুই এই হাদীসে নেই। অথচ প্রথমে উল্লিখিত হাদীসে পরিষ্কার ভাষায় নির্দেশ দেয়া আছে যে, উম্মতের ঐক্য রক্ষায় স্বার্থে বাদশাহ , শাসক বা আমীর যেই থাকুক মেনে চলা।

সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্বীনের স্তর যতটুকু হবে , তাদের মধ্যে দ্বীনি এলেমের স্তরও ততটুকুই হবে। দুঃখজনক তো এই , সাধারণ মানুষ দ্বীন বলতে নামায রোজা এমন কয়েকটি ইবাদতের সমষ্টিই বুঝে। তাই শুধু ইবাদতের হাদীসগুলোই তারা জানে। আমীরের ইতায়াতের হাদীস তাদের সামনে নেই।

শূরার দায়িত্বঃ

শূরা আমীরের বিকল্প নয়। বরং আমীর মনোনীত করার জন্য। যদি কেউ বলে যে মাসোয়ারার একজন ফয়সাল আছেন এবং তিনিই আমীরের মত , এটা ভুল কথা। কারণ ফয়সালের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শুধুমাত্র মাসোয়ারার মধ্যেই সীমিত। যখন মাসোয়ারা শেষ হয়ে যায় , তার ইমারতও শেষ হয়ে যায়।

পূর্বে উল্লিখিত হাদীসে যে আমীরকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে তা হল সব সময়ের আমীর। এমন আমীর যে কিনা ২৪ ঘন্টায় যে কোন উমুরের জন্য উদ্বিগ্ন এবং সচেতন থাকেন। যারা দাবি করেন মারকাজে সাপ্তাহিক বা মাসিক ফয়সাল থাকবেন, তাদের দাবী অজ্ঞতাপ্রসূত। তাদের শরীয়তের হুকুম অথবা দাওয়াতের পদ্ধতি এবং সীরত সম্পর্কে নূন্যতম ধারণাও নেই। সুনিশ্চিত ভাবে তারা ‘পদ আকাঙ্খী’ ছাড়া কিছুই নন। (দ্বীনের জিম্মাদারীকে তারা ‘পদ’ মনে করে বসে রয়েছেন।)

কুরআনের একটি আয়াতের অনুবাদঃ

“আখেরাতের ঘর শুধুমাত্র তাদের জন্যই যারা দুনিয়াতে কোন পোস্ট/পজিশন চায় না অথবা নেতৃত্ব অর্জনের জন্য কোন ফাসাদ করে না। উত্তম পরিণতি পরহেজগারদের জন্যই।” (সূরাহ কসাস)

যে কোন আমলের রূহ হল ইখলাস। ইখলাস ছাড়া আমল হল, মৃত লাশের মত। মরা লাশের কি কোন মূল্য আছে?

দারুল উলুম দেওবন্দের মুফতী সাহেবানদের সমীপেঃ

দারুল উলূম দেওবন্দকে অবশ্যই কথিত আলমী শূরার ব্যাপারে তাদের শরঈ আইনগত গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে শরীয়তের আলোকে ফতোয়া প্রদান করতে হবে। দারুল উলুম আরো উল্লেখ করেছেন , ইমারত বনাম আলমী শূরার ইস্যুতে তাঁদের অবস্থান নিরপেক্ষ। অন্যদিকে আলমী শূরার উদ্যোক্তা ও সমর্থকদের দাবি এবং হাবভাব এমন যে, দারুল উলুম তাদের সমর্থন করছেন। [বাংলাদেশ এবং বিভিন্ন জায়গায় 'দারুল উলূম ' ও 'আলমী শূরা' সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।] দারুল উলূমকে পরিষ্কার ভাষায়, আলাদা ভাবে তাঁদের লেটারহেডে উল্লেখ করতে হবে যে , তারা আলমী শূরার পক্ষে নয়। এতেই কেবলমাত্র পরিষ্কার হবে যে , তাঁরা কারো পক্ষপাতিত্ব করছেন না।

বড়ই পরিতাপ ও অবাক করার বিষয় যে , মাওলানা সাদ সাহেব যা বলেন তাই সূক্ষ ভাবে বিশ্লেষণ করা হয় এবং ফলশ্রুতিতে ফতোয়া হিসাবে জারী হয়। অথচ কথিত আলমী শূরার লোকজন প্রকাশ্য জনসম্মুখে পরিষ্কার ইসলামী বিরোধী কম্যুনিস্ট তত্ত্ব, কঠোর ইসলাম বিদ্বেষী স্ট্যালিন, লেনিনের ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল (যা আরবীতে লিখলে হুবহু আলমী শূরাই হয়) সমর্থন ও চালু করতে চাচ্ছেন।

প্রায় দুই বছর যাবৎ মৌনতা অবলম্বনের দ্বারা প্রকারান্তে দারুল উলুম এই কম্যুনিস্ট তত্ত্বকে মৌন সমর্থন করছেন। তাই এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে মুফতী আবুল কাসেম সাহেব, মুফতী মুস'আব বিন প্রফেসর আব্দুল মান্নান,

মুফতী যায়েদ, মাওলানা আরশাদ মাদানী এবং মুফতী সাঈদ পালানপুরী হাফিজহুমুল্লহ তাঁরা সকলেই বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে পরোক্ষভাবে এই আলমী শূরা এবং এদের ইশতেহারের বৈধতা দিতে ইচ্ছুক।

আমরা দারুল উলুমের নিকট সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বনের আবেদন জানাচ্ছি এবং উম্মতকে সন্দেহমুক্ত করার জন্য আলমী শূরার ব্যপারে শরঈ হুকুম সম্বলিত ফতোয়া জারীর আবেদন জানাচ্ছি।

দাজ্জালী ফিৎনা থেকে হেফাজতঃ

১. দাজ্জালী ফিৎনা থেকে আত্মরক্ষার একক উপায় হল একজন আমীর থাকা।

২. সহীহ হাদীসঃ আল্লহর (কুদরতী) হাত জামাতের সাথে এবং আমীর ছাড়া জামাত হয় না।

৩. এমন কোন হাদীস নেই যে আল্লহর সাহায্য মদদ শূরার সাথে।

৪. যদি ১০ ,০০০ যোগ্য লোকেদেরও শূরা হয় কিন্তু আমীর না থাকে তাদের জামাত বলা যাবে না। কারণ জামাতের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হল আমীর থাকা।

৫. যখন ইমারত কায়েম হয় তখন শূরার নামে যা চাওয়া হচ্ছে তার অস্তিত্ব খতম হয়ে যায়। অর্থাৎ শূরার অধীনে তাবলীগের 'জামাত' একটি কাল্পনিক ধারণা। এটা ঘটলে একটা নিন্দনীয় ব্যপার ঘটে যাবে।

৬. যদি দাওয়াতের কাজ আলমী শূরার তত্ত্বাবধায়নে চলে তাহলে এই মহান মেহনত তৎক্ষণাৎ একজন প্রকৃত আমীরের ইমারত থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ সত্যিকার অর্থে তাদের কোন আমীর থাকবে না। তখন

তাদের মেহনত করা কিছু মানুষ বলা যাবে , কিন্তু 'জামাত' শব্দ তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে না, কিয়ামত পর্যন্ত নয়। আরো উল্লেখ্য কোন জামাতের যদি আমীর না থাকে, তখন শয়তান তাদের আমীর হয়।

৭. এখন যেমন ভারত , পাকিস্তান, বাংলাদেশের কিছু ব্যক্তি কোন মাসোয়ারা ছাড়া, মারকাজ ও মারকাজে মজুদ আমীরের অনুমোদন ছাড়া নিজেদের 'আলমী শূরা ' ঘোষণা করেছেন , এভাবে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন এলাকা, দেশ এমনকি জেলাও নিজেদের মত করে আলমী শূরা ঘোষণা করে বসতে পারে। তখন এই ধারণাটাই একটা তামাশায় পরিণত হবে। এই মেহনত এবং উম্মত টুকরা টুকরা হয়ে যাবে।

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎ বাণীঃ

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ভবিষ্যৎ বাণী কিছু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে , তাঁর পরে পুণ্যবান খলীফাগণের সুশাসন হবে। এরপরে আসবে ন্যায়পরায়ণ বাদশাহদের রাজত্ব। অতঃপর আসবে স্বেচ্ছাচারী শাসকগণ। তাদের শোনা এবং মান্য করা ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজিব, যতক্ষণ না হারাম কাজের নির্দেশ দেয়। বিভেদ সৃষ্টি কর না এবং এতে দ্বীন ক্রমাগত প্রসার লাভ করবে এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

এই হাদীস খানা আবু দাউদ শরীফ এবং অন্যান্য আরও কিছু কিতাবে মোটামুটি কাছাকাছি শব্দে বর্ণিত হয়েছে।

এই হাদীস থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ

১. এই হাদীস ভবিষ্যতে ঘটিতব্য কয়েক ঘটনা ব্যাখ্যা করেছে এবং বলা হয়েছে যেই যুগই আসুক মুসলমানের ঐক্য ভাঙা যাবে না।

২. [শরঈ সীমার ভিতরে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে হলেও] মুসলমানের ঐক্য এবং সংঘবদ্ধ থাকার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। একই সাথে এটা কিয়ামত পর্যন্তের জন্য দাওয়াত ও দুআর তরীকা ও দিক নির্দেশনাও বর্ণনা করে।

৩. এই হাদীসে ইমারত বা বাদশাহী ইত্যাদির উল্লেখ আছে। কথিত শূরার কোন উল্লেখ নেই। কেননা কারো কথা শোনা বা মানা , এটা কেবল এক ব্যক্তির সাথেই সম্পৃক্ত করা যায়। এর প্রমাণ এই হাদীস থেকেই বের করা যায়। এটা কি সম্ভব যে ২০ , ৫০ বা ১০০ জনের শূরা প্রত্যেককে মান্য করব?

নিজামুদ্দিন থেকে বিচ্যুত এই বিদ্রোহী চক্র রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক আমীরের আনুগত্যের হুকুম অমান্য করতে চায়। জায়নবাদী অপশক্তির মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করা 'ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল' তথা 'আলমী শূরা' তত্ত্ব তারা বাস্তবায়নের আশা করে।

ইমাম হাসান বসরী রহিমাহুমুল্লহ এর কিছু কথাঃ

"দ্বীনের সাথে আল্লহর ভালোবাসা অর্জনের জন্য হকের উপরে জমে থাকা এবং ইবাদতের খুলুসিয়াত ও আনুগত্য জরুরী। এই চেতনা দাওয়াত ছাড়া অনুভূত হয় না।

কারণ যে আল্লহকে মাশুক বা ভালোবাসার পাত্র বানায় , আল্লহ যা ভালোবাসেন, সেও তা ভালোবাসে। এই একথা ১০০% সত্য যে , আল্লহ তাঁর বান্দাদের ভালোবাসেন , এবং বান্দাদের যারা ভালোবাসে তাদেরও ভালোবাসেন। একই ভাবে এই আশেকগণ আল্লহর অপছন্দকে নিজেদের অপছন্দ বানায়। এবং এটা ১০০% সত্য যে

আল্লহ তাঁর বান্দাদের বরবাদী অপছন্দ করেন। [বান্দার বরবাদী রুখতেই (জাহেরী দৃষ্টিতে) যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন।]

সকলেই এ কথা বুঝে যে , মানুষের সফলতা হল দ্বীনের মধ্যে এবং ব্যর্থতা ও বরবাদী হল দ্বীন ছেড়ে দেয়া।”

এই আলোচনার উদ্দেশ্য হল , আমরা যে আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে ভালোবাসার দাবি করি, সেই দাবি দাওয়াতের কাজ না করা এবং প্রকৃত দাঈ না বনার দ্বারাই বাতিল হয়ে যায়। এজন্যই আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন, *“হে মুহাম্মদ! (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলুন, যদি তোমরা আল্লহ তায়ালাকে ভালোবাসো তাহলে আমার অনুসরণ কর। ”* অর্থাৎ, আমি যা করি তুমিও তাই কর। তাহলে আল্লহ তোমাকে ভালোবাসবেন। যখন আল্লহ তোমাকে ভালোবাসবেন , তোমাকে মাফ করবেন অথবা তওবার তৌফিক দিবেন।

এ জন্যই বলা হয়েছে , যে ব্যক্তি দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বের হয় , প্রথম কদমেই তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। ... *“আল্লহ তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন, তিনি সবচেয়ে ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।”* (আল ইমরান: ৩০)

ইত্তেবা (অনুসরণ) এবং ইতায়াত (আনুগত্য):

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন তা করাই হল তাঁর ইত্তেবা এবং তিনি যা বলেছেন বা হুকুম তা পালন নাম ইতায়াত।

তাঁর অনুসরণের নাম ইত্তিবা এবং তাঁর আনুগত্যের নাম ইতায়াত। যদি আমরা বলি যে, আমরা ইত্তেবা করছি, তাহলে রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রধান দায়িত্ব হিসাবে , আমাদেরও প্রধান দায়িত্ব দাওয়াত। নবীদের পেশা ছিল দাওয়াত। এবং তিনি (রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) যা বলেছেন তা মেনে চলা হল ইতায়াত। এই ইতায়াতের কথাই কালামে পাকে উল্লেখ করা হয়েছে , *"বলুন, আনুগত্য কর, আল্লহ এবং তাঁর রাসূলের। অতঃপর তাদের ফিরে আসা উচিৎ। আল্লহ অবিশ্বাসীদের ভালোবাসেন না।"* (আল ইমরান: ৩২)

তাই ইত্তিবা হল দাওয়াত। ইত্তিবার অর্থ পদাঙ্ক অনুসরণ।

তাবেয়ী' মানে হল যাঁরা সাহাবাহদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী। তাবে'-তাবেয়ী' মানে হল যাঁরা তাবেয়ী'দের পদাঙ্ক অনুসরণকারী।

"সর্বপ্রথম যারা হিজরত করেছেন এবং তাদের যারা নুসরত করেছেন , এবং পরবর্তীতে যারা তাদের ইহসানের সাথে পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন , তাদের জন্য সন্তুষ্টি।" (সূরাহ তাওবাহ: ১০০)

যেখানে দাওয়াতের মেহনতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে , সেখানে সাধারণ ভাবে দুইটি শব্দ একত্রে পাওয়া যায় , ইত্তিবা ও ইহসান। [তাই আমাদের ইত্তিবা আমাদের মন মত তথা নফসের খায়েশাত মত হবে না। বরং ইহসান বা ভালাইয়ের সাথে এবং পূর্ণতার সাথে হবে।]

একজন দাঈর জন্য ইত্তিবা এবং ইতায়াতের পার্থক্য বুঝা খুব জরুরী। এই পার্থক্য উপলব্ধি ছাড়া একজন দাঈ ইলাল্লহ দাওয়াতের কাজের জন্য অপরিহার্য ইয়াকীনের শক্তি হাসিল করতে পারবে না। এবং তার দাওয়াতের জিম্মাদারীর সাথে ইবাদাত গুলিয়ে ফেলার ঝুঁকি রয়েছে।

ইবাদাতের ভিতরে যেমন সহজ ও আরাম খুঁজে দাওয়াতের কাজের ক্ষেত্রেও এমন আরাম চিন্তা ও সহজতার আকাঙ্ক্ষা আসবে। তখন সে কুরবানী মুজাহাদা থেকে দূরে সরে যাবে। তখন দাওয়াতের মেজাজ

ইবাদাতের মেজাজের দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যাবে। এটাই একজন দাঈর জন্য মৃত্যু।

ইবনে জারীর রহিমাহুমুল্লহ তাফসীর করেন, *“আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর রাসূল সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন , হে মুহাম্মাদ! (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলুন , এটা (দাওয়াত ইলাল্লহ) আমার পথ। এবং আমার তরীকা এই যে , যারা আমাকে অনুসরণ করে তাদেরও এটাই পথ ; এই পথ হল , দাওয়াত ইলাল্লহ / মানুষকে আল্লহর একত্ববাদ ও ইবাদাতের দিকে ডাকা।”*

সারকথা, আমাদের অবশ্যই হুবহু রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতিতেই দাওয়াত দিতে হবে। সেই পদ্ধতির প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, প্রকাশ্যে সাধারণ মানুষের ময়দানে জনে জনে , দুয়ারে দুয়ারে দাওয়াত।

এক আমীর নাকি একাধিক আমীরঃ

কথিত ‘আলমী শূরা ’দের অন্যতম দাবি ছিল , নিজামুদ্দিন মারকাজে রোটেশন পদ্ধতিতে একাধিক সিদ্ধান্ত দাতা থাকবেন। যদিও এই দাবি কম্যুনিস্টদের দাবি।

সমগ্র ইসলামের ইতিহাসে এমন নজির খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যেখানে প্রশাসনের দায়িত্ব একাধিক ব্যক্তির মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। যদি কখনো এমন সম্ভাবনাও দেখা গিয়েছে, তার পরিণতি বিভেদ ছাড়া কিছু হয় নি।

যারা একাধিক নেতৃত্ব চাচ্ছেন , তারা এমন দাবিও করেছেন যে , দুই তৃতীয়াংশ শূরাদের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। [এভাবে আমীরকে

বিধি নিষেধের বেড়াজালে আটকে ফেলা শরীয়তের কোন বিধান দ্বারা প্রমাণিত নয়, বরং এটা কুফুরী গণতন্ত্রীদের থেকে আমদানিকৃত।] দাওয়াত ও তাবলীগের ইতিহাস এই 'আলমী শূরা' শব্দটির সাথে (এবং তাদের পরবর্তী দাবি সমূহের সাথে) সম্পূর্ণ অপরিচিত। একইভাবে আগের তিন আমলে আমীর সাহেব কখনো এমন বিধি নিষেধের আওতাধীন থাকেন নি। আগের তিন হযরতজীর মানসা বা আচরণও এমন ছিল না।

তাই এটা কি কোনভাবেই মিলানো যায় যে, কথিত 'আলমী শূরা'দের ইচ্ছা পুরাতন আকাবিরদের নাহাজে এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া , অথচ তারা সম্পূর্ণ নতুন একটা ধারণা আমদানি (তাও কম্যুনিস্টদের থেকে) করেছেন? কোন ভাবেই কি তাদের এসব আচরণ ও দাবি দাওয়া ব্যখ্যা করা যায়?

আমীরের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা হচ্ছে আর মুসলমানদের ঐক্যের বিরুদ্ধে ইসলামের সবধরনের শত্রুদের ফর্মুলা খাওয়ানোর চেষ্টা হচ্ছে! [তাও ইসলামের দোহাই দিয়ে!]

আমীরের ইতায়াত বাধ্যতামূলকঃ

ইবনে উমার রদ্বিয়াল্লহু আনহুমা রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেন , *"একজন মুসলমানের জন্য আমীরের কথা শোনা এবং মানা বাধ্যতামূলক, এটা তার পছন্দ হোক বা না হোক। যদি সে কোন পাপ কাজের হুকুম দেয় তাহলে তা মানা যাবে না।"*

আরেক বর্ণনায় এটাও উল্লেখ আছে , "যখন আমরা রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে শোনা এবং মানার জন্য বায়আত হই , তিনি বলেন, তোমাদের সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে হলেও আনুগত্য কর।"

সতর্কতাঃ যে আনুগত্যের সিফাত ও মেজাজ থেকে সরে যাবে , সে ধ্বংস হবে। যাদের অন্তর অন্ধ তারা আনুগত্যের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়। কাফেরদের জাহেরী চক্ষু থাকে কিন্তু অন্তর চক্ষু থাকে না। বাহিরের চক্ষু মনের উপরে আসর করে, কিন্তু অন্তর চক্ষু হৃদয়ে থাকে।

অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞা হল হেদায়েতের ভিত্তি। এবং তা অর্জন করার সংক্ষিপ্ত পন্থা হল দাওয়াত ইলাল্লহ এবং এজন্য আল্লহর রাস্তায় কুরবানী করা। আর অন্যান্য পন্থা হল যিকির , তিলাওয়াত, উম্মতের জন্য ইজতেমায়ী দুআ ও ফিকির, নিয়মিত তাহাজ্জুদ , ক্ষুধার্ত থাকা , সত্যের উপরে জমে থাকা , হকের ব্যপারে কারো সমালোচনার পরোয়া না করা। এভাবে কারো অন্তরে ধীরে ধীরে অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞা হাসিল হতে পারে।

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অন্তরের অন্ধত্বের ব্যাপারে বলা হয়েছে। এজন্য একজন কাফের যদিও তার বহিঃদৃষ্টি থাকে , সে বাস্তবিক অন্ধ এবং একজন মুসলমান যদি অন্ধও হয় , সে অনেক কিছুই দেখে। এটাই হল একজন কাফেরের উপমা যে সে জীবিত থেকেও মৃত , পক্ষান্তরে একজন একজন শহীদ মারা গেলেও জীবিত।

আমীরের ইতায়াত খুব সহজঃ

আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে মান্য করা এজন্যই সহজ যে , তিনি এক এবং একক। এজন্যই কুরআন শরীফে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে যদি আল্লহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য থাকত তাহলে অবশ্যই এর পরিণাম হত দুই উপাস্যের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও দুর্নীতি।

আল্লহর আনুগত্য এবং এবং আমীরের আনুগত্য একই সুতায় বাধা। বিভিন্ন হাদীসের কিতাব থেকে এটাই পাওয়া যায় , যে আমার আমীরের আনুগত্য

করে সে আমার আনুগত্য করে। আর যে আমার আনুগত্য করে সে আল্লহর আনুগত্য করে।

কিছু পূর্বেই কিছু কথা উল্লেখ করা হয়েছিল , শূরা আমীরের বিকল্প নয়। বরং আমীর মনোনীত করার জন্য। যদি কেউ বলে যে মাসোয়ারার একজন ফয়সাল আছেন এবং তিনিই আমীরের মত , এটা ভুল কথা। কারণ ফয়সালের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শুধুমাত্র মাসোয়ারার মধ্যেই সীমিত। যখন মাসোয়ারা শেষ হয়ে যায়, তার ইমারতও শেষ হয়ে যায়।

পূর্বে উল্লিখিত হাদীসে যে আমীরকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে তা হল সব সময়ের আমীর। এমন আমীর যে কিনা ২৪ ঘন্টায় যে কোন উমুরের জন্য উদ্বিগ্ন এবং সচেতন থাকেন।

হযরত হাসান বসরী রহিমাহুমুল্লহ বর্ণনা করেন, (ফাতহুল মাজীদ - ৮৭)

> "আল্লহর ইবাদাত, আনুগত্য এবং ভালোবাসার পূর্বশর্ত হল , সততার গুণগত মান তথা ইখলাস বা আমল ও বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা , যা দাওয়াত ছাড়া হাসিল হয় না। কারণ যে আল্লহকে ভালোবাসে সে ঐ সমস্ত কিছু ভালোবাসে যা আল্লহ ভালোবাসেন। এটা নিশ্চিত আল্লহ তাঁর বান্দাদের ভালোবাসেন এবং বান্দার সফলতা চান। একই ভাবে আল্লহর আশেকগণ ঐ সব জিনিসের সবকিছুই অপছন্দ করে যা আল্লহ অপছন্দ করেন। এটাও নিশ্চিত যে , আল্লহ তাঁর কোন বান্দার ধ্বংস চান না। আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য হল দ্বীন হাসিল করা, এবং বরবাদী হল দ্বীন ছেড়ে দেয়া।"

এই আলোচনার সারমর্ম হল , যদি আমরা দাওয়াতের কাজ না করি , মানুষকে আল্লহর দিকে না ডাকি , তাহলে আমাদের আল্লহর প্রতি ভালোবাসার দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন , *“হে মুহাম্মদ! (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলুন , যদি তোমরা আল্লহ তায়ালাকে ভালোবাসো তাহলে আমার অনুসরণ কর। ”* অর্থাৎ, আমি দাওয়াতের কাজ , করি তুমিও তাই কর। (সূরাহ আল ইমরান)

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন তা করাই হল তার ইত্তেবা এবং তিনি যা বলেছেন তা করাই (অর্থাৎ হুকুম পালন করা) হল তাঁর অনুগত হওয়া অর্থাৎ ইতায়াত।

উপরে উল্লেখিত আয়াতে ইত্তিবার কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে ইতায়াতের ব্যপারে বলা হয়েছে , যেখানে আল্লহ তায়ালা বলেন , *“আল্লহ এবং তাঁর রাসূলকে মান।”*

ইত্তিবা এবং ইতায়াতের এই সূক্ষ্ম ভেদ বুঝতে না পারলে দাঈ দাওয়াতের কাজের জন্য অতীব জরুরী অভ্যন্তরীণ শক্তি তথা ইয়াকীন হাসিল করতে পারবে না। দাওয়াতের কাজ সে অন্যান্য ইবাদাত ও হুকুম পালনের ওজনে মাপবে। অথচ দাওয়াতের জিম্মাদারী অন্যান্য ইবাদাত ও হুকুমের উর্দ্ধে এক মহান জিম্মাদারী। এক কথায় তার দাওয়াতের কাজের মধ্যে গাফলতি আসবে। দাওয়াতের কাজের জন্য কুরবানী ও মুজাহাদা তার কাছে অনেক ভারী ঠেকবে। এক পর্যায়ে সে দাওয়াতের মেজাজ হারিয়ে আবেদ বনে যাবে। এটা একজন দাঈর জন্য মৃত্যু ছাড়া কিছুই নয়।

মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা সাহেবঃ

আমাদের উলামাকেরামদের মধ্যে অনেকেই মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা সাহেব হাফিজহুমুল্লহ এর সাথে দেখা করেছেন এবং তাঁকে নিজামুদ্দিন মারকাজে ফিরে যেতে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, দুই শর্তে মারকাজে ফিরে যেতে রাজি আছি:

১. মাওলানা সাদ সাহেব এই শূরা কবুল করে নিবেন।
২. সিদ্ধান্তদাতা বারি বারি করে পরিবর্তন হবে।

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রিয়ভাজন মুফতী সাহেবান! ফতোয়া জারি করুন... এই যে মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব এই ব্যাপারে জোরাজুরি করছেন এটা কি ভালো, প্রশংসার যোগ্য? নাকি মাকরূহ বা হারাম?

আমরা ইতিমধ্যেই প্রমাণ দিয়েছি তাঁদের দাবিকৃত পদ্ধতি (শূরা) শিরক এবং কুফর। নিচের বর্ণনা দেখুন, *"তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লহ দেননি? যদি চুড়ান্ত সিন্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় যালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"* (সূরাহ শূরাঃ ২১) (বঙ্গানুবাদ মুহিউদ্দীন খান রহমাতুল্লহি আলাইহি)

দ্বীন (কুরআন, হাদীস ও সীরত) অনুমোদিত পদ্ধতি গ্রহণ করার পরিবর্তে এমন এক পদ্ধতি গ্রহণ করতে চাচ্ছেন (শূরা) যা আল্লহ ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা অনুমোদিত, যেমন লেনিন, স্ট্যালিন, এটা যেন আল্লহর সাথে অন্য কাউকে গ্রহণ করার সামিল। এটা শুধু খোলাখুলি ভাবে ইসলামের বিরোধিতাই নয় বরং কুফর ও শিরক।

মনে রাখবেন, দাওয়াতের পদ্ধতিতে শূরা প্রবর্তন করা , আল্লহ বাদে অন্য তরীকা গ্রহণ করার সমতুল্য। এভাবে শূরা পছন্দ করা প্রকাশ্য শিরক।

কালামে পাকে কয়েক ডজন আয়াত এবং হাদীসে পাকে অসংখ্য মুতাওয়াতির বর্ণনা রয়েছে যে , কেউ যদি শরঈ কোন কিছুর উপরে শরীয়তে অনুমোদন নেই কোন কিছু পছন্দ করে তাহলে এটা শিরক।

উম্মত অবগত আছে যে, ইমারত দ্বীনের অংশ। এবং দাবিকৃত শূরা পদ্ধতি কম্যুনিস্ট তরীকা। এই ব্যপারটি এতই সূক্ষ্ণ যে , যদি কেউ গভীর ভাবে অনুসন্ধান করে তাহলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

আলমী শূরার তত্ত্বঃ

'আলমী শূরা ' কুরআন, হাদীস এবং পবিত্র সীরতের সাথে ১০০% সাংঘর্ষিক একটি অনৈসলামিক ধারণা।

এটি ইসলামের শত্রু কম্যুনিস্টদের মতাদর্শ। এটা বানানোই হয়েছিল ইসলাম ধ্বংস করার নিমিত্তে। তা সত্ত্বেও কিছু লোক এটাকে শুধু গ্রহণ করতেই আগ্রহী নয় বরং মুহাম্মদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তের বাইরে এই নাপাক তরীকা চালু করার জন্য জান বাজি রাখতে তৈরি।

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি দ্বীনের বিপরীতে কোন অনৈসলামিক তরীকা পছন্দ করে, তার ঈমান নিয়ে শঙ্কা আছে। এমন লোক ইসলামের নামে ইসলাম ও মুসলমানদের বোকা বানাচ্ছে।

মন্তব্যঃ আলমী শূরার তাত্ত্বিক ধারণা যদি কুরআন হাদীস ও সীরতের সাথে সম্পৃক্ত না হয় , তাহলে কিভাবে একে ইসলামী পদ্ধতি , কর্মধারা বা তত্ত্ব হিসাবে বিবেচনা করা যায়?

যেখানে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত যে , এটা অনৈসলামিক কুফুরী তত্ত্ব , কিভাবে আমরা একে সমর্থন করতে পারি ? এদের কর্মকান্ডে অংশ নেয়া , এদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

এক সাহাবী রদ্বিয়াল্লহু আনহু বলেন , "রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্কোয়াশ টাইপের (লাউয়ের মত) একটি সবজি বেশ পছন্দ করতেন।" এক ব্যক্তি বলল যে , সে স্কোয়াশ পছন্দ করে না। ঐ সাহাবী বললেন, "তুমি ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছ, যতক্ষণ না তুমি তওবা কর এবং তোমার চিন্তা ভাবনা পরিবর্তন না কর।" ঐ ব্যক্তি তাই তওবা করে তার চিন্তা ভাবনা পরিবর্তন করে নিল। এরপর স্কোয়াশ তার সবচেয়ে পছন্দের খাবারে পরিণত হয়। ঐ সাহাবী বললেন যে , সে ইসলামে ফিরে এসেছে। (আবু দাউদ শরীফের সহীহ রেওয়ায়েত।)

শূরাইয়াত কম্যুনিস্ট জীবন বিধান (তথা দ্বীনে কম্যুনিস্ট) -এর মূল। কম্যুনিস্টরা দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছে সারা দুনিয়াতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা এবং আধিপত্য কায়েম করার জন্য। তারা এজন্য ৫০ লক্ষ মুসলমান হত্যা করেছে, কারণ মুসলমানরা তাদের বিরোধিতা করে ছিল , যেভাবে আজ আমরা শূরাদের বিরোধিতা করছি।

কোন ইসলামী কেন্দ্রে শূরা থাকবে, আমীর থাকবে না, সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহীতা পরিবর্তিত হবে, এটা ইসলামের খেলাপ, ইসলামের মাসআলার প্রকাশ্য পরিবর্তন।

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবা রদ্বিয়াল্লহু আনহুমদের জামানায় এমন সাপ্তাহিক বা মাসিক আমীরের পরিবর্তন বা

শূরার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন নজীর পাওয়া যায় না বা কোন ভাবে গোঁজামিলের ব্যাখ্যা দিয়েও প্রমাণ করা যায় না।

উম্মত যখন সুন্নত থেকে দূরে সরে যায় , বিদআত অবধারিত ভাবে গ্রাস করে নেয়।

> *“আমি আল্লহর কসম দিয়ে মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব, মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব, আলমী শূরার সকল সদস্যদের, মুফতী আবুল কাসেম সাহেব, মাওলানা আরশাদ মাদানী সাহেবদের জিজ্ঞাসা করছি, আলমী শূরার নামে সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে যে, বারি বারি করে সিদ্ধান্তদাতা পরিবর্তনের পদ্ধতি চাওয়া হচ্ছে, এটা কি কুরআন, হাদীসের ভিত্তিতে বৈধ? পূর্বের তিন হযরতজী কি এই পদ্ধতি চেয়েছিলেন? যদি হয় তাহলে সনদ সহ প্রমাণ দিন। অন্যথায় তওবা করে ফিরে আসুন।”* মাওলানা মেহবুব সাহেব।

মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান রহিমাহুমুল্লহর চিঠি।

সম্মানিত শ্রদ্ধেয় জনাব মৌলভী আহমদ লাট সাহেব , মৌলভী ইবরাহীম সাহেব, মৌলভী আশরাফ সাহেব , মৌলভী ইসমাঈল সাহেব , মৌলভী আবদুর রহমান সাহেব , মাওলানা উসমান সাহেব , মৌলভী ২য় উসমান সাহেব!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
আশা করছি আপনারা স্বভাবসুলভ দাওয়াতের কাজে রত আছেন। কেননা দাওয়াতই ঐ রহমতপূর্ণ কাজ যা মানুষের আমলকে বিগড়ে যাওয়া থেকে শুধরে দেয়। স্বভাব ও মেজাজ কখনো দুনিয়ার রঙে বিগড়ে যায় আবার কখনো দ্বীনের রঙে। অর্থাৎ কখনো দুনিয়াবী সূরতে আবার কখনো দ্বীনী সূরতে। যখন দ্বীনী সূরতে আমল বিগড়ে যায় তখন মানুষ বেশি ধোঁকার মধ্যে পড়ে। কেননা স্বভাব কখনো অন্তরের অনুগামী হয়। অর্থাৎ কখনো বাহ্যিক রূপ আর আসল রূপ মিলে যায়। আবার কখনো বিপরীতও হয়।

এজন্যই দাওয়াতের মাধ্যমে যাহের ও বাতেন উভয় মেহনত শিখবে হবে। এই ময়দানে চলাচলকারীরা চলতিপথের যাবতীয় কঠিন ঘাঁটিসমূহ অতিক্রম করে থাকে। যেসব দুস্তর ঘাঁটি সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মাদ উমর পালনপুরী সাহেবের মতন হযরতগণ বয়ান করে গেছেন , তা বিস্তারিতভাবে বলার অবকাশ নেই।

ঐ ঘাঁটি সমূহের মধ্যে একটি ঘাঁটি এটাও যে , পরস্পরের মতানৈক্য ও মতভেদ সম্মুখে চলে আসা। ঠিক এসময়েই শয়তান মামুরদের মাঝে আমীর সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে দেয়। আর তখন ঐ আমীরের (দীক্ষাসূলভ) ধমকা ধমকি যা মামুরদের জন্য ইসলাহ বা সংশোধণের

কারণ ছিলো তা শত্রুতার কারণে পরিণত হয়। যা কাজ থেকে মাহরূম হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা আমীরের উপর খারাপ ধারণা রাখা কঠিন অপরাধ এবং বড় গুনাহ।

ঐ হাদীসসমূহ উঠিয়ে পড়ুন যার মধ্যে আমীরের আনুগত্যের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে এবং (হাদীসের ভাষ্যমতে) শেষ পর্যন্ত এটাই বুঝা যায় যে , প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট কুফরীর পূর্বমূহুর্ত পর্যন্ত আনুগত্য করা ওয়াজিব। হাদীসে كفرا بواحا অর্থাৎ "স্পষ্ট কুফুরি বাক্য" শব্দটি উল্লেখিত রয়েছে। (উক্ত হাদীসটি বুখারীর শরীফের কিতাবুল ফিতানে বর্ণিত আছে) আমীরের আনুগত্যের এই আবশ্যকীয়তা এজন্য যে , আমীরের আনুগত্য ছাড়া সম্মিলিত শক্তি তথা ঐক্য অসম্ভব। আর এই উম্মত ঐকবদ্ধ অবস্থাতেই শত্রুর উপর বিজয়ী হবে। আর যখন মতানৈক্য , দলাদলি ও বিভেদ সৃষ্টি হবে তখন হক্কের উপর বিদ্যমান থাকা অবস্থাতেও শত্রুর উপর জয়লাভ করতে পারবে না। যার সাক্ষী হাদীসসমূহের মধ্যে এবং সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাসের মধ্যে অগণিত পাওয়া যায়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, এই কাজের মধ্যে ব্যক্তিগত উন্নতি নিহীত আছে নিজের অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টিপাত করে আগ্রহ বাড়ানোর মাঝে। যদি স্বীয় অসম্পূর্ণতা দেখা থেকে নজর সরে যায় তাহলে উন্নতির দরজা বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি রাখাই বিনয়ের একটা বড় দরজা। আর যখন মানুষ বিনয়ের দূর্গে প্রবেশ করে অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে যায় তখন সে আল্লহর রহমতের আঁচল ধরে ফেলে এবং আল্লহর রহমতের মাধ্যমে তার হেফাযত হতে থাকে।

তৃতীয় একটা জিনিস এই যে , নিজের ইয়াক্বীনকে মাখলূকের সন্তুষ্টি ও ভয়ের ধরণা থেকে সরিয়ে আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উচ্চ যাতের সাথে বন্ধন সৃষ্টি করা। এমনকি আমীরের কাছ থেকে মনে মনে এতটুকুও আশা না করা যে, তিনি আমাদের আরাম দিবেন, আমাদের প্রয়োজন লক্ষ্য রাখবেন, আমাদের অবস্থার খোঁজ খবর নিবেন।

কেননা মাখলূকের কাছে প্রয়োজন নিয়ে যাওয়ার দ্বারা আল্লহর দানের যে দরজা খাস বান্দাদের জন্য উম্মুক্ত থাকে তা আর খোলা থাকে না। সে দরজা ততক্ষণই খোলা থাকে যতক্ষন সবার থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে এবং সবার থেকে দৃষ্টি হটিয়ে নিজের খালেকের দরজায় পড়ে থাকে। তার থেকেই নিজের প্রয়োজনসমূহ পুরা করা শিখতে হবে এবং যে অবস্থায় তিনি রাখবেন ঐ অবস্থা নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করবে। এই অবস্থা তখনই হবে যখন মানুষ আল্লহর পথে চলবে।

যদি কেউ মাখলূকের দিকে চলে তাহলে তার হালতের মধ্যে খারাবী প্রাধান্য পাবে। অন্যথায় যদি খালেকমুখী থাকে তাহলে অপছন্দনীয় কিছু পরিস্থিতি প্রকাশ পেলেও তা কল্যাণের দিকে নেওয়ার জন্য এবং কল্যাণমুখী করার জন্যই (আল্লহ তা 'আল পক্ষ থেকে) এসে থাকে। এটি মূলত অকল্যাণ থেকে কল্যানের দিকে দৃশ্যপট পাল্টে দিতে আসে। কুরআনে বর্ণিত “হয়তো তারা প্রত্যাবর্তন করবে” আয়াতটা পড়ুন।

চতুর্থ কথা এই যে , শয়তানের একটি বড় চাল হলো , সে (নেক সূরতে ধোঁকা দিয়ে) দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ মেহনত থেকে সরিয়ে আংশিক মেহনতের দিকে নিয়ে যেতে চায়। এমনিভাবে ফরজ ইবাদত থেকে সরিয়ে নফলের দিকে নিয়ে যায়। পাশাপাশি এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যদ্দরুণ

ফরজের চেয়ে নফলের গুরুত্ব বেশি দিতে দেখা যায় । যার কারণে (শয়তানের জালে আটকে পড় ব্যক্তি) সাধারণ উম্মত থেকে নিজেকে আলাদা করে ফেলে। অতপর উম্মতকে নিয়ে না সে নিজে চলতে পারে। আর না উম্মত তার সাথে মিলে চলতে পারে। তখন তার মাঝে বুযুর্গী ছুটে যাওয়ার গুণ প্রকাশ পায়। যেন তিনি এই উম্মতের মাঝে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে না পারেন। আর উম্মত তার হাত থেকে ছুটে পুণরায় শয়তানের কবলে পড়ে। তখন এই উম্মতের চোখে তার (উক্ত বুযুর্গের) অবস্থার অবনতি ধরা পড়ে। ফলে উম্মত তার দিকে আর ফিরে যায় না। বরং তার থেকে বেঁচে থাকাই নিজের সফলতা মনে করে।

এজন্য আসুন দুআ করি যেন আল্লহ তা'আলা এই কাজের আযমতের সাথে চলনেওয়ালা বানিয়ে দেন।

সালাম
সাঈদ আহমাদ খান, মদীনা মুনাওয়ারা
তারিখঃ ৫ই রামাযান মুবারাক ১৩৯৬ হিজরী

তাবলীগের চলমান সঙ্কটে দেওবন্দের ভূমিকা।

দারুল উলূম দেওবন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ
সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার পরে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় ১৮৫৮ সালে দারুল উলূমের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

দারুল উলূমের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি কেন্দ্র বা মারকাজ হওয়া যেখানে উম্মতের মধ্যে দাওয়াতের মানসিকতা ও যোগ্যতার বিকাশ হবে।

দারুল উলূমের পরিচয় দিতে গিয়ে হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহিমাহুমুল্লহ প্রায়ই বলতেন,

“তৎকালীন ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবীবুর রহমান রহমাতুল্লহি আলাইহি বলতেন , ‘কী! মাওলানা কাসিম নানুতুবী রহমাতুল্লহি আলাইহি শুধুমাত্র তালীম তায়াল্লুমের জন্য এই প্রতিষ্ঠান গড়েছেন?

এই প্রতিষ্ঠান আমার চোখের সামনে হয়েছে। আমি জানি এর কারণ। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি রোধ করতে উম্মতকে যোগ্য করে তুলতেই এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা।’

তিনি আরো বলতেন, ‘যারা শুধুমাত্র তালীম তায়াল্লুমের জন্য এখানে আছে, আমি তাদের মন্দ বলব না। কিন্তু আমি তো সেই পথেই চলতে চাই, যে পথ হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী রহমাতুল্লহি আলাইহি পছন্দ করেছিলেন।’ ”

এটাই ছিল দারুল উলূম দেওবন্দের মৌলিক পার্থক্য। এ কারণেই দারুল উলূমের যে কোন বিষয় সারা দুনিয়াতে দ্বীনের অনন্য খিদমতের উৎস হিসেবে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে, বিশেষতঃ দ্বীনী তালীমের ক্ষেত্রে।

এটা শুধু জাতীয় দ্বীনী শক্তিই হয়ে উঠেনি , বরং প্রতিষ্ঠান হিসাবে আন্তর্জাতিক ভাবেও খ্যাতিমান হয়ে উঠে।

এখান থেকে ফারেগীনরাও তুলনাবিহীন এবং দ্বীনের ব্যাপারে দৃঢ়চেতা হয়েছেন।

এটা পরিষ্কার যে, এ সব কিছুর মূলে হল হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী রহমাতুল্লহি আলাইহির বুনিয়াদী দর্শন।

একই ভাবে তাঁর নেতৃত্বাধীন অন্যদের পক্ষে তাঁর মত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও দূরদৃষ্টি অর্জন করা, বলা চলে, মোটেই সম্ভব নয়।

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পিছনে আসল উদ্দেশ্য ছিল, দ্বীনের প্রচার এবং দাঈদের প্রশিক্ষণ।

হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহির মতানুসারে, *"আমি তালীম তায়াল্লুমের বিরোধী নই , তবে এর সমান্তরালে আমি আরো একটি পন্থা পছন্দ করেছি , যা আমি বিশ্বাস করি কাসিম নানুতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির দারুল উলূম এই উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তা হল দাওয়াত ইলাল্লাহ। যাতে মুসলমান যারা সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে তারা যেন তাদের উদ্দেশ্যের উপরে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে , এবং তাদের মধ্যে উম্মত বনার আগ্রহ পয়দা হয়।"*

এটা ১৮৫৮ সালের অবস্থার প্রেক্ষিতে জবাব। আজ উম্মতের অবস্থা সে সময়ের তুলনায় লক্ষ গুন খারাপ বললেও কম বলা হবে।

অবস্থার উন্নয়নে যে গতি হযরত কাসিম নানুতুবী রহমাতুল্লহি আলাইহি অর্জন করার আশা করেছিলেন তা শুধুমাত্র তালীম তায়াল্লুমের দ্বারা হাসিল হবে না। [কেননা তালীম তায়াল্লুমের সিলসিলা দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার আগেও এই ভারতীয় উপমহাদেশে বিদ্যমান ছিল।]

আমাদের সম্মানিত ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবীবুর রহমান রহমাতুল্লহি আলাইহির ভাষায়, দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল উম্মতকে দাওয়াতের কাজের জন্য তৈরি করা; আজ এটাই বাদ পড়ে গেছে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল তালীম তায়াল্লুম , যা আজ প্রাধান্য লাভ করেছে এবং মূল উদ্দেশ্য তথা দাওয়াতের উপরে অতিকায় শক্তিশালী হয়েছে।

হযরত মাওলানা নানুতুবী রহমাতুল্লহি আলাইহির ইচ্ছা ছিল এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ উম্মতি বনবে। কিন্তু তাঁর পরবর্তী জামানায় লোকজন এই প্রতিষ্ঠানের রুখ পরিবর্তন করে খুসুসী ভাবে ইলমের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যায়।

যতই সময় গড়াতে থাকে ততই এই প্রতিষ্ঠান তার গোড়া থেকে দূরে সরতে থাকে, উম্মতের মানসিকতাও একই রকম ভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। সাধারণ মানুষও খাস ভাবে একে শুধুমাত্র ইলমের মারকাজ মনে করতে থাকে। অথচ দারুল উলূমের প্রথম দিকের ফারেগীনগণ ফারুকী ও সালমানী মানসিকতা নিয়েই ফারেগ হতেন। ইতিহাস আজও সেই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

আজ ফারেগ হয় সম্পূর্ণ বিপরীত মানসিকতা নিয়ে, তা হল উমুমী দাওয়াত বাধাগ্রস্থ করা।

প্রথম দিকে এই প্রতিষ্ঠান ছিল দ্বীনের দাওয়াতের জন্য পর্বত সমতুল্য ; এখন তাঁরা নিজেদের দাওয়াত থেকে দূরে রাখছেন , নিজেদের এ থেকে মুক্ত মনে করছেন এবং এর দরজা বন্ধ করছেন।

আমরা দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আরো কিছু লিখতে চাচ্ছি, এজন্য আমরা আমাদের মহান ইমাম মাওলানা কাসিম নানুতুবী রহমাতুল্লহি আলাইহির জীবনী থেকে সারাংশ উল্লেখ করব , যা মাওলানা সাইয়্যেদ মানাজির আহসান গিলানী রহমাতুল্লহি আলাইহি কর্তৃক সঙ্কলিত:

> মহা বিপ্লবে বিদ্রোহের ব্যর্থতার পরে এই মারকাজ তৈরি হয় যেন মানুষ এক কেন্দ্র থেকে সংস্কারমূলক/ইসলাহী কাজে অংশ নিতে পারে, দাঈ ইলাল্লাহ হয় এবং এক উম্মত বনতে পারে।

প্রিয় পাঠক! উপরের কথাগুলো একটু চিন্তা করুন! হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী রহমাতুল্লহি আলাইহির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বাচ্চাদের পড়ানো ছিল না। বরং বয়স্কদেরও ইসলাহ ও সংশোধন যাতে মুসলিম বিশ্ব যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে সেই চ্যালেঞ্জের বিপরীতে তারা দাঁড়াতে পারেন এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারেন।

যা হওয়ার দরকার ছিল তা হল , জামাত দারুল উলূম থেকে বের হওয়া , যা মারকাজ হবার কথা ছিল , এখান থেকে জামাত বের হয়ে সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়বে এবং উম্মতের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে উম্মতকে দাওয়াতের জিম্মাদারী বুঝাবে।

কিন্তু হযরত হাবীবুর রহমান সাহেবের কথা অনুসারে , আজ তা তালীম তায়াল্লুমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে।

কি হবার কথা ছিল, আর কি হয়েছে! সকল অভিযোগ আল্লহর দরবারে!

এ সময়ে যা সবচেয়ে জরুরী ছিল না , তাই প্রাধান্য পেল। যা সবচেয়ে জরুরী ছিল তাই বাদ পড়ে গেলো।

ভাইস প্রিন্সিপাল রহমাতুল্লহি আলাইহি যা প্রায়ই বলতেন , তিনি তালীম তায়াল্লুমের বিরোধী নন। কিন্তু মাওলানা নানুতুবী রহমাতুল্লহি আলাইহির মূল যে পরিকল্পনা ছিল , তাই তিনি মূল উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। আমরা যে বার্তা আপনাদের দিতে চাচ্ছি , ঐ বার্তার পক্ষে হযরত হাবীবুর রহমান রহমাতুল্লহি আলাইহির এই বাণীই যথেষ্ট প্রমাণস্বরূপ।

এই কথা থেকে আর কি বার্তা আমরা পেতে পারি (যা আমরা বলেছি তা ব্যতীত!) ? উম্মতকে প্রশিক্ষিত করা যাতে হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করা

যায়। আজ দেওবন্দের লোকজন নিজেদের জন্য যে সীমারেখা এঁকেছেন তা হযরত নানুতুবী রহমাতুল্লহি আলাইহির ইচ্ছা ছিল না।

নিজামুদ্দিন মারকাজ সারা আলমের তাবলীগের মারকাজঃ

নিজামুদ্দিন মারকাজ যে আলমী মর্যাদা লাভ করেছে তা কোন মাদ্রাসার দ্বারা সম্ভব হত না। এই বিষয়বস্তুটি বুঝতে হবে যে , তাবলীগের যে কোন বিষয়ের সমাধান তাবলীগের সাথীরা এবং তাবলীগের সাথে সম্পৃক্ত আলেমগণ তাবলীগের তরতীব মতই করবেন। অন্যান্য উলামা বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা মাশায়েখগণের পক্ষে তাবলীগের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা শুধু অসামঞ্জস্যপূর্ণই নয় বরং ন্যায়ের পরিপন্থীও বটে।

তাবলীগের ইজতেমা বা ইজতেমায় হস্তক্ষেপ করার সাথে এই মৌলভীদের সম্পর্ক কি?

তাবলীগের সাথীরা তো মাদ্রাসা বা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মাথা গলায় না। অতএব এই আলেমদের তাবলীগের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কে দিল?

মোটামুটি সম্পর্ক এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে পার্থক্যঃ

তাবলীগের কাজের সাথে উলামা কেরাম সাধারণ ভাবে যে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন তা হল মোটামুটি সম্পর্ক। একে **নিসবত** বলা হয় , যা **মুনাসিবাত** থেকে ভিন্ন। **মুনাসিবাত** হল, তাবলীগের কাজের তাকাজা নিয়ে চলা এবং তাকাজা পূরণ করা। একই ভাবে তাবলীগের সাথীদের মাদ্রাসার সাথে নিসবত রয়েছে, মুনাসিবাত নেই। নিসবত থেকে একাডেমিক কোন ডিগ্রী পাওয়া যায় না , যেমন মুফতী হওয়া যায় না। তেমনি ভাবে শুধু নিসবত দ্বারা কি তাবলীগের কোন দায়িত্ব/ইমারত/ফয়সাল হওয়া যাবে?

নিজামুদ্দিন বিশেষ করে মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে সবকিছু নেতিবাচক হিসাবে তুলে ধরার প্রধান তিন চরিত্র হলেন

- মাওলানা আরশাদ মাদানী,
- মুফতী আবুল কাসেম নুমানী, এবং
- মুফতী সাঈদ আহমাদ পালানপুরী

বিজ্ঞজন মাত্রই জানেন যে , দারুল উলূম আশির দশকের বিভক্তির পরে রাজনৈতিক চক্রের অন্যতম ক্ষেত্রে পরিণত হয়। [ক্বারী তৈয়্যব সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহি এই রাজনৈতিক অনুষঙ্গ দারুল উলূমে চলতে দিতে চাননি বলেই তাঁকে দারুল উলূম থেকে অপমান এবং অপবাদ নিয়ে বিদায় নিতে হয়েছিল।]

দারুল উলূম ওয়াকফ দেওবন্দ এখন পর্যন্ত মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে কোন কিছু ইস্যু করেন নি।

আরো দুই ব্যক্তি মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে চক্রান্তে খুব গভীর ভাবে জড়িত, মাওলানা মুসআব (আলীগড়ের এক অধ্যাপকের পুত্র, যার মাওলানা সাদ সাহেবের ব্যাপারে অযাচিত গাত্রদাহ রয়েছে) আরেকজন মুফতী ওজাহাত কাসেমী যে ভারতের ক্ষমতাসীন হিন্দুত্ববাদী বিজেপির ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে সুপরিচিত।

মাওলানা সাদ সাহেবের ব্যাপারে উপরে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের অনাস্থার পক্ষে যেসব ডকুমেন্ট সোশ্যাল মিডিয়াতে এসেছে সেগুলো দারুল উলূমের নীতিমালার পরিপন্থী। এসব ডকুমেন্টে দারুল উলূমের ইফতা বিভাগের সিনিয়র মুফতীদের দস্তখত নেই।

দেওবন্দের অন্য অংশ, যা মাওলানা সালিম কাসেমী (বর্তমানে ওফাত প্রাপ্ত, রহিমাহুমুল্লহ) দ্বারা পরিচালিত (দারুল উলূম ওয়াকফ দেওবন্দ) , তাঁদের ফতোয়ায় এমন কিছু নেই। এবং উত্তর প্রদেশের অন্যান্য বড় বড় আলেম বা ইলমের মারকাজ যেমন জালালাবাদের মাওলানা সালমান মানসুরপুরী বা নদওয়াতুল উলামার মাওলানা রাবে হাসান নদভী অথবা মাজাহেরুল উলূম তাঁরা আজ পর্যন্ত এমন কোন বক্তব্য বা বিষয় জারি করেন নি। হাফিজহুমুল্লহ।

তাই মেহেরবানী করে এসব প্রোপাগান্ডার পিছনে পড়বেন না , সম্পূর্ণ ব্যাপার এবং রাজনৈতিক গতিবিধি বুঝতে চেষ্টা করুন।

হযরত মাওলানা মুফতী আবুল কাসেম সাহেব দামাত বারকাতুহুম

হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী রহমাতুল্লহি আলাইহি , দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা, দুইটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিস দারুল উলূমের মূলনীতি হিসাবে চেয়েছিলেনঃ

১. দারুল উলূমের স্থায়ী আয়ের কোন প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা থাকবে না। এবং

২. যেখানে কোন ন্যায় সঙ্গত ফয়সালা দরকার সেখানে কখনো একপক্ষের সমর্থন নিবে না।

মুফতী আবুল কাসেম সাহেব হাফিজহুমুল্লহ স্থূলভাবে একপক্ষের উপরে অন্য পক্ষকে বেছে নিয়েছেন। এবং অনেক জোড়ালো আবেদন থাকা সত্ত্বেও তিনি শূরাইয়াতের ব্যাপারে কখনো কোন ফতোয়া জারি করেন নি। না তিনি ইলমী দৃষ্টিকোণ থেকে একে অনুমোদন করেছেন , না তিনি শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত করেছেন।

একইভাবে তিনি আলমী শূরার পৃষ্ঠপোষকদের থেকে অনুদান গ্রহণ করেছেন এবং প্রকাশ্যে দাবি করেছেন এটা তিনি দারুল উলূমের ফায়দার জন্যই করেছেন। এভাবে তিনি দুটি মূলনীতিই অসম্মান করেছেন।

তাই তাঁর উপরে দায় এসেছে যে , এই দুই বিষয়ে তওবা করে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিবেন।

এছাড়াও, তিনি এবং মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে ইস্যুকৃত কথিত ফতোয়ায় দস্তখতকারীগণ মাওলানা সাদ সাহেবের কাছে মার্জনা প্রার্থনা করবেন। প্রকাশ্যে তাঁদের ইস্যুকৃত ফতোয়া প্রত্যাহার/রুজু করতে হবে , যেহেতু তাঁরা প্রকাশ্যে মাওলানা সাদ সাহেবকে অসম্মান করেছেন। এটাই ইনসাফের ন্যূনতম দাবি।

فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

যাঁরা ফতোয়া ইস্যু করেছিলেন তাঁদের উচিত ভুল স্বীকার করে নতুন ফতোয়া দেয়া।

হযরত উমার রদ্বিয়াল্লহু আনহু তাঁর গোলামকে একই শব্দ প্রতিশোধমূলক ভাবে ব্যবহার করতে অনুরোধ করেছিলেন যা তিনি গোলামকে বলেছিলেন, যেন দুনিয়াতেই হিসাব নিকাশ চুকে যায়। পঞ্চদশ শতকের উলামাকেরাম হযরত উমার রদ্বিয়াল্লহু আনহু থেকে উত্তম হতে পারেন না। তাই তাঁদের ক্ষমাপ্রার্থনার ঘোষণা আসলেও তা প্রকাশ্য জনসম্মুখে আসা উচিত।

"তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে দেয় , সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমি তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু। " (সূরাহ বাকারাহ: ১৬০) (বঙ্গানুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রহিমাহুমুল্লহ)

তওবা, ভুল সংশোধন, ভুল স্বীকার; এই সবকিছু বিবেচনা করুন, কে কোন বিষয়ে জবাব দিবেন?

মাওলানা সাদ সাহেবের বিতর্কে তাঁকে যেসব মাধ্যম ব্যবহার করে ঘোষণা দিতে বলা হয়েছিল, এখন মুফতী আবুল কাসেম সাহেবকেও অবশ্যই সেই একই মাধ্যমে বিস্তারিত বিষয়াবলী , ব্যাখ্যা এবং মাওলানা সাদ সাহেবের বয়ানের খুঁতশূন্যতার কথার বিস্তারিত বর্ণনা দিতে হবে। এর কম কোন ইউ টার্ন অথবা রুজু সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

মাওলানা সাদ সাহেবের ২৫ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখের রুজু একধরনের অনিচ্ছুক ভাবে গ্রহণ করা হয় এবং এই শর্তে যে এই ধরনের বয়ান ভবিষ্যতে সহ্য করা হবে না। আপনারা এটা বারবার বলবেন যে, আপনারা আপনাদের এই অবস্থানের উপরে অটল থাকবেন, যত বয়ানকারী আছেন, তাদের সকলকে নিজ নিজ বয়ানের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। [শুধুমাত্র মাওলানা সাদ সাহেব কেন?] বড়ই অবাক এই পৃথিবী!

দাওয়াতের মেহনতে আলেমদের সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্বঃ

হযরত উমার রদ্বিয়াল্লহু আনহু এক প্রজ্ঞাপূর্ন মন্তব্য করেন যে, আপনি যদি মুসলমানদের কল্যাণ চান, তাহলে তাদের দ্বীনের জন্য হরকত করার মধ্যে ব্যস্ত রাখুন এবং তাদের দ্বীনী মাহল তথা পরিবেশের সাথে জুড়ে রাখুন, যেহেতু এটা তাদের ভবিষ্যতের সাফল্য এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

ফুজাইল বিন আয়াজ রহমাতুল্লহি আলাইহি মসজিদে হারামে ইতিকাফ করছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন মোবারক রহমাতুল্লহি আলাইহি আল্লহর রাস্তায় ছিলেন। তাঁর ফিকির একটি বড়, বিখ্যাত আরবী নাশীদের আকারে ফুজাইল রহমাতুল্লহি আলাইহির নিকট পৌঁছাল যেন তিনিও (ফুজাইল)

আল্লহর রাস্তায় বের হন। "আপনার বায়তুল্লায় আল্লহর সামনে ইবাদাতের সৌরভ আল্লহর রাস্তায় মেহনতের পেরেশানী ও ঘামের সাথে তুলনার যোগ্যতা রাখে না।"

এই বার্তার লেখক কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারক রহমাতুল্লহি আলাইহি। তাঁর জামানায় তিনি ছিলেন সকল মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মুফতীদের ইমাম এবং ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহিমাহুমুল্লহদের উস্তাদ। তাঁরা দুজনই আব্দুল্লাহ বিন মোবারক রহমাতুল্লহি আলাইহি থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন।

এতগুলো বিষয়ের একজন মহান ইমাম নিজেকে আল্লহর রাস্তায় ব্যস্ত রাখতেন। ছয় মাস আল্লহর রাস্তায় থাকতেন , ছয় মাস দ্বীন শিখাতেন! আমাদের যুগের উলামকেরাম এবং যাকেরীনগণ যদি একটু মনযোগ দিতেন এবং এভাবে মেহনত করতেন! সন্দেহাতীত ভাবে তারাই দাওয়াতের কাজে জনসাধারণের নেতৃত্ব দিতেন এবং এই কাজের জিম্মাদারদের নিকটবর্তী থাকতেন; সকলের সংশোধনের ফিকির করতেন।

দাওয়াতের কাজে যারা অংশগ্রহণ করেন , তারা ভুল করতে পারেন। যারা ঘরে বসে থাকে, কোথাও যায় না, কারো সাথে মিশে না ; তাদের ভুলের মাত্রা খুবই কম। তাবলীগের লোকেরা সবসময়ই ভুল করেছে। কিন্তু আমাদের মহান আকাবির আলেমগণ সবসময়ই তাদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে এসেছেন এই অজুহাতে যে, তারা শিখছে। কারো প্রতি নরম ব্যবহার এবং মুহাব্বতই কেবলমাত্র তাকে সংশোধন করতে পারে। ক্ষমার জন্য বাহানা তালাশ করা, এটা আমাদের আকাবিরদের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্যের দোষ গোপন করা ছিল তাঁদের অভ্যাসের অংশ। তাঁরা

সবসময় মানুষের গুণের তারিফ করতেন , মূল্যায়ন করতেন এবং দোষ উপেক্ষা করতেন।

আজকাল এই বৈশিষ্ট্যগুলো অনুপস্থিত। মাওলানা সাদ সাহেবের অগণিত গুণসমূহের প্রতি দৃষ্টিনিবেশ করার পরিবর্তে তাঁর সম্ভাব্য কিছু ভুল খুঁজে বের করার চেষ্টা হচ্ছে। তারা এটা লক্ষ্য করছেন না যে , তাঁদের কর্মকান্ডের ফলশ্রুতিতে কি হচ্ছে – তাঁরা ভাবছেন না যে, তাঁদের ব্যক্তিগত এজেন্ডার কারণে সারা দুনিয়ার তাবলীগের সাথীদের কি হবে?

যারা সাধারণ, জানাশুনা কম , তারা এই ফিৎনার শিকার হয়ে মানসিক ভাবে দগ্ধ হচ্ছে। এই সাথীরা এখন কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। পরিশেষে দ্বীন এবং দ্বীনের মেহনত তাদের জন্য কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উলামাদের মিরাজ হল তাঁদের বাসীরত এবং ইলমঃ

কিছু লোকদের তৃপ্ত করে বাকিদের বিরোধিতা করার দ্বারা দেওবন্দের কিছু উলামাকেরাম বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ তাবলীগের সাথীদের সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। এটা কি তাঁদের ইলমের বাসীরত হতে পারে?

এই ফতোয়ার ভিত্তি মৌলিক উদ্বেগের কোন বিষয় ছিল না। বয়ান গুলোতে কোন কুফর, নিফাক বা বিদ্রোহের কোন ব্যাপার ছিল না। সর্বোচ্চ এতটুকু হয়েছিল যে, তাঁর বলার ধরণ বা টোনের মধ্যে হয়ত কিছু বাড়াবাড়ি ছিল।

বিরোধিতার কারণঃ

তাবলীগ এবং তাবলীগীদের বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা , খ্যাতি এবং প্রসারতা কিছু লোকের জন্য , আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে আহলে ইলমদের মধ্যে কিছু হযরতদের জন্য , অসহনীয় হয়ে উঠছে। তো , সুযোগ যখন মিলেছে ভিতরের বায়ু তো ফুলবেই। আমি ছেলে ভুলানো কোন আতা গাছে

তোতা পাখির গল্প লিখছি না। আমার কাছে সাক্ষ্য স্বরূপ আমার পাঠাগারে অসংখ্য বয়ানের কালেকশন রয়েছে।

হযরতজী মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লহি আলাইহির জীবনের একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল আহলে ইলমদের ডাটানী, শাসানী সহ্য করা এবং ধৈর্য্যের সাথে সেসবের উত্তর প্রদান করা। তাবলীগের সাথীরা যদি মালাইকাদের সিফাতও অর্জন করে তবুও তারা আহলে ইলমদের একটি অংশের কলম ও মুখ থেকে রেহাই পাবেন না। শুধু দারুল উলূমের দিকেই দেখুন না , এই ব্যাপারে সেখান থেকে কেমন প্রতিক্রিয়া আসছে!

পাকিস্তানী আলমী শূরার শঠতা ও দাজ্জালী ফিৎনার কারণে আজ সারা দুনিয়া জ্বলছে। এই আগুনে ঘি ঢেলেছে মাওলানা সাদ সাহেবের ব্যাপারে দারুল উলূমের অস্পষ্টতা। আজ পর্যন্ত তাঁরা মাওলানা সাদ এবং নিজামুদ্দিনের ব্যাপারে তাঁদের অবস্থান পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন নি, যাতে উম্মত আশ্বস্ত হতে পারে।

গত বছরের দারুল উলূমের মাসোয়ারাতে মাওলানা আব্দুল আলীম সাহেব রায় দিয়েছিলেন যে , মাওলানা সাদ সাহেবের ব্যাপারে সাম্প্রতিক যেসব হচ্ছে এ সংক্রান্ত সকল কিছু দারুল উলূমের ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে ফেলা উচিত। এ রায় গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। কারণ দারুল উলূমের কিছু শীর্ষ ব্যক্তিত্ব চাননি যে তাবলীগের সাথীরা শান্তিতে নিঃশ্বাস নিতে পারুক।

জনসম্মুখে অবস্থান পরিষ্কার করে একটি বয়ান দেয়া অসম্ভব হয়ে গেছে। কেননা মাফিয়া ধনিক গোষ্ঠী দারুল উলূমের উপর নিয়ন্ত্রণ খাটানোর প্রয়াস

পাচ্ছে। মৃত্যর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যদি চেতনা জাগ্রত থাকে , তখন একটি একটি ইশারা বা ইঙ্গিতও জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

আলমী শূরার সাথে সংশ্লিষ্ট দুই ডজন মানুষের মন জয় করার জন্য দারুল উলূমের শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ বিশ্বজুড়ে তাবলীগের সাথীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাবস্থা জারি করেছেন। এটাই কি বাসীরত ? সামান্য কয়েকটা গাছে পানি দেয়ার জন্য পুরো বাগান জ্বালিয়ে দেয়া কি বুদ্ধিমত্তার আলামত?

দেওবন্দ ও জমিয়তে উলামাঃ

১৯৮০ সালে দারুল উলূম দেওবন্দ ১০০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিমন্ত্রণ না পেয়েও হাজির হন। ১৫,০০০ হাই প্রোফাইল মানুষের বিরাট উপস্থিতি সহ এই জাঁকজমকপূর্ণ সম্মেলন দেখে হিংসায় তাঁর অন্তর জ্বলে যাচ্ছিল। তাঁর ইশারা পেয়ে কংগ্রেসের তৎকালীন ঘনিষ্ঠ মিত্র মাওলানা আস ’আদ মাদানী রহমাতুল্লহি আলাইহি দারুল উলূমের দীর্ঘ ৬০ বছরের পুরনো খাদেম , অক্লান্ত সৈনিক মুহতামিম ক্বারী তৈয়্যব সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহিকে প্রকাশ্যে তিরস্কার ও সমালোচনা শুরু করেন। মাওলানা আস ’আদ মাদানী এবং জমিয়তের সাথে কংগ্রেসের মিত্রতা মাঝে মাঝে এতই দৃষ্টিকটু ঠেকত যে নিন্দুকেরা তাঁকে পাপেট/পুতুল বলতেও পিছ পা হত না। ক্বারী তৈয়্যব সাহেবের বিরুদ্ধে তাঁর প্রকাশ্য অবস্থান এক পর্যায়ে সমমনা অন্যান্যদের দ্বারা কদর্য প্রোপাগান্ডায় রূপ নেয়।

এই প্রোপাগান্ডা এতই শক্ত ছিল যে অনেক মুখলিসিন ব্যক্তিও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যান , যেমন আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী , মাওলানা মনজুর নুমানী প্রমুখ। রহিমাহুমুল্লহ।

এরপর এক কালো রজনীতে শেষ পর্যন্ত ক্বারী তৈয়্যব সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহিকে ন্যাক্কারজনক ভাবে তাড়িয়ে দেয়া হয়। **২৩-০৩-১৯৮২|** এবং এর বিপরীতে রীতিবিরুদ্ধ কংগ্রেস অনুমোদিত এক অস্থায়ী কার্যকরী বোর্ড চালু করা হয়। (অনেকটা শূরার মত।) তখন বুযুর্গদের চোখ খুলে (মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী এবং মনজুর নুমানী। রহিমাহুমুল্লহ ।) তাঁরা গভীর আফসোস এবং লজ্জার সহিত এতই অনুতপ্ত হন , যে হায়াৎ থাকতে কখনোই দারুল উলূমে আর ফেরত আসেন নি।

ওহে আলমী শূরার দাবিদারগণ! একই ধরনের একটা আক্রমণ জমিয়তে উলামা হিন্দের উপরেও হয়েছে। ২০০৬ সালে মাওলানা আস 'আদ মাদানী রহমাতুল্লহি আলাইহির ইন্তেকালের পরে তাঁর ভাই এবং ছেলে জমিয়তের নেতৃত্ব নিয়ে একই ধরনের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা খেলেছেন। এ বিরোধ যেন মাওলানা আস 'আদ মাদানীরই উত্তরাধিকার। যাঁরা এসব নেতৃত্ব লোভের মধ্য আপাদমস্তক ডুবে আছেন , তাঁদের জন্য এই ঘটনা যথেষ্ঠ। বরং তার চেয়েও বেশী।

আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দাওয়াতের মোবারক মেহনতকে সকল ধরনের ফিৎনা থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

দারুল উলূম – মাদানী পরিবার এবং নিজামুদ্দিন ও মাওলানা সাদ সাহেব

ভারতের বাইরে যারা থাকেন তারা অনেকেই দেওবন্দের ঐতিহাসিক এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে আসলে কি ঘটেছে তার বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ।

আশির দশকের বিভক্তির পরে এর অবস্থা খুবই জটিল , যখন দারুল উলূমের তৎকালীন মুহতামিম আল্লামা কাসেম নানুতুবী রহমাতুল্লহি আলাইহির সুযোগ্য বংশধর ও উত্তরসূরি হাকীমুল ইসলাম মাওলানা ক্বারী

তৈয়্যব সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহিকে তৎকালীন মাদানী পরিবারের প্রতিনিধি মাওলানা আস 'আদ মাদানী রহমাতুল্লহি আলাইহির প্রচরণায় একদল ছাত্র অবরুদ্ধ রেখে নির্মম নির্যাতন করে। কষ্ট দেয়। [দারুল উলূমের ষাট বছরের নিরলস খাদেম ততদিনে প্রায় নবতিপর বৃদ্ধ। এমন একজন অসহায় বৃদ্ধও সেদিন কোন সহানুভূতি পাননি। ইমাম বুখারী , ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল সহ দ্বীনের বড় বড় খাদেমদের জীবনের শেষ দিন গুলো এমনই ছিল। দ্বীনের খেদমতের রাস্তা এমনই! যে যত বড় খাদেম সে তত বড় মজলুম!]

ঐতিহাসিক ভাবে এটা জানা আছে যে আশির দশকে যখন ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের ইন্ধনে বলপ্রয়োগ করে দারুল উলূম জবর দখল করা হয় , তখন সরকারের পক্ষ থেকে মাদানী পরিবারের উদ্দেশ্যে চিঠি যায় যে , আমরা দেওবন্দ আপনাদের দিলাম , আবার যখন ইচ্ছা ফেরত নিতেও সক্ষম।

বাংলাদেশেও মাদানী পরিবারের ব্যপক প্রভাব রয়েছে। অতি সম্প্রতি টঙ্গীর উদ্দেশ্যে মাওলানা সাদ সাহেবের ঢাকা সফরের সময় এই প্রভাব কাজে লাগানো হয়েছে।

বাংলাদেশে উলামাকেরামদের রাজনৈতিক অংশের ২০১২ - ১৩ সালের নাস্তিক বিরোধী গণ আন্দোলনের পরে সরকারের সাথে আলেমদের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। পরবর্তীতে এই সম্পর্ক উন্নতি করার জন্য মাদানী পরিবারের এই প্রভাব কাজে লাগানো হয়।

মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে মাওলানা আরশাদ মাদানী অন্যতম। তাঁদের দ্বারা প্রকাশিত ফতোয়া তথা

অজাহাত নামা যা ব্যপক ভাবে মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার ব্যপারে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে তা দারুল উলূমের চেতনার খেলাপ। দারুল উলূমের সিনিয়র মুফতীগণ কেউ এতে দস্তখত করেন নি। যে ছাড়া দারুল উলূমের অন্য অংশ(ওয়াকফ) তারাও এর সাথে একমত হননি। উত্তর প্রদেশের অন্যান্য বড় বড় ইলমের মারকাজ যেমন জালালাবাদ, নদওয়া বা সাহারানপুর তারাও এমন বক্তব্য কখনো দেননি।

তাই এসব প্রোপাগান্ডায় বিভ্রান্ত না হয়ে সম্পূর্ণ ব্যাপারটির নেপথ্যের রাজনৈতিক গতিবিধি বুঝতে চেষ্টা করুন।

সম্প্রতি দারুল উলূমের প্রিন্সিপাল মুফতী আবুল কাসেম সাহেব কাশ্মীরের কিছু উলামা কেরামদের কাছে ধরা পড়েন যে তিনি কিছু সত্য ভুল ভাবে উপস্থাপন করেছেন এই ব্যপারে যে , দারুল উলূম থেকে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর মাওলানা সাদ সাহেবের অংশ গ্রহণ বন্ধ করতে চিঠি যায় যা মুফতী সাহেব পরে কসম খেয়ে অস্বীকার করেন।

দারুল উলূম দেওবন্দের করুন দশাঃ

গত রমজানের পূর্বে দারুল উলূমের একজন দায়িত্বশীল হযরত এবং নিজামুদ্দিনের কয়েকজন বুযুর্গ মারকাজে লম্বা আলোচনা করেন।

দেওবন্দের হজরতঃ আমরা বিশ্বাস করি দারুল উলূম এবং মারকাজের মধ্যে হৃদ্যতা ও বোঝাপড়ার সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করা জরুরী। কারণ চলমান দূরত্ব দারুল উলূমের মর্যাদা ও সম্মান কমিয়ে দিচ্ছে।

মারকাজের বুযুর্গঃ আমাদের একটা প্রশ্নের জবাব দিন , যখন দারুল উলূম বা মাজাহেরুল উলূম বা জমিয়তে বিভেদ দেখা গিয়েছিল যা পরবর্তীতে

ভাঙন পর্যন্ত গড়ায় তখন কি আমাদের মুরুব্বীগণ বা কোন সাথী কি তাঁদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করেছিলেন?

দেওবন্দের হযরতঃ না, কখনো না।

মারকাজের বুযুর্গঃ আমাদের মতপার্থক্য গুলোও অভ্যন্তরীণই ছিল। আমরা আমাদের অসন্তুষ্ট বন্ধুদের অনুনয় বিনয় করে ফেরত নিয়ে আসতাম। দারুল উলূমের কি দরকার পড়েছিল এখানে হস্তক্ষেপ করার!

দারুল উলূমের ফতোয়া সারা পৃথিবীতে আমাদের অসম্মানিত করেছে , যুগ যুগ ধরে আমাদের মুরুব্বীদের কুরবানীসমূহ বিনষ্ট করেছে।

দেওবন্দের হযরতঃ তা ঠিক। আমাদের হস্তক্ষেপ করা উঠিত হয়নি। আমি মুফতী আবুল কাসেম সাহেবকেও ফতোয়া প্রদানের আগে দারুল উলূমের শূরা সদস্য এবং অন্যান্য দায়িত্বশীল আলেমদের সাথে পরামর্শ করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যেভাবেই হোক , এই ব্যাপারে এই প্রক্রিয়ার ব্যত্যয় হয়েছে। এবং অনেক তাড়াহুড়া করা হয়েছে। আমি তাড়াহুড়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন যে , ফতোয়া না দিলে তাকে পিটানো হত।

আমি তাঁকে আরো জিজ্ঞেস করলাম , কোন এমন শক্তি , যারা আপনাকে এভাবে ব্যবহার করলো ? তিনি উত্তর দেন , "আমি বলতে পারবো না , অসুবিধা আছে।"

মারকাজের মুরুব্বীঃ আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিন। আমরা পুরোপুরি সহযোগিতা করব।

এরপর দুআ অনুষ্ঠিত হয় এবং আলোচনা শেষ হয়।

মুফতী আবুল কাসেম এবং মাওলানা আরশাদ মাদানী সাহেবদের পলিটিক্স ও দ্বিচারিতা

দ্বিচারিতাঃ

○ **প্রথম দ্বিচারিতা** – তাঁরা দুজনেই মৌলভী শাহিদ হাকিমী সাহেবের সহযোগিতায় এই ফিৎনা শুরু করেন এবং একে জীবন্ত রাখেন।

○ **দ্বিতীয় দ্বিচারিতা** – সমগ্র বিশ্বের বিবেকবান মানুষ তাঁদের জিজ্ঞেস করে যে কেন এটা করলেন ? তাঁরা উত্তর দেন , "মাওলানা সাদ সাহেব এই বলেছেন, সেই বলেছেন... ইত্যাদি ইত্যাদি।"

যখন সারা দুনিয়ার আলেমগণ সততা ও ভারসাম্যের মানসে এদিকে মনোযোগী হলেন , মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের জবাব দিলেন, তখন অভিযোগকারীগণ বলা শুরু করেন যে , তাঁরা কোন পক্ষের (আলমী শূরা বা ইমারত) সাথে জড়িত নন। [দুই পক্ষের মধ্যে যখন একপক্ষ সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী , আরেক পক্ষ সম্পূর্ণ শরীয়ত সম্মত, তখন নিরপেক্ষ থাকার অনুমতি শরীয়ত দেয় কিনা এটাও ফতোয়ার একটা বিষয় হতে পারে।]

○ **তৃতীয় দ্বিচারিতা** – যখন বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধি দল জিজ্ঞাসা করেন যে, মাওলানা সাদ সাহেবের টঙ্গী ইজতেমায় অংশ গ্রহণ মুনাসিব কিনা তখন মুফতী আবুল কাসেম সাহেব উত্তর দেন , "আমরা শুধু চাচ্ছি তিনি প্রকাশ্যে জনসম্মুখে রুজু করুন। একবার এটা হয়ে গেলে তখন আপনাদের মর্জি তিনি টঙ্গী যাবেন কি যাবেন না।"

২৫ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে হায়াতুস সাহাবার তালীমের পরে , মাওলানা সাদ সাহেব তাঁদের হুবহু পরামর্শ মাফিক রুজু করেন। ঐ প্রতিনিধি দলও তাঁদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। (অডিও রয়েছে)

○ **চতুর্থ দ্বিচারিতা** – এরপরে মুফতী আবুল কাসেম বাংলাদেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি লিখেন যে, "আমরা মাওলানা সাদ সাহেবের রুজুর উপরে সন্তুষ্ট নই এবং তিনি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত থেকে প্রান্ত সীমায় আছেন। তাই আপনাদের দায়িত্ব তাঁকে টঙ্গী ইজতেমায় বাধা দেয়া। " এর উপরে ভিত্তি করেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সাদ সাহেবকে ফেরত পাঠানো হয়।

মাওলানা আরশাদ মাদানী সম্পূর্ণ ব্যাপারে মুফতী আবুল কাসেম সাহেবকে পূর্ণ সমর্থন দেন। তিনি ভারতেই থাকেন , তবে তার ভাই মাওলানা আসজাদ মাদানীকে বাংলাদেশে পাঠান। এবং বিভিন্ন মজমাতে হাজির হয়ে সাদ সাহেবের বিরোধীদের সহযোগিতার (মাওলানা সাদ সাহেবের আগমন বাধাগ্রস্থ করা) দায়িত্ব দেন।

এছাড়া বাংলাদেশের মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকদের রাস্তায় নামতে তিনি তাঁর ভাইকে ব্যবহার করেন।

অন্যদিকে দেওবন্দ থেকে অফিসিয়ালি তাঁরা বলেন যে , নিরপেক্ষ। ব্যক্তি পর্যায়ে পাকিস্তানী আলমী শূরার পক্ষে কাজ করেছেন , অন্যদেরও তাদের পক্ষে কাজ করিয়েছেন।

মুফতী আবুল কাসেম এবং মাওলানা আরশাদ মাদানী সাহেব!

সাধারণ মানুষ আপনাদের দুজনের থেকেই নিচের প্রশ্নগুলোর সত্য সত্য উত্তর চায়।

- যখন ইসলামের কোন বিচারক বা ফয়সালের উপরে নির্ভরতা মিথ্যার অভিযোগ দ্বারা কলুষিত হয় তখন তাঁকে কসমপূর্বক শপথ নিতে হয়, যাতে জনগণের সামনে সম্পূর্ণ ব্যপার পরিষ্কার হয় এবং তাঁর উপর মানুষের আস্থা পুনঃস্থাপিত হয়। এমন শপথ গ্রহণ শরীয়ত বিরুদ্ধ নয়।
- যে চারটি অভিযোগ আপনাদের বিরুদ্ধে উঠেছে এগুলো কি মিথ্যা ? তাহলে শপথ করুন। এবং উপরের অভিযোগগুলো অস্বীকার করে আমাদের নিশ্চিন্ত করুন।
- এটা এ কারণে যাতে এসব বিষয়ে সাধারণ মানুষের ভাবনা কলুষ মুক্ত হয়। অন্যথায় এ কথা প্রমাণিত হবে যে , আপনারা সাধারণ মানুষকে ঠকিয়েছেন।

আমরা আপনাদের প্রতিক্রিয়ার আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আমরা টঙ্গী ইজতেমার ২য় ধাপের আগেই আপনাদের উত্তর চাই, অন্যথায় আমরা নিজেরাই এর উত্তর খুঁজতে লেগে যাব। [এই কিস্তিটি গত টঙ্গী ইজতেমা চলাকালীন। এর কোন উত্তর তারা দেন নি। যদিও মুফতী আবুল কাসেম হাফিজহুমুল্লহ পরবর্তীতে কাশ্মীরের কিছু আলেমদের সামনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর চিঠির কথা অস্বীকার করেন। কিন্তু এ সংক্রান্ত আরো বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হওয়ায় কাশ্মীরের আলেমগণ অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিস্তারিত পরে অন্য এক অধ্যায়ে আসছে।]

বড়ই পরিতাপ ও অবাক করার বিষয় যে, মাওলানা সাদ সাহেব যা বলেন তাই সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করা হয় এবং ফলশ্রুতিতে ফতোয়া হিসাবে জারী হয়। অথচ কথিত আলমী শূরার লোকজন প্রকাশ্য জনসম্মুখে পরিষ্কার

ইসলামী বিরোধী কম্যুনিস্ট তত্ত্ব, কঠোর ইসলাম বিদ্বেষী স্ট্যালিন, লেনিনের ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল (যা আরবীতে লিখলে হুবহু আলমী শূরাই হয়) সমর্থন ও চালু করতে চাচ্ছেন।

প্রায় দুই বছর যাবৎ মৌনতা অবলম্বনের দ্বারা প্রকারান্তে দারুল উলূম এই কম্যুনিস্ট তত্ত্বকে মৌন সমর্থন করছেন। তাই এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে মুফতী আবুল কাসেম সাহেব, মুফতী মুস'আব বিন প্রফেসর আব্দুল মান্নান, মুফতী যায়েদ, মাওলানা আরশাদ মাদানী এবং মুফতী সাঈদ পালানপুরী হাফিজহুমুল্লহ তাঁরা সকলেই বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে প্রকারান্তরে এই আলমী শূরা এবং এদের ইশতেহারের বৈধতা দিতে ইচ্ছুক।

দারুল উলূমের কাছে আমাদের বিনীত আরজ , আপনারা আপনাদের নিরপেক্ষতার পরিচয় দিন। আলমী শূরার ব্যাপারেও ফতোয়া জারি করে সাধারণ উম্মতকে সন্দেহ মুক্ত করুন।

বাংলাদেশে দারুল উলূম এবং এর হযরতদের নাম ভাঙিয়ে সত্য মিথ্যা বিভিন্ন রকম তথ্য মিশিয়ে একের পর ফিৎনা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে ভারত, বৃটেনসহ বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন আলেম ও সাথীরা বারবার ফোন করে দারুল উলূমের হস্তক্ষেপ কামনা করে সহায়তা চেয়েছেন। কিন্তু তাঁরা বরাবরই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় , এখানে তাঁদের কোন দায় নেই, তাঁদের কিছু করার নেই , তাঁরা কোথাও বাধা দিচ্ছেন না বা কোন উস্কানি দিচ্ছেন না ইত্যাদি ইত্যাদি বলে এড়িয়ে গেছেন। অনেক সাথী এটাই অনুরোধ করেছিল যে , শুধু এই কথাগুলোই দারুল উলূমের প্যাডে লিখিত দিন। কিন্তু তাঁরা রাজি হননি। এখন যদি কোন সাথীর অন্তরে এই বদগুমানি আসে যে, তাবলীগের সমস্যা সমাধান হোক এটা মুফতী আবুল

কাসেম সাহেব চান না , তাহলে এর দায় কি শুধুই ঐ সাথীর ? মুফতী আবুল কাসেম সাহেবের কি কোনই দায় নেই?

গত এক বছরে মাওলানা সাদ সাহেবের কোন বয়ানে এমন একটা কথাও পাওয়া যায় নি যার দিকে আঙ্গুল তোলা যায়। একমাত্র ব্যতিক্রম কুকুর ও বাঘের কূটতর্ক। এটাকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। অথচ এটাকেও ভুল হিসাবের নির্দিষ্ট করার উপায় নেই। কারণ আরবী অভিধান এবং অনেক প্রকৃত ও আদি মুফাসসীর থেকেও এমন রেফারেন্স এসেছে। [মাওলানা আরশাদ মাদানী হাফিজহুমুল্লহ এটা স্বীকারও করেছেন যে এটা তর্কের কোন বিষয় নয়। অথচ এই একই কথা তাঁরা লিখিত দিবেন না।]

এক হাদীসে রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দুআর উল্লেখ আছে যা তিনি উৎবাহ এর বিরুদ্ধে করেছিলেন। "হে আল্লহ! আপনি কুকুরসমূহের মধ্যে একটি কুকুর তার জন্য নিযুক্ত করে দিন। " একদা এক তাঁবুতে উৎবাহ অবস্থান করতেছিল। রাতে একটি বাঘ এসে তাকে মুখের গ্রাস বানায়। এখানে বাঘই বুঝানো হয়েছিল , কুকুর নয়। কিন্তু এই কথিত জমহুর অভিযোগকারীগণ তা মানতে রাজি হন নি। মাওলানা সাদ সাহেবও এই তাফসীর থেকে পরে রুজু করেছেন, বিরত হয়েছেন।

হায়াতুস সাহাবার তালীমের পরে আকাবিরদের আপত্তিকৃত সকল বক্তব্য থেকে রুজু করেছেন। (অডিও রয়েছে)। একমাত্র মুফতী আবুল কাসেম সাহেব ছাড়া সকলেই এখন এই ইস্যু ক্লোজ হিসাবে বিবেচনা করছেন।

[এ সব কিছু সত্ত্বেও] মুফতী আবুল কাসেম , মাওলানা আরশাদ মাদানী , জমিয়তে উলামা এবং রায়বেন্ডের রাগের কোন হেরফের হয়নি। কারণ তারা তাদের বানানো জিনিস - আলমী শূরা থেকে দূরে সরতে পারেন নি।

ফলাফল যা দেখতে পাচ্ছি তার উপরে ভিত্তি করেই বলছি , এই তিন প্রতিষ্ঠান আসলে মাওলানা সাদ সাহেবের থেকে 'রুজু' চান না , তারা চান কথিত আলমী শূরার দিকে তাঁর 'রুকু' । তিনি অসংখ্য রেফারেন্স দেখিয়েছেন [আরশাদ মাদানী সাহেবের নিজামুদ্দিন সফরকালে ২৭টি শুধুমাত্র আরবী তাফসীরগ্রন্থ দেখিয়েছেন।] তাদের হুবহু পরামর্শ মোতাবেক বহুবার রুজু করেছেন। সব বেকার সাব্যস্ত হয়েছে। [মূল কথা, তিনি 'রুকু' না করা পর্যন্ত তার 'রুজু' কবুল হবে না।]

এমন নিপীড়ন মূলক একগুঁয়েমি আর কিভাবে ব্যাখ্যা করব? টঙ্গী ইজতেমা ঘিরে যা কিছু হয়েছে এগুলো কি কোন আলেম তথা ওয়ারিশে আম্বিয়ার কাজ হতে পারে? সাধারণ মানুষদের ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় অবরুদ্ধ রেখে আলেমগণ সাধারণ মানুষের কাছে কি বার্তা দিলেন? দেওবন্দের হযরতগণ একটু ব্যাখ্যা দিবেন কি?

দারুল উলূমের পক্ষ থেকে মাওলানা সাদ সাহেবের ইমারতের ব্যাপারে এমন বৈরী অবস্থানের প্রেক্ষিতে মাজাহেরুল উলূম সাহারানপুর আলাদা হয়ে যায়। তাঁরা ইমারজেন্সি মিটিং ডাকেন এবং সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা মাওলানা সাদ সাহেব এবং নিজামুদ্দিনের সাথেই ঐক্যবদ্ধ থাকবেন।

রায়বেন্ড মারকাজের আলমী শূরা গং যেভাবে দারুল উলূমকে ঘিরে ‘পলিটিক্স’ করেঃ

পাকিস্তান ভিত্তিক কথিত ‘আলমী শুরা’ গং এর রাজনৈতিক অর্জনঃ

১. আলমী শূরা গঠন, যা মাওলানা সাদ সাহেব গ্রহণ করেন নি।

২. তারা দারুল উলূম দেওবন্দের দারুল ইফতাকে চাপ প্রয়োগ করে মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করতে।

৩. এই ফতোয়াকে কেন্দ্র করে দারুল উলূমের প্রতি মানুষের আবেগ অপব্যবহার করে দুনিয়াব্যাপী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

৪. এই বিদ্রোহী গোষ্ঠী মাওলানা সাদ সাহেবকে ব্ল্যাক মেইলিং করে যে...

- আলমী শূরা গ্রহণ করুন , অন্যথায় দেওবন্দের ফতোয়া মোকাবেলা করুন।
- যদি আপনি শূরা কবুল করেন , ফতোয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।
- তারা দারুল উলূম দেওবন্দকেও অপেক্ষা করতে বলে যে , ‘আলমী শূরা’ গ্রহণ করা হবে হয়ত। কিন্তু যা হয়নি। কিয়ামত পর্যন্ত হবে না , ইনশাআল্লহ।

আমরা দারুল উলূমের হযরতদের প্রতি আবারো অনুরোধ জানাচ্ছি , আপনারা বার বার দাবি করেছেন যে, আপনারা শূরা ইমারত বিতর্কে কোন পক্ষের সাথে নেই। আপনাদের মাওলানা সাদ সাহেবের কিছু কথার উপরে শুধুমাত্র আপত্তি ছিল , সেগুলোই লিখিত ভাবে জানিয়েছেন মাত্র। তাহলে নিরপেক্ষতার প্রমাণ স্বরূপ আলমী শূরা ধারণাটিই যেখানে সম্পূর্ণ ইসলাম

বিরোধী এবং ইসলাম ধ্বংসকারী কম্যুনিস্টদের থেকে আমদানিকৃত , সেখানে আপনাদের আপত্তি নেই কেন ? নাকি আপনারা একে শরীয়ত সম্মত মনে করেন ? সেক্ষেত্রে আপনাদের অবশ্যই শরীয়তের আলোকে আলমী শূরা তথা ওয়ার্ল্ড কাউন্সিলের আইনগত ভিত্তির ব্যাপারে ফতোয়া দিতে হবে।

আপনাদের নিরপেক্ষতার দাবি সত্ত্বেও কথিত আলমী শূরা ও তাদের সমর্থকদের পক্ষ থেকে বার বার আপনাদের তথা দারুল উলূমের দোহাই দেয়া হচ্ছে। আপনারা এর প্রতিবাদে আলাদা করে পরিষ্কার ভাষায় কেন বক্তব্য দিচ্ছেন না? এগুলো কি আপনাদের নিরপেক্ষতার খেলাপ নয়?

আপনারা মাওলানা সাদ সাহেবের রুজু কবুল করে দেয়া বক্তব্যের সাথে অস্পষ্ট ভাবে আরো কিছু অভিমত জুড়ে দিয়ে ছিলেন যে , মাওলানা সাদ সাহেবের বিষয়ে আরো নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে , নতুবা গোমরাহীর আশঙ্কা রয়েছে। যদিও আপনাদের এই অভিমতের সাথে দেওবন্দের সিনিয়র মুফতীগণ এবং ভারত বর্ষের সিনিয়র উলামা ও ইলমের মারকাজসমূহ কেউই একমত হননি। তবুও এটাকে নিজেদের মত ব্যাখ্যা করে কথিত আলমী শূরাদের পক্ষ থেকে সারা দুনিয়াতে অনেক ফিৎনার চেষ্টা হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন, এই এক বছরে মাওলানা সাদ সাহেবের এক কুকুর বনাম বাঘ বিতর্ক বাদে (যদিও প্রকৃত অর্থে এটা বিতর্কিত কোন বিষয় নয়, বরং এর পক্ষে শক্তিশালী দলীল রয়েছে) কোন বয়ান নিয়ে শীর্ষ আলেমদের পক্ষ থেকে আপত্তি উঠেনি। আপনারা এখন নিশ্চুপ কেন? কেন বলছেন না যে , মাওলানা সাদ সাহেবের সাম্প্রতিক বয়ানগুলোর দিকে আঙুল তোলারও অবকাশ নেই?

তাহলে কি রুজু নয় বরং আলমী শূরার দিকে রুকুই আপনাদের উদ্দেশ্য ? আপনাদের অবশ্যই সাধারণ মানুষদের স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় আপনাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে হবে।

আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিদর্শনঃ

দেওবন্দ থেকে ভাই জুনাইদ সাহেব স্বপ্নে দেখেছেন , তিনি কোন এক ব্যাপারে ফতোয়া জানতে দারুল উলূমের দিকে যাচ্ছিলেন। প্রচণ্ড কুয়াশা। পথে কম্বল জড়ানো একজনকে দেখতে পেলেন।

নিকটবর্তী হতেই বুঝলেন তিনি রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দারুল উলূম যেতে নিষেধ করে বললেন, সেখান থেকে নেয়ার কিছুই নেই। বরং নিজামুদ্দিন যাও।

লন্ডনের এক আল্লহ ওয়ালা ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেন , তিনি ইজতেমার মত একটি মজলিসে ছিলেন। রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেই মজমায় ছিলেন। তিনি নিজ হাতে এক ছেলেকে ধরে জবাই দেন। সাথীরা ভয় পেয়ে যায়। তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে আমাকে (মাওলানা মেহবুব সাহেব দামাত বারকাতুহুম) ফোন দেন ব্যাখ্যা জানতে। আমি তাকে বললাম ভয় পাবার কিছুই নেই। এটা আসলে কোন বালক নয়। এটা ছিল ছোট। অর্থাৎ নব গঠিত আলমী শূরা। রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শয়তান জবাই দিয়ে দিয়েছেন। কারণ এই ফিৎনাও নির্দয় ভাবে উম্মতের ঐক্য জবাই করেছিল | স্বপ্নটির এই ব্যাখ্যা অনুসারে , তাহলে খুব শীঘ্রই এই ফিৎনা তার উদ্ভাবকদের সহ জবাই হয়ে যাবে।

আরেকটি স্বপ্নের কথা আমরা কয়েকবারই আলোচনা করেছি। রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাওলানা আহমাদ লাট সাহেবের ব্যাপারে

বলছেন যে, সে আমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছে , কেউ কি নেই খেয়াল করার মত! (মনে হচ্ছে , নাউযুবিল্লাহ, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান ও মর্যাদার উপরে মাওলানা লাট সাহেবকে সম্মান দেয়া হচ্ছে , কেননা রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপরে মাওলানা লাট সাহেব সমর্থিত আলমী শূরা প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চলছে।)

প্রায় একবছর আগে এই স্বপ্ন দেখা হয়েছিল। মাওলানা লাট সাহেবের একটা অভ্যাস ছিল কয়েকমাস পরপরই উমরাতে যাওয়া। কিন্তু এরপর আজ যাওয়া হয়নি। এখানে একটা ব্যাপার তো অবশ্যই আছে।

[নোট] মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব হাফিজহুমুল্লহ তাঁর চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীত গত এক বছর উমরাতে না গেলেও , বর্তমানে (আগস্ট ২০১৮) তিনি হজে রয়েছেন। বিভিন্ন কারগুজারী আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় পেয়েছি। এবারের সফরে তিনি বেশ অন্য রকম ছিলেন। বিভিন্ন বয়ানাত ও মুজাকারাতেও ইখতিলাফী আলোচনা আসেনি বললেই চলে। তাঁদের পক্ষ থেকে এক জামাত হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেব দামাত বারকাতুহুমের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ ও আন্তরিক মোলাকাত হয়েছে বলে বিভিন্ন whatsapp গ্রুপ থেকে খবর পেয়েছি। বিস্তারিত কারগুজারী জানার চেষ্টা চলছে। কিছু কারগুজারী ইতিমধ্যেই হয়ত বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় পেয়ে থাকবেন।

তাবলীগের নিজস্ব বিষয়ে বহিরাগতদের মাথা গলানোঃ

এটা বড়ই অবাক করার ব্যাপার যে , তাবলীগের মানুষগুলো খানকাহ বা মাদ্রাসার প্রশাসনিক বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করে না , তা সত্ত্বেও উলামা মাশায়েখগণ তাবলীগের ব্যাপারে তাঁদের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করতে চান

এবং এই কাজে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে বেশ তৎপর। শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন আচরণ একদিকে যেমন যথাযথ নয়, তেমনি গ্রহণযোগ্যও নয়।

পাকিস্তানী আলমী শূরাদের অবশ্যই তাদের অন্তর থেকে আবরাহার জযবা হঠাতে হবে, অন্যথায় আবাবীলের মুখোমুখি হবার জন্য তৈরি থাকতে হবে।

কথিত আলমী শূরার পাকিস্তানের সদস্য মাওলানা এহসান সাহেব এবং ইয়ামীন সাহেব বাংলাদেশে তাঁদের প্রতিনিধি এবং কথিত শূরার সদস্য কারী যুবায়ের সাহেবের নিকট সংবাদ পাঠান যে , আমরা আসছি, এরপরে মাসোয়ারা করব | ততক্ষণ পর্যন্ত মাওলানা সাদ সাহেবকে কাকরাইলে আসতে দিবেন না। এই অশুভ বার্তার অডিও বেশ কিছুদিন উন্মুক্ত ছিল। ড. নাদীম সাহেব এটা প্রচার করেছিলেন।

প্রতিহিংসাকারীদের ব্যাপারে আল্লহ তায়ালার সিফাতঃ

কথিত আলমী শূরার লোকজন বাংলাদেশের সাধারণ আলেমদের প্রলুব্ধ করেছে এবং এভাবে তারা তাদের জীবন কঠিন করতে বদ্ধপরিকর। এটা সবারই জানা আছে যে , বাংলাদেশে কয়েকমাস আগেও আলেমগণ কঠিন অবস্থা পার করেছেন। এরপরও তাঁদের চোখ খুলেনি। তাঁরা বারংবার অন্যদের প্রতারণার কবলে পড়েছেন। চলতি ইস্যুতেও তাঁরা একই ধরনের সমস্যায় পড়তে যাচ্ছেন। এভাবে তাঁরা নিজেদের সমস্যায় ফেলতে উঠে পড়ে লেগেছেন। [এভাবে আলমী শূরার ফাঁদে পা দেয়ার কারণে ইতিমধ্যেই সাধারণ তাবলীগের সাথী এমনকি সাধারণ মানুষের কাছেও তাদের ব্যপক সম্মানহানি হয়েছে।]

মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা সাহেবের ইস্তিখারাঃ

নিজামুদ্দিন ত্যাগ করবেন কিনা , এ ব্যাপারে মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব ইস্তিখারা করেছেন বলে দাবি করা হচ্ছে এবং তিনি মুফতী সাঈদ পালানপুরী এবং অন্যান্য কয়েকজনের সাথে মাসোয়ারা করেন। হাফিজহুমুল্লহ। তাঁরা তাঁকে মারকাজ ত্যাগ করতে বলেন , তাই তিনি মারকাজ ত্যাগ করেন!

দাওয়াতের কাজের ব্যাপারে মাসোয়ারা অভিজ্ঞ দাঈদের সাথে করাই উচিত। মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব মাসোয়ারা করেছেন মুফতী সাঈদ পালানপুরীর সাথে, যদিও একথা সারা দুনিয়া জানে মুফতী সাহেব একদিন সময়ও কখনো তাবলীগে দেননি।

হাজী মুসা বাবর রহমাতুল্লহি আলাইহি বলেছেন , *"যখন সাঈদ পালানপুরী ফারেগ হন , আমি তাঁকে হযরতজী মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লহি আলাইহির নিকটে নিয়ে গেলাম। হযরতজী তাঁকে জিজ্ঞেস করেন , মুফতী সাহেব কখনো তাবলীগে গেছেন নাকি ? মুফতী সাহেব উত্তর দেন , না! ভবিষ্যতেও কখনো যাওয়ার ইচ্ছা নেই।"*

যদি তিনি মুফতী সাহেবের কাছে ফিকাহের কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতেন তাহলে না হয় বুঝতাম!

এই মুফতী সাহেবের সাথে তাবলীগের কি সম্পর্ক ? তিনি হুকুম করলেন এই মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব তামীল করলেন!

যদি তিনি কোন প্রকৃত দাঈর সাথে মাসোয়ারা করতেন , তাহলে দাঈ কখনো তাঁকে মারকাজ ত্যাগ করার পরামর্শ দিতেন না।

খবিসা আলমী শূরা এবং দারুল উলূম দেওবন্দঃ

এই খবিসা আলমী শূরা দারুল উলূমকেও কাদায় নামিয়েছে। তারা নিজেদের স্বার্থে দেওবন্দকে ব্যবহার এবং অপব্যবহার করেছে। এবং মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে ফতোয়া বের করার ব্যবস্থা করে। তবে তাবলীগের সাথে জড়িত আলেম এবং বাইরের আরো কিছু উলামায়ে হকের পক্ষ থেকে মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে ইলম সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ বিশ্লেষণ করা হয় এবং অভিযোগসমূহ খণ্ডন করে প্রমাণ করা হয় যে, কুরআন এবং হাদীসের রেফারেন্সগুলো বরং সাদ সাহেবের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। আজ পর্যন্ত দারুল উলূমের মুফতী সাহেবগণ এই উত্তর প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি।

আমরাও বহুবার তাঁদের কাছে অনুরোধ করছি যে , যদি এই উত্তর গুলো সঠিক হয় তাহলে আমাদের সমর্থন করুন, যদি ভুল হয় প্রত্যাখ্যান করুন। কিন্তু তাঁরা চুপ থেকেছেন।

এই আলমী শূরা কম্যুনিস্ট মতবাদেরই একটি নেক সুরত। উলামায়ে হকের দ্বারা এ কথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরা তাঁদের বয়ান এবং লিখনীর দ্বারা প্রমাণ করেছেন , কেন এই শূরার ধারণা প্রত্যাখ্যাত। এই শূরা ইতিমধ্যেই ধসে পড়েছে এবং ধূলা হয়ে উড়ে যাওয়ার পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক এর সাথে তারা দারুল উলূম দেওবন্দের মান , মর্যাদা, সম্মান এবং গ্রহণযোগ্যতাও ডুবিয়েছে।

শুরুতে মাওলানা আরশাদ মাদানী সাহেব তাদের অনেক সমর্থন করেছেন এবং সাদ সাহেবকে অবজ্ঞা করেছেন। যেমন সে নাদান বাচ্চা। তাঁর জ্ঞান কাঁচা, এখনো অনেক শিখতে হবে , ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন তিনি নিজেই

তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছেন যে , ৯৫% ভাগ তাবলীগের সাথী এবং মুহিব্বিনদের মধ্যেই দারুল উলূমের মর্যাদা আর আগের মত নেই। (এর মূল কারণ ছিল , মাওলানা আরশাদ মাদানীর পূর্বের মন্তব্য এবং মুফতী আবুল কাসেম সাহেবের অসুন্নতের ফতোয়া। হাফিজহুমুল্লহ।)

মাওলানা আরশাদ মাদানী, মুহতারাম! একটু নিচে নামুন। এরপর কিছু কথা বলুন। দেখুন ঐ সমস্ত সাথীরা , তাবলীগ যাদের হৃদয় — তাবলীগ যাদের আবেগ , কিভাবে আপনাদের এবং দারুল উলূমকে মাথায় করে রাখে! [দারুল উলূম এবং আলেমদের অসম্মান আপনারাই করেছেন। তাবলীগের সাথীরা দারুল উলূম এবং আলেমদের যে সম্মান দিয়েছে বা এখনো রাখে, তা অনেক আলেমদের মধ্যেও বিরল।]

তাবলীগই সেই মেহনত যা আপনাদের মাদ্রাসাসমূহ ছাত্র দ্বারা এবং খানকাহ যাকেরীন দ্বারা ভর্তি করে দিয়েছে — আপনারা যারা রাজনীতি করেন তাদের সমর্থক বাড়িয়ে দিয়েছে। এই মেহনতই আপনাদের আলেম ও ক্বারী সাহেবদের জন্য নিত্য নতুন মসজিদ ও মক্তব কায়েম করেছে।

তাবলীগের সাথীরা পৃথিবীর যে কোনাতেই গিয়েছে সেখানেই দেওবন্দের মাসলাক প্রতিষ্ঠা করেছে।

এটা এমনই এক বাস্তবতা যা আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন না।

ইখলাস এবং সব কিছু শুধুমাত্র আল্লহর জন্য করাঃ

ফতোয়া এবং জাহর ওয়া তা'দীলের ক্ষেত্রে, যাবতীয় বিশ্লেষণের ভিত্তি হল, আদব ও উসূলের পাবন্দী এবং ইখলাস তথা একমাত্র আল্লহর জন্য হওয়া।

যদি আমাদের মুফতী সাহেবগণ আসলেই এ ব্যাপারে অবগত থেকে থাকেন মাওলানা সাদ সাহেব বহু বছর যাবৎ আপন বয়ানে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন সব কথা বলে আসছেন যা সংশোধন জরুরী তবে তো তাঁদের তখনই সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া উচিত ছিল।

কেন আপনারা সুদীর্ঘ বিশ বছর চুপ রইলেন? বিশ বছর তো কোন মামুলী ব্যপার নয়।

কেন মাওলানা আরশাদ মাদানী এবং মুফতী আবুল কাসেম সাহেব এত লম্বা সময় অন্ধ ছিলেন?

কেন তারা যখনই এই ইস্যু উঠেছে তখনই যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হলো না? [তাহলে আপনাদের ভাষ্যমতে মুর্খতাপ্রসূত কথাবার্তা ছড়ানোর কাজে চুপ থেকে আপনারাও কি সহযোগী হন নি? শরীয়ত কি বলে?]

আসল কথা বর্তমানে মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে শূরাইয়াতের নামে একটি গ্রুপ তৈরী হয়েছে। তারা দারুল উলূমের কথিত ফতোয়া অপব্যবহার করে কিছুদিন মাঠ গরম করে যখন কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হয়, তখন তারা বাংলাদেশের কিছু উলামা কেরামদের ম্যানেজ করেছে নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য।

এই বিশ বছর কি ঘুমিয়ে ছিলেন? সকলেরই ঘুমিয়ে ছিলেন? একজনও কি জাগ্রত ছিলেন না ? এখন ঘুম থেকে জেগেই আড়মোড়া ভেঙে একেবারে হইচই লাগিয়ে দিয়েছেন! এত বছর পরে বয়ান নিয়ে এতো খুঁতখুঁতানীর একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে যে , আপনাদের এই বয়ানের শুদ্ধতা বিচার বা দেওবন্দের মাসলাক নিয়ে মরাকান্না , এ সব কিছুই লোক দেখানো।

আপনারা কথিত আলমী শূরাদের সাথে গোপনে আঁতাত করে মারকাজ এবং ইমারত ধ্বংসের পাঁয়তারায় লিপ্ত হয়েছেন।

আপনাদের উদ্দেশ্য কি আলমী শূরার নাম নিয়ে কম্যুনিস্ট মতাদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা?

হযরত মাওলানা থানুভি রহমাতুল্লহি আলাইহির নামে ব্ল্যাকমেইলিং

দুঃখজনক যে, কোন সফলতা অর্জন করতে না পেরে মুফতী সাহেবরা হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লহি আলাইহির কিতাব মুয়ালাআ শুরু করেছেন, যাতে সেখান থেকে কোন ক্লু পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত এক মুফতী সাহেব ঘোষণা করে দিলেন ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহির বাণী – মেহনত আমার, ইলম থানভী রহমাতুল্লহি আলাইহির।

কিন্তু হযরতজী ইউসুফ রহমাতুল্লহি আলাইহি যখন জিম্মাদার হলেন , তিনি থানুভি রহমাতুল্লহি আলাইহির স্থলে তাঁর সকল মনযোগ হযরত সাহাবা কেরাম রদ্বিয়াল্লহু আনহুর উপরে দিলেন। তখন কোন মুফতী সাহেব এই ফতোয়া দেননি যে , হযরতজী! আপনি মুরুব্বীদের নাহাজ হতে সরে গেছেন। এখন বর্তমান হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেব পুরোপুরি ভাবে তাঁর দাদাজান মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লহি আলাইহির নকশা কদম অনুসরণ করছেন, তখন আপনারা মুফতী সাহেবগণ কেন তাঁর ব্যাপারে ফতোয়ার বাজার সাজিয়ে বসেছেন?

যদি মুফতী সাহেবগণ মনে করেন যে দাওয়াতে তাবলীগ এবং এর নাহাজের ব্যাপারে কোন সংশোধনী দরকার তাহলে সেটা সেই সীরতের তৈয়্যেবার অনুসরণেই হতে হবে। এবং সংশোধনের কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হলে তাও সীরতে তৈয়্যেবার অনুসরণেই করতে হবে ।

[রাস্তা আটকিয়ে হইচই করা বা বয়কট, মসজিদে আমল করতে বাধা দেয়া বা সাথীদের হুমকি ধামকি , মারকাজ দখল, জেলায় জেলায় ওজাহাতি জোড়ের নামে শক্তিপ্রদর্শন – এগুলো ইসলাহের কোন পদ্ধতি নয়।]

মুফতী মুহাম্মদ জায়েদ সাহেব তার ফতোয়ায় ই'তিমাদের (ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাহায্য চাওয়ার) ব্যাপারে যত মেসাল দিয়েছেন সবই দুনিয়াবী প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত। এগুলো জায়েজ এবং দুরস্ত আছে।

কিন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জেল থেকে বের হবার সাহায্য প্রার্থনাকে রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকীদার সাথে সম্পর্ক করেছেন।

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের সারমর্ম , আল্লহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনার দ্বারা কত টুকু নারাজী হাসিল হবে এটা মানুষের অবস্থার উপর নির্ভর করে। [ইউসুফ আলাইহিস সালামের জন্য এটা নিঃসন্দেহে বেমানান ছিল। কারণ যে যত বড় মাপের মানুষ হবেন যার অনেক ছোট খাট ব্যাপারও আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পরীক্ষা করবেন, এটাই স্বাভাবিক।] এ ব্যাপারে অনেক মশহুর রেওয়াত রয়েছে।

[নবী হিসাবে ইউসুফ আলাইহিস সালামের মর্যাদা তো পরিষ্কার। আরো মর্যাদার বিষয় হল আম্বিয়া কেরামদের হাজারো ঘটনার মধ্যে আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর ঘটনা বাছাই করেছেন। এরমধ্যে নিশ্চয় কোন হেকমত রয়েছে। এটি খুবই উঁচু পর্যায়ের একটি তাকওয়ার নমুনা। তাই এই ঘটনার কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না করে যেমন কুরআন শরীফে এসেছে তেমনই বর্ণনা করা উচিত , যেমন আমরা আম্বিয়াদের সরদার রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদীস হুবহু তাঁর জবান থেকে

যেভাবে বের হয়েছে সেভাবেই বর্ণনা করি। তাই কুরআনের ঘটনা সমূহ নিজেদের মত ব্যাখ্যা বা অর্থ করে কাউকে দোষারোপ করার হাতিয়ার বানানো প্রকৃত অর্থে নিজেদের গুনাহগার বানানো ছাড়া অন্য কিছু নয়।]

যে আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার যত নিকটবর্তী, তার তাকওয়া তত উচ্চ পর্যায়ের হবে। নৈকট্যশীল আম্বিয়াদের থেকে আল্লহ তায়ালা 'আলা/সর্বোচ্চ দরজার তাকওয়া চাইবেন এটাই স্বাভাবিক।

আল্লহ তায়ালা আমাদের ইলমে দ্বীন এবং উসূলে ফতোয়ার সাথে ইনসাফ করনেওয়ালা বানান। আমীন।

উপসংহার

লেনিন এবং স্ট্যালিনের কথা স্মরণ করুন। তাদের ক্ষমতা ছিল। তারা ক্রমান্বয়ে ৫০ লক্ষ মুসলমান হত্যা করেছিল। এই আলমী শূরাদেরও যদি ক্ষমতা থাকত, তারা তাদের বিরোধী কাউকেই রেহাই দিত না। তবে , তাদের শয়তানী দাজ্জালী ফিৎনা উম্মতকে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে। তারা মাওলানা সাদ সাহেবকে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করেছে। তাঁর সম্মান ও মর্যাদা ব্যঙ্গ করেছে।

আলমী শূরা , তাদের সমর্থক গোষ্ঠী , মুফতী আবুল কাসেম , মাওলানা আরশাদ মাদনী সাহেবদের প্রতি আমাদের চ্যালেঞ্জ , যদি তাঁরা তাঁদের দাওয়াতে সত্য হয়ে থাকেন , তাহলে অবশ্যই তাঁদের আলমী শূরাকে কুরআন হাদীস দ্বারা সাবেত করতে হবে।

এখনো সময় আছে তাঁদের , বিশেষ করে দেওবন্দ ও দেওবন্দের আকাবিরদের, জেগে ওঠার এবং নিচের বিষয়গুলো প্রমাণ করারঃ

- মাওলানা সাদ সাহেব বা তাবলীগের মেহনতের ব্যাপারে তাঁদের ব্যক্তিগত কোন আগরাজ নেই।
- তাঁর রুজু তাঁরা পুরোপুরি মনজুর এবং কবুল করেছেন। এবং এ ব্যাপারে তাঁদের কোন ধরনের টালবাহানা নেই।
- মারকাজ নিজামুদ্দিন এবং ইমারত সম্পূর্ণ হকের উপরে প্রতিষ্ঠিত।
- আলমী শূরা এবং তাদের মতবাদ ইসলাম সম্মত নয় , বরং কম্যুনিস্ট মতবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এটি সম্পূর্ণ বাতিল এবং ভ্রান্ত মতবাদ।
- কেবলমাত্র এসব ব্যাপার স্পষ্ট করার পরই দারুল উলূমসহ আপনাদের সকলের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

অন্যথায় যতই দিন যাবে আপনারা দারুল উলূমের অমর্যাদা করতেই থাকবেন।

আমরা এভাবে চলতে দিতে পারি না। শুরুতে আমরা একাই লিখতাম। এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেক উলামায়ে হক লিখনী এবং বয়ানের মাধ্যমে সত্য প্রকাশ করতে শুরু করেছেন।

ইমারত সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের বিস্তারিত বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়টি আমরা তিনটি পর্বে ভাগ করবো।

- **প্রথম পর্ব**

  মাওলানা মেহবুব সাহেব দামাত বারকাতুহুম এর কিস্তি থেকে মাওলানা সাদ সাহেবের ইমারতের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা।

- **দ্বিতীয় পর্ব**

অনুবাদক জামাতের পক্ষ থেকে , মাওলানা সাদ সাহেবই কেন আমীর?

➢ **তৃতীয় পর্ব**

শেইখ (মাওলানা) আব্দুল ওয়াহিদ মালিক মাদানী দামাত বারকাতুহুম এর বর্ণনায় হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহির ইন্তেকালের সময়কার দিনগুলোর বিস্তারিত বিবরণ।

প্রথম পর্ব

মাওলানা মেহবুব সাহেব দামাত বারকাতুহুম এর কিস্তি থেকে মাওলানা সাদ সাহেবের ইমারতের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা।

তাবলীগের সাথীদের জন্য অত্যাবশ্যকঃ

তাবলীগের সাথীদের জন্য ফরজ বা অত্যাবশ্যক কর্তব্য যে , তারা তাদের মনোযোগ কেবলমাত্র নিজামুদ্দিনের দিকেই নিবদ্ধ রাখবেন এবং তাবলীগের যে কোন বিষয়ে শুধু আমীর মাওলানা সাদ সাহেবের কথাই শুনবেন এবং শুধুমাত্র তাঁকেই মান্য করবেন। একই সাথে মারকাজের হেফাজত, মারকাজের মর্যাদা তথা মারকাজিয়াতের হেফাজত এবং মাওলানা সাদ সাহেবের ইমারতের হেফাজত – এ সব কিছুই বর্তমান পরিস্থিতিতে তাবলীগের সাথীদের উপরে অবশ্য কর্তব্য হিসাবে আরোপিত হয়েছে।

আল্লহ তায়ালার পক্ষ থেকে পরীক্ষাঃ

বর্তমানে তাবলীগের সাথীরা আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে এক বড় পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। যে অটল থাকতে পারবে সে রক্ষা পাবে আর যে স্লিপ কাটবে সে পস্তাবে। একটি শাখাকে ততক্ষণই শাখা বলা হয়, যতক্ষণ তা গাছের সাথে জুড়ে থাকে। এটি যখন মূল গাছ থেকে স্বাধীন তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন আর একে কোন গাছের শাখা হিসাবে আখ্যায়িত করা যায় না , এবং এটা একটি স্বতন্ত্র গাছও হতে পারে না। বরং একপর্যায়ে শুকিয়ে যায়, মাটিয়ে মিশে গিয়ে অস্তিত্ব হারায়।

মারকাজের বুনিয়াদ কুরবানীঃ

আসলের ব্যাপারেই সবাই কথা বলে। কেউ শাখার ব্যাপারে কিছু জানতেও চায় না। [একসময় মাদীনা মুনাওয়ারা মুসলমানদের রাজনৈতিক , আধ্যাত্মিক তথা সব ধরনের মারকাজ ছিল।] লোকজন মাদীনা মুনাওয়ারা ছেড়ে দিয়েছে। এরপরে কুফা , বসরাহ, সমরখন্দ, বুখারা কত জায়গায় মারকাজ কায়েম করেছে , কিন্তু শেষ পর্যন্ত মদীনাতেই ফিরতে হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত মক্কা মদীনাতেই মারকাজ থেকে যাবে। [মুসলমানরা আজ খিলাফত হারিয়েছে। কিন্তু রূহানী মারকাজ হিসাবে সকল মুসলমানের দিল মক্কা মদীনার সাথেই জুড়ে আছে।] অন্যান্য মারকাজ গুলোর এখন কোন অস্তিত্বও নেই। এবং সেগুলো থেকে কোন বরকত হাসিল করাও সম্ভব নয়।

একইভাবে দারুল উলূমও দুটি শাখা হয়েছে। কিন্তু দারুল উলূম বলতে লোকজন আসল পুরানো দারুল উলূমই বুঝে। মাজাহেরুল উলূমের গল্পও একই।

যদি এই ফিৎনায়ে খবিসা আলমী শূরা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী মারকাজ বানাতে চায়, তার অনুমতি অনুমোদন কোনটাই থাকবে না , এটা শুধুই একটা জায়গা হবে , মারকাজ হবে না । মারকাজের আশেপাশের সম্পত্তি ওয়াকফ করা হয়। [মারকাজ কুরবানীর বুনিয়াদের উপরে তৈরি হয় , কোন এলানের দ্বারা হয় না। যেমন ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পরিবারের সকলের কুরবানীর দ্বারা মক্কা মুকাররমা সারা জাহানের মানুষের মারকাজ হয়েছে।]

সাম্প্রতিক সময়ে , শুধুমাত্র মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহির পরিবারবর্গই পাওয়া যাঁরা ইসলামের জন্য সমস্ত কিছু কুরবানী করেছেন। অন্যান্য প্রসিদ্ধ, খ্যাতিমান ও সুপরিচিত ব্যক্তিবর্গ শুধুই তাবলীগের সাথে এসে জড়িত হয়েছেন। তাঁদের অনেকেই তাবলীগ থেকে অনেক কিছু অর্জন করেছেন। এমন নয় যে তাঁরা তাবলীগ থেকে কিছু চুরি করেছেন বা নষ্ট করেছেন। বরং এই মেহনতই তাঁদের দু হাত ভরে দিয়েছে। [সম্মান , ইজ্জত, সুনাম এমনকি সম্পদও।] কথিত আলমী শূরা বা তাদের সমর্থকদের এখন সম্পদশালী দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাবলীগে লাগার আগে তাদের মুরুব্বীদের মধ্যে অনেকেই অনেক গরীব ছিলেন । যেমন একজন ছিলেন ঘড়ির মেকার, আরেক জন চা স্টল চালাতেন। তাবলীগের মাধ্যমে তাঁরা বড় বড় দুনিয়াদারদের সাথে সম্পর্ক করেছেন এবং সম্পদশালী হয়েছেন। (ইল্লা মাশা আল্লহ)

পরিছন্নতার জামানা চলছেঃ

তিনটি জামানা পার হয়ে গেছে।

১. *এই মেহনতের জন্ম ও অস্তিত্ব লাভ।*
২. *তরবীয়ত তথা বিকাশের জামানা*
৩. *নুসরাতের জামানা।*

এখন চতুর্থ জামানা চলছে; যেখানে আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অসীম ক্ষমতা বলে এক কুদরতী পরিচ্ছন্নতা তথা ছাঁটাই বাছাই অভিযান চলছে। যাদের অন্তরে কোন গুপ্ত বাসনা রয়েছে বা কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য রয়েছে তারা নিজেরা পরিচ্ছন্ন হবে অথবা এই মেহনত থেকে নিজে থেকেই বহিষ্কৃত হয়ে মেহনতকে পরিচ্ছন্ন করবে। আর যাদের অন্তরে ইখলাস থাকবে তারা আরো মজবুত হওয়ার তৌফিক পাবে।

হযরতজী মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লহি আলাইহি বলতেন , যারা সবর ও ইস্তেকমাতের (ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার) সাথে মারকাজের সাথে লেগে থাকবে তারা রক্ষা পাবে। আর যারা মারকাজ থেকে দূরে থাকবে তারা হালাক হবে।

একজন ফাসেকও যদি ইজতেমাইয়াত ধরে রাখে এটা তার হেদায়েত ও নাজাতের জরিয়া হবে। অন্যদিকে একজন ধার্মিক ব্যক্তিও যদি ইজতেমাইয়াত থেকে সরে যায় , তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের উপরে হবে। এবং ব্যর্থতা ও হতাশা ছাড়া তার কিছুই অর্জিত হবে না।

শূরা ও ইমারতের আদি কথাঃ

[রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আক্ষরিক অর্থে তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে কোন আমীর বা শূরা বানিয়ে যান নি।] রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্বে দশ জন সাহাবীকে বিশেষ ভাবে সম্মানিত করে যান। তাঁদের আশারা মুবাশশারা বলা হয়। রদ্বিয়াল্লহু আনহুম। এঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রদ্বিয়াল্লহু আনহুকে বিভিন্ন সময় আরো নির্দিষ্ট করে সম্মানিত করেছেন। এ কথা প্রশ্নাতীত যে তাঁরাই এই উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত ছিলেন। এবং বিভিন্ন সময়ে তাঁদের পরামর্শ বিশেষ ভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে বলেই সীরতের কিতাবসমূহে পাওয়া যায়। সে হিসাবে তাঁদের শূরা বা পরামর্শদাতা হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদাহগণ তাঁদের মধ্যে থেকেই মনোনীত হয়েছেন।

নিজামুদ্দিন মারকাজে মাওলানা সাদ সাহেবের ইমারত প্রতিষ্ঠাঃ

হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহি ইন্তেকালের পূর্বে মাওলানা সাদ সাহেবকে বললেন, দুআ ও মেহনতের দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। কেননা তাঁর (হযরতজী) পরে তাঁকেই (মাওলানা সাদ) এই জিম্মাদারী নিতে হবে।

মাওলানা সাদ সাহেব তাঁকে আরো গভীর ভাবে বিবেচনার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, আপনি আমাকে আমীর মনোনীত করলে মাওলানা যুবায়ের সাহেবের মুহিব্বীনগণ কষ্ট পাবে ; আবার মাওলানা যুবায়ের সাহেবকে আমীর মনোনীত করলে কিছু লোক আপনাকে দোষারোপ করতে পারে। হযরতজী ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহি উত্তর করেন , তাহলে মাওলানা ইজহারুল হাসান তোমাদের দুজনের তত্ত্বাবধায়ক থাকবেন। রহিমাহুমুল্লহ। তোমরা তিনজন সম্মিলিত ভাবে এই মারকাজ এবং কাজের দায়িত্ব সামলাবে।

মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব , মিয়াজী মেহরাব সাহেব এবং না'ঈমুল্লাহ খান সাহেব এই কথপোকথন সম্পর্কে জানতেন। রহিমাহুমুল্লহ। পরবর্তীতে হযরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহির ইন্তেকালের পরে তাঁর বানানো জামাত কোন একক আমীর মনোনীত করতে ব্যর্থ হলে তাঁরা হযরতজীর এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন করেন। এভাবে পূর্বল্লখিত তিনজনকে মারকাজ এবং এই মেহনতের জিম্মাদারী অর্পণ করা হয়।

পাঠকদের দিলের প্রশান্তির জন্য এই তিন হযরতের কিছু বৈশিষ্ট্য ও কর্মধারা সম্পর্কে জানা জরুরি।

(ক) মাওলানা ইজহারুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহি। তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ। মাওলানা সাদ সাহেবের মাতামহ। দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি কাশিফুল উলূম মাদ্রাসার জিম্মাদারী সামলাতেন। এছাড়া মারকাজের মসজিদওয়ার জামাতের জিম্মাদারীও তাঁর উপরে ছিল। (এই দায়িত্বকে আমাদের প্রচলিত মসজিদগুলোর সেক্রেটারির সাথে তুলনা করা যায়। অর্থাৎ মারকাজের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন।) এছাড়া প্রতিদিন রাতে তিনি মিম্বরে হায়াতুস সাহাবাহ পড়তেন। হায়াতের একটা লম্বা সময় ধরে তিনি এই দায়িত্বগুলো সামলিয়েছেন। এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই দায়িত্বসমূহ পালন করেন।

(খ) মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহি। তিনি বেশ ভারী ছিলেন। এবং শারীরিক ভাবে খুব একটা সক্ষম ছিলেন না। তিনি মোটামুটি সারাক্ষণ দুআ এবং যিকিরে মশগুল থাকতেন। ১৯৮০ সালের হজ্জ সফরে শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহমাতুল্লহি আলাইহি প্রায় বেশির ভাগ সময় তাঁকে সাথে সাথে রাখেন। এবং এক পর্যায়ে তাঁকে খিলাফত দান করেন। যখন তিনি মারকাজে ফেরত আসেন তখন আমি (মাওলানা মেহবুব) সেখানে ছিলাম। আমি তাঁর হাবভাবের মধ্যে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা দুআ কান্নাকাটিতে মশগুল থাকতেন। ফলশ্রুতিতে তাঁর শরীর ভারী হয়ে যায়। [শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহির বিশিষ্ট খলিফা মাওলানা ইউসুফ মুত্বলা দামাত বারকাতুহুমের বিভিন্ন মুজাকারায় জানা যায় , শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহি মাওলানা সাদ সাহেবকে ভবিষ্যতের আমীর হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন। তখনও মাওলানা সাদ সাহেব শিশু মাত্র। শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহি তৎকালীন মারকাজের জিম্মাদার সাথীদের

উদ্দেশ্যে এক চিঠিতে বিশেষ ভাবে নির্দেশ দেন যে , শিশু সাদ সাহেবের যেন এমন তরবীয়ত হয় যাতে তিনি পরবর্তীতে এই কাজের জিম্মাদারী আদায় করতে পারেন| তাই ভবিষ্যৎ ইমারতের অন্যতম দাবিদার মাওলানা যুবায়ের সাহেবের মেহনতের রুখ পাল্টে দিয়ে তিনি যেন মাওলানা সাদ সাহেবকেই ইমারতের একমাত্র উত্তরসূরি মনোনয়ন করলেন।]

(গ) মাওলানা সাদ সাহেব দামাত বারকাতুহুম ছিলেন প্রাণশক্তিতে ভরপুর এক কর্মচঞ্চল তরুণ। হযরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহি তাঁকে শুরু থেকেই বিভিন্ন সফরে নিজের সাথে নিয়ে চলতেন। মূলতঃ হযরতজীর আশীর্বাদেই মাওলানা সাদ সাহেব দাওয়াতে তাবলীগের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে একেবারে কচি বয়স থেকেই পরিচিত ছিলেন।

তাই ১৯৯৫ সালের পরে এই তিনজনের মধ্যে প্রধানত সাদ সাহেবই জিম্মাদারী পালন করতেন।

২০১৪ এর আগে পর্যন্ত মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব এবং ভাই ফারুক সাহেব (ব্যাঙ্গালোর), তাঁদের কখনো মাওলানা সাদ সাহেবের প্রশংসায় ক্লান্ত হতে দেখা যায় নি। হাফিজহুমুল্লহ|

সকল আরব হযরতগণ এ কথা স্বীকার করেছেন যে তাঁরা মাওলানা সাদ সাহেবের বয়ানে স্পন্দিত হন , এবং তাঁর বয়ান তাঁদের মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লহি আলাইহির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শুধু ভারতবর্ষই নয় বরং সমস্ত দুনিয়া তাঁর কথা পছন্দ করত। এবং যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর পারদর্শিতা সবাইকে মুগ্ধ করত।

মাওলানা ইজহারুল হাসান এবং মাওলানা যুবায়েরুল হাসান রহিমাহুমুল্লহ খুশি মনে তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে চলতেন এবং সহযোগিতা করতেন। এভাবেই

সাদ সাহেবের নেতৃত্বে সব কিছু সুন্দর ভাবে চলছিল । [ভারতের সকল বড় বড় আলেমই এ কথা স্বীকার করেন যে , মাওলানা সাদ সাহেবের ইমারত বহু আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেব বহু আগেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ফয়সালা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে অনানুষ্ঠানিক ভাবে মাওলানা সাদ সাহেবের ইমারত প্রতিষ্ঠিত করে দেন। তিনি নিজে কখনো বড় কোন সিদ্ধান্ত নেন নি , বরং সাদ সাহেবের উপরে ছেড়ে দিতেন, তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিতেন এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা করতেন।] এবং সারা দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ পুরাতন সাথী এবং নিজামুদ্দিন মারকাজের প্রায় ১৫০ জন পুরাতন মুকিমীন হযরত আনন্দচিত্তে মাওলানা সাদ সাহেবকে আমীর হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। মানতে পারেননি শুধু চারজন —

১. মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব
২. ভাই ফারুক
৩. প্রফেসর খালিদ সিদ্দিকী
৪. প্রফেসর সানাউল্লাহ
হাফিজহুমুল্লহ

এই চারজন শূরা বানানোর ইস্যু উঠান এবং তাঁদের এই দাবী শক্তিশালী করতে বিভিন্ন ভাবে মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা এবং মাওলানা ইয়াকুব সাহেবকেও দলে ভিড়ান। হাফিজহুমুল্লহ। যদিও পরের জন খুব অল্প সময় পরেই মারকাজে ফিরে আসেন এবং এখনো অবস্থান করছেন।

হযরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহির বানানো মাসোয়ারার জামাত তথা শূরাদের ১৯৯৫ সালের মাসোয়ারার ফয়সালা অনুসারে বর্তমানে এই

জাতীয় শূরা বানানোর অধিকার শুধুমাত্র মাওলানা সাদ সাহেবই রাখেন। হযরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহির বানানো বিশেষ মাসোয়ারার জামাত তথা শূরাকে সম্মান দেখিয়ে বড়জোর হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেবের কর্তৃত্বও মেনে নেয়া যেতে পারে। (উল্লেখ্য ২০০০ সালে তাঁদের মধ্যে সম্পাদিত এক অঙ্গীকারনামার কারণে হাজী সাহেবও একক ভাবে এই অধিকার রাখেন না। মূলতঃ পাকিস্তানের হযরতগণ বিভিন্ন সময়ে নিজামুদ্দিনকে পাশ কাটিয়ে স্বাধীন ভাবে কিছু নতুন রীতি চালু করতেন , এটা বন্ধ করাই এই অঙ্গীকারনামার উদ্দেশ্য ছিল।)

হাজী সাহেব বার্ধক্য ও অসুস্থতার কারণে অনেকটাই মাসুম শিশুর মত হয়ে গেছেন, অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করতে হয় এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে তিনি মজুর। মাওলানা সাদ সাহেব নিজামুদ্দিনের জন্য শূরা বানিয়ে নিয়েছেন, যারা দৈনিক মিলিত হয়ে মেহনত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিবেন।

এই দুইজন বাদে না কেউ কোন শূরা বানাতে পারে আর না মারকাজ বানাতে পারে। [কিন্তু আফসোস! হযরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহির নামে মরাকান্নাকারী এই খবিসা আলমী শূরা গং হযরতজীর বানানো মাসোয়ারার জামাত তথা শূরাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজেরা নিজেরা শূরা হয়। (অথচ তাঁরা নিজেরা কেউই হযরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহির বানানো শূরা ছিল না।) পরবর্তীতে মাজুর হাজী সাহেবের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে দিয়ে একটি কাগজ সাইন করায়। এবং হাজী সাহেবের নামে ব্ল্যাকমেইল করে মাওলানা সাদ সাহেবকে কথিত শূরা কবুল করতে চাপ দেয়। এতেও ব্যর্থ হয়ে সারা দুনিয়াতে ফিৎনার সয়লাব বইয়ে দেয়। তাই এমন শূরা বানানো শুধু মাওলানা সাদ সাহেবের ইমারতের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ নয় বরং

হযরতজী ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ এবং তাঁর বানানো শূরার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ।]

হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহি ১০ জনের জামাত বানান তখন এই ইব্রাহীম সাহেব বা আহমাদ লাট সাহেব বা ফারুক ভাই এঁদের কাউকেই অন্তর্ভুক্ত করেন নি। হাফিজহুমুল্লহ । এটা ছিল আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে। এসব বিদ্রোহীদের ঐ জামাত বা শূরাতে অন্তর্ভুক্ত করলে এঁরা কেয়ামত ঘটিয়ে ফেলত।

হযরতজী এবং মিয়াজী মেহরাব সাহেব , আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁদের দূরদৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিলেন। রহিমাহুমুল্লহ । তাঁরা জানতেন এই উপদ্রব সৃষ্টিকারী লোকগুলো এমন একটা মহান দায়িত্ব পালনের উপযোগী নন। (মুমিনদের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় কর , কেননা তাঁরা আল্লহর নূর দ্বারা দেখেন।) অবশেষে এই লোকগুলো প্রমান করলেন যে , আজকের বাস্তবতা সেদিনই হযরতজী এবং মিয়াজীর সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রহিমাহুমুল্লহ।

এটা সম্ভব নয় যে, হযরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহি ইচ্ছাকৃতভাবে মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা এবং মাওলানা আহমাদ লাট সাহেবকে উপেক্ষা করেছেন। হাফিজহুমুল্লহ। বরং আমাদের সম্মানিত বুজুর্গগণ যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রতিনিয়ত ইস্তেখারার এহতেমাম করতেন।

মিয়াজী মেহরাব সাহেব , যিনি ঐ মাসোয়ারার ফয়সাল ছিলেন , এই দুই হযরতের (মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা ও মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব) কারো নাম উচ্চারণ করেন নি। এমন কি মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেবও নন। রহিমাহুমুল্লহ। সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার হল , এই বিদ্রোহী

গোষ্ঠীর একজনের নামও হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহি তাঁর ১০ জনের জামাতের মধ্যে রাখেন নি। তা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা যাতে নিজামুদ্দিন বন্ধ হয়ে যায় , দাওয়াতের এই মোবারক মেহনত খতম হয়ে যায় , ইমারত অপসারণ হয় এবং মারকাজের একশ বছরের জোড় মিল মুহাব্বত ধ্বংস হয়ে যায়।

যেহেতু এই মারকাজের চার দেয়ালের অভ্যন্তরীণ আমলের সাথে তাঁদের কোন অংশগ্রহণ নেই , তাই তাঁরা কিছুই অর্জন করতে পারবে না তাঁদের উদাহরণ উর্দু সেই শেরের মত – বিয়ে বাড়িতে কতই না ফুর্তি , কিন্তু অপরিচিত আব্দুল্লহ যে এখানে বড়ই একা।

সাথীদের সমীপে কয়েকটি জরুরী আরজঃ

এই গোষ্ঠী যেহেতু নিজেরাই বিদ্রোহ করেছে , তাই এরা আর মারকাজের শূরা নন। এমনকি মারকাজ বা মাদ্রাসা কোন কিছুর সাথেই তাঁরা আর জড়িত নন। তাই যারা নিজেদের দাওয়াত ও তাবলীগের এই মহান মেহনতের সাথে জড়িত মনে করেন তাদের জন্য নিচের কয়েকটি বিষয় অনুসরণ করা অত্যাবশ্যকঃ

১. নিজামুদ্দিনই আমাদের মারকাজ। আমাদের সমস্ত কাজ নিজামুদ্দিনের হেদায়েত অনুসারেই করতে হবে।

২. মাওলানা সাদ সাহেবই তাবলীগের কাজের সারা দুনিয়ার আমীর।

৩. কেবলমাত্র মাওলানা সাদ সাহেবের নির্দেশনা এবং মানসাই অনুসরণ করতে হবে।

৪. মারকাজের বর্তমান শূরাই প্রকৃত শূরা।

৫. বিশ্বের সকল মারকাজই নিজামুদ্দিন মারকাজের আজ্ঞাবহ। তাঁদের দায়িত্ব শুধু মাওলানা সাদ সাহেবের মাসোয়ারাকৃত নকশা বাস্তবায়নের মধ্যেই সীমিত। (ফাজায়েলের পাশাপাশি তাই মুন্তাখাব আহাদীসের তালীমও চালু রাখা।)

৬. আঞ্চলিক কোন স্বার্থ বা চাহিদা মারকাজ বা কেন্দ্রীয় অনুমোদনের উর্দ্ধে নয়। এটাই মারকাজিয়াত বা কেন্দ্রের আনুগত্যের সংজ্ঞা। মারকাজ থেকে বাতানো আমল গুলোর মধ্যে কিছু করা কিছু বাদ দেয়া , এটা মারকাজ প্রত্যাখ্যান করা এবং আমীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল।

৭. সমগ্র দুনিয়া অবশ্যই মুন্তাখাব হাদীসের তালীম করবে। এবং দিল মন পাক করে যে কোন উমুর হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেবের সামনে পেশ করবে, এবং যে ফয়সালা নিজামুদ্দিনে হবে তাই স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৮. আমীরের আনুগত্য আল্লহর আনুগত্য। কেননা রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , যে আমার আমীরের আনুগত্য করবে সে আমার আনুগত্য করে। যে আমার আনুগত্য করে সে আল্লহর আনুগত্য করে।

মাওলানা সাদ সাহেবের ইমারত প্রত্যাখ্যান করা সুনিশ্চিত ফিৎনা , জুলুম এবং সিরতল মুস্তাকীম হতে বিচ্যুতি। ইমারত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অস্বীকার করা নিজেকে বঞ্চিত করার সামিল। খুবই সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদে, সমগ্র দুনিয়া মাওলানা সাদ সাহেবের ইমারত কবুল করে নিয়েছে।

এসব বিদ্রোহী গোষ্ঠীদের বুঝানোর অনেক চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তারা শূরা হবার নেশায় বিভোর হয়ে সকল যুক্তি ও দলীল প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই

উম্মতকে এদের দূষিত দুরভিসন্ধি থেকে হেফাজতের জন্য , আখলাকের সাথে পাশ কাটিয়ে চলতে হবে।

কুরআন কারীমের আয়াত, "জান্নাতের ঘর শুধু তাদের জন্য যারা দুনিয়াতে কোন পদ চায় না । এবং তারা দুনিয়াবী কোন পদ বা নেতৃত্ব লাভের জন্য ফাসাদ করে না। মুত্তাকীদের পরিণাম সর্বোত্তম। " (সূরাহ কাসাস)

আমলের রূহ হল আন্তরিকতা তথা ইখলাস। ইখলাস বিহীন আমল জীবনবিহীন লাশের মত। এর কোন মূল্য আছে?

দ্বিতীয় পর্ব

মাওলানা সাদ সাহেবই কেন আমীর?

অনুবাদক জামাতের পক্ষ থেকে একটি বিশ্লেষণ।

১. একেবারে শেষের দিকে হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহি প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। এমতবস্থায় কোন এক রায়বেন্ড সফরের সময় হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব দামাত বারকাতুহুম পরবর্তী আমীর মনোনয়নের প্রসঙ্গ উঠান। রায়বেন্ডের বিভিন্ন হযরতগণ মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহি কে মনোনয়নের পরামর্শ দেন। হযরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহি তাঁদের আশ্বস্ত করেন যে , এখানে নয়, নিজামুদ্দিন ফিরে গিয়ে এ ব্যাপারে মাসোয়ারা করা হবে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টঃ

হযরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহির দ্ব্যর্থহীন কথা – এই মাসোয়ারার জন্য মোনাসেব জায়গা নিজামুদ্দিন।

২. নিজামুদ্দিন ফিরে গিয়ে হযরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহি উলামাকেরামদের সাথে পরামর্শ করলে , মাওলানা উবাইদুল্লাহ বালিয়াভি রহমাতুল্লহি আলাইহি মতামত দেন যে , হযরতজী যেহেতু সারা জীবন সকল কাজে শুধুমাত্র সীরতের অনুসরণই করেছেন , তাই এক্ষেত্রেও নিজে থেকে কিছু না করে বরং সীরতে ফারুকীর অনুসরণে এক জামাত বানিয়ে যেতে পারেন , যাঁরা নিজেদের মধ্যে মাসোয়ারা করে একজন আমীর বানিয়ে নিবেন।

এই পরামর্শ অনুসারে তিনি ১০ জনের একটি জামাত বানান। এই জামাতে ছিলেন –

১. মাওলানা ইজহারুল হাসান সাহেব রহ. ভারত
২. মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেব রহ. ভারত
৩. মাওলানা উমার সাহেব রহ. পালানপুরী ভারত
৪. মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ. মদিনা
৫. মুফতী যাইনুল আবিদীন সাহেব রহ. পাকিস্তান
৬. হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব হাফিজহুমুল্লহ পাকিস্তান
৭. ভাই আফজাল সাহেব রহ. পাকিস্তান
৮. হাজী আব্দুল মুকিত সাহেব রহ. বাংলাদেশ
৯. মিয়াজী মেহরাব সাহেব রহ. ভারত
১০. মাওলানা সাদ সাহেব দামাত বারকাতুহুম

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টঃ

মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব এবং মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব তুলনামূলক সিনিয়র ছিলেন। তাঁদের চেয়ে জুনিয়রদেরও হযরতজী মাওলানা ইনআমুল

হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি শূরার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের দুজনকে হযরতজী পছন্দ করেন নি। এর পিছনে কি হেকমত ছিল তা একমাত্র আল্লহ তায়ালাই ভালো জানেন।

তাই মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব বা মাওলানা আহমাদ লাট সাহেবরা যা দাবি করছেন, অর্থাৎ হযরতজী ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি একক আমীরের বদলে একদল শূরার মাধ্যমে এই মেহনত চালানোর ইচ্ছুক ছিলেন বলে যা দাবি করা হচ্ছে , তা ভিত্তিহীন। যেসব মজলিসে এসব আলোচনা হয়েছে তাঁরা ঐসব মজলিসে ছিলেন না।

৩. হযরতজী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকালের পরে তাঁর বানানো জামাত পরবর্তী আমীর মনোনীত করার জন্য মাসোয়ারায় বসেন। বেশির ভাগ রায় মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেব এবং মাওলানা সাদ সাহেবের দিকে আসে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টঃ

মাওলানা সাদ সাহেবের যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য করুন। তখন পর্যন্ত তাঁর বয়স ত্রিশ পার হয়নি। তা সত্ত্বেও অনেক প্রবীণ ও গ্রহণযোগ্য আলেম ও সাথীগণ তাঁকে ইমারতের জন্য সবচেয়ে উপযোগী বিবেচনা করে তাঁর পক্ষে রায় দিয়েছেন।

৪. তিনদিন যাবৎ মাসোয়ারা করেও একজনের ব্যাপারে একমত হতে না পেরে তিনজনের উপরে মারকাজ ও মেহনতের জিম্মাদারী অর্পণ করা হয়। তাঁরা হলেন মাওলানা ইজহারুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহি , মাওলানা যুবায়েরুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহি এবং মাওলানা সাদ সাহেব।

এটা কোন শূরা ছিল না। বরং ঐ মাসোয়ারার ফয়সাল মিয়াজী মেহরাব সাহেবের দস্তখত করা ফয়সালা অনুসারে তিনজন জিম্মাদারী নিয়ে চলবেন। তিনজনের উপরে জিম্মাদারী কেন দেওয়া হল , উপস্থিত আলেমদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে মিয়াজী মেহরাব রহমাতুল্লহি আলাইহি মাসোয়ারার সাথী তথা শূরাদের একমত না হতে পারাকে অজুহাত হিসাবে দেখান।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টঃ

৪.১. এখানে কোন শূরা বানানোর উমুর ছিল না। ছিল আমীর বানানোর উমুর।

৪.২. একজনকে আমীর বানাতে ব্যর্থ হয়ে তিনজনকে জিম্মাদারী দেয়া হয়।

৪.৩. তিন সদস্য বিশিষ্ট কোন শূরা বানানো হয় নি, বরং তিনজনের উপরে জিম্মাদারী অর্পণ করা হয়েছে।

৪.৪. কোন শূরা বানানো হয়নি বলেই কেউ ইন্তেকালে করলে কি হবে কিভাবে তাঁর স্থলে নতুন শূরা নেয়া হবে এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা হয়নি।

৪.৫. মাওলানা ইজহারুল হাসান অল্প কিছুদিন পরই ইন্তেকাল করেন , তখনও বাকি শূরাগণ প্রায় সকলেই জীবিত ছিলেন। বিশেষ করে হাজী সাহেবই হযরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহিকে প্রথম পরবর্তী জিম্মাদার মনোনয়নের তাকীদ দিয়েছিলেন। তখন হাজী সাহেব বা অন্য কেউই শূন্যপদ পূরণের কোন দাবি উঠান নি। কেননা তাঁরা খুব ভালো ভাবেই তাঁদের নিজেদের ঐ মাসোয়ারা সম্পর্কে জানতেন যে , এরপর থেকে বাকি

দুইজন জিম্মাদারী নিয়ে চলবেন। বর্তমানে একজন রয়েছেন , সেই একজনই জিম্মাদারী নিয়ে চলবেন।

৪.৬. এটা ইমারত বলেই উপস্থিত উলামাদের থেকে আপত্তি উঠেছে যে তিনজন কেন। শূরা হলে হয়ত অন্য প্রশ্ন উঠত।

৪.৭. হযরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহি ১০ জনের একটি জামাত বানিয়ে জিম্মাদারী দেন নিজেদের মধ্যে একজনকে পরবর্তী আমীর হিসাবে মনোনয়ন করার জন্য। এই ১০ জন মাসোয়ারা করে একজন বেছে নিতে ব্যর্থ হলেও তিনজনের ব্যপারে একমত হন। অর্থাৎ বাকি ৭ জন সর্বসম্মতিক্রমে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। এরপর যদি আবারো আমীর মনোনয়নের ইস্যু উঠে তাহলে তাঁদের এই মাসোয়ারার ফয়সালা অনুসারে তা এই তিনজনের মধ্য থেকেই হতে হবে। আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অমোঘ নিয়মে বর্তমানে শুধু মাওলানা সাদ সাহেবই বাকি আছেন। তিনি ইন্তেকাল করলে এরপরে পরবর্তী আমীরের মাসোয়ারা হতে পারে। আপাততঃ এ ব্যরপারে নতুন কোন মাসোয়ারার জরুরত নেই।

৪.৮. বর্তমানে বিভিন্ন সময়ে হাজী সাহেবের নামে যেসব আবেগ ব্যবহার (ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইলিং) করে ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করা হয় সেগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং তাঁর অসুস্থতার সুযোগে তাঁর সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতা অপব্যবহারের অপচেষ্টা মাত্র। কেননা হাজী সাহেবরাই এই মাসোয়ারাতে ফয়সালা করেছিলেন যে , তাঁরা জিম্মাদারীতে থাকবেন না। এ ব্যাপারে হাজী সাহেবের কোন অভিমত থাকলে আরো আগেই তুলতেন।

এ পর্যায়ে তিনটি প্রশ্ন উঠে...

ক) কেন একজন আমীর মনোনীত করা গেল না?

জবাবঃ উম্মতের ঐক্যই সর্বাগ্রে। হায়াতুস সাহাবাহ থেকে আমরা দেখেছি আবু যার রদ্বিয়াল্লহু আনহুর মত অনেক কট্টর সাহাবীও শুধুমাত্র উম্মতের ঐক্যের খাতিরে ফরজ নামাজেও ব্যত্যয় করেছেন ; তিনি মুসাফির হওয়া সত্ত্বেও শুধু আমীরুল মুমিনীনের অনুসরণের খাতিরে কসর আদায় না করে সম্পূর্ণ নামায আদায় করেছেন। আমীরুল মুমিনীন উসমান রদ্বিয়াল্লহু আনহুর সাথে তাঁর অনেক ইখতিলাফ সত্ত্বেও তিনি মুখালিফাত করেননি। বরং শেষ জীবনে আমীরের ফয়সালা মেনে নিয়ে নির্জনবাস করেছেন। উম্মতের ঐক্য এতই প্রাধান্য রাখে যে, শরীয়তে উম্মতের ঐক্য ধরে রাখার জন্য শরীয়তের সীমার মধ্যে সর্বাত্মক ছাড় দেওয়ার নির্দেশনাও রয়েছে।

১৯৯৫ সালের উল্লিখিত মাসোয়ারাতে মূলতঃ দুজনের পক্ষে রায় আসে। মাওলানা যুবায়ের সাহেব এবং মাওলানা সাদ সাহেব। এর বাইরে শুধুমাত্র মাওলানা ইজহারুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহির নাম আলোচনায় আসে। অন্য কারো নাম আলোচনায় আসেনি।

সে সময়ে ভারতের প্রভাবশালী সাথীদের মধ্যে এই দুইজনের ব্যাপারে বেশ জোড়ালো সমর্থন ছিল। আলীগড় ও দিল্লির প্রভাবশালী বড় বড় দুনিয়াবী লাইনের সাথীদের একচেটিয়া রায় ছিল যুবায়ের সাহেবের পক্ষে। অন্যদিকে মাওলানা সাদ সাহেবের পক্ষে ছিলেন মেওয়াতী ও দিল্লীর সাধারণ সাথীরা। এতে সাথীদের মধ্যে বিভক্তির আশঙ্কা দেখা দেয়।

হযরতজীর বানানো জামাত তথা শূরাগণ তিনদিন মাসোয়ারা করেও একমত হতে পারেন নি। তাই শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে তিনজনের উপরে জিম্মাদারী ন্যস্ত করেন।

বলাবাহুল্য আজ মাওলানা সাদ সাহেবের একক নেতৃত্বের উপর ফিৎনার প্রেক্ষিতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে , আজকের বাস্তবতা সেই দিনই বুযুর্গদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছিল।

খ) যদি তিনজনের শূরা বানানো হয়ে থাকে তাহলে মাওলানা ইজহারুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহির ইন্তেকালের পর বিশ বছর পার হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত কাউকে মনোনয়ন দেয়া হল না?

জবাবঃ হযরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহি সীরতে ফারুকীর অনুসরণে দশ জনের একটি জামাত বা শূরা বানান পরবর্তী আমীর মনোনয়নের জন্য। এই জামাত বা শূরা ১৯৯৫ সালে হযরতজীর ইন্তেকালের পরে পরবর্তী আমীর মনোনয়নের জন্য মাসোয়ারাতে বসেন। কিন্তু তাঁরা পরপর তিনদিন মাসোয়ারা করেও একজনের উপরে একমত হতে ব্যর্থ হন। তাই অপারগতা বসত তিনজনের উপরে এই মেহনত ও মারকাজের জিম্মাদারী অর্পণ করেন। এটা কোন শূরা ছিল না , বরং জিম্মাদারী ছিল। তাঁদের উদ্দেশ্য তিনজন নয় বরং একজনই ছিল। তাই একজনের ইন্তেকালের পরেও শূন্য স্থান পূরণের কোন কথা উঠেনি।

উল্লেখ্য যে, হযরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহির অন্যান্য শূরাদের সকলেই তখন পর্যন্ত হায়াতে ছিলেন, কিন্তু তাঁরা কেউই এই কথিত শূন্যপদ পূরণের দাবি জানান নি। পক্ষান্তরে আজ যারা দাবি উঠাচ্ছেন তারা কেউই হযরতজীর বানানো শূরাতে ছিলেন না। এমনকি মাওলানা যুবায়েরুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহি হায়াতে থাকতেও তারা দাবি উঠান নি। এতেই তাদের ভাঁওতাবাজি পরিষ্কার হয়।

গ) কেন মাসোয়ারাতে তিনজন জিম্মাদার বাছাই করে নেয়ার সিদ্ধান্তে মুফতী জয়নুল আবেদীন রহমাতুল্লহি আলাইহি , হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব দামাত বারকাতুহুম আপত্তি করেন ? কেনই বা মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব হতাশা ব্যক্ত করেন। (তবে সকলেই ফয়সালা কবুল করেন।)

জবাবঃ শুধু তাঁরাই নন , উপস্থিত উলামাকেরামদের অনেকেই এই ফয়সালায় অবাক হন এবং হতাশ প্রকাশ করেন। এঁদের মধ্যে মাওলানা আশেকে ইলাহী বুলন্দশহরী রহমাতুল্লহি আলাইহি অন্যতম। এমন কি ঐ মাসোয়ারার ফয়সাল মিয়াজী মেহরাব সাহেব এবং সে সময়ের প্রধানতম দাঈ মাওলানা উমার পালানপুরী রহমাতুল্লহি আলাইহিও ফয়সালা ঘোষণার সময় অনেক কান্নাকাটি করেন।

কুরআন, হাদীস ও আসারে সাহাবাতে নির্দেশনা খুবই পরিষ্কার এবং প্রামাণ্য যে, আমীর একজনই হবেন। শরীয়তে সম্মিলিত শূরার ফায়সালা অথবা রোটেশন বা পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতির ফয়সালের কোনই অবকাশ নেই।

শরীয়তে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিরও কোন স্থান নেই যে , সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ের উপরে ফয়সালা হবে। বরং শরীয়তের অনুমোদিত পদ্ধতি হল মাসোয়ারা। সেখানে পরামর্শ হবে , বিভিন্ন উমুরের উপরে পরামর্শে উপস্থিত সাথীরা স্বতস্ফূর্ত রায় দিবেন। পরিশেষে আমীর ফয়সালা করবেন। আমীরের উপরে বাধ্যবাধকতা নেই যে , সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের উপরে ফয়সালা করতে হবে। বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ , সংখ্যালঘিষ্ঠ এমন কি একক রায়ের উপরেও ফয়সালা করতে পারেন। মোনাসেব মনে করলে আমীর সকল রায়ের

বিপরীতেও ফয়সালা করতে পারেন। এমনকি আমীর কোন মাসোয়ারা ছাড়া নিজ সিদ্ধান্তে ফয়সালা করবেন , এটাও শরীয়তে নিষিদ্ধ নয়। আমীরকে মাসোয়ারা করে ফয়সালা করার জন্য অনেক তাকীদ দেয়া হয়েছে কিন্তু বাধ্যতামূলক করা হয়নি। **সংক্ষেপে আমীরের জন্য মাসোয়ারা জরুরত এবং কর্তব্য কিন্তু জরুরী বা অত্যাবশ্যক নয়। কিন্তু আমীরের ফয়সালা শরীয়ত বিরোধী না হলে মান্য করা সব সময়েই জরুরী।**

এখানে আরো লক্ষণীয় হাজী সাহেব দামাত বারকাতুহুম তিনজনকে জিম্মাদারী দেয়ার বিরোধিতা করেছিলেন। এতেই বুঝা যায় , তিনি কোন ক্রমেই শূরার পক্ষপাতী ছিলেন না। আজ কথিত আলমী শূরা গং যে দাবি করছে যে, হাজী সাহেব শূরা বানিয়েছেন, তার কোন সত্যতা নেই।

আমীর মনোনয়নের বিভিন্ন পদ্ধতিঃ

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহমাতুল্লহি আলাইহি আমীর মনোনয়নের বেশ কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে অন্যতম হল –

১. যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যাপারে জিম্মাদারী গ্রহণ করেন অর্থাৎ কোন একটি দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ঐ দায়িত্বের সকল কিছু আঞ্জাম দেন , তাহলেই তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঐ দায়িত্বের জিম্মাদার তথা আমীর হন।

যেমন, মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহি এভাবেই এই কাজের আমীর ছিলেন। তাঁর মেহনত তথা দায়িত্ব আদায়ই তাঁকে জিম্মাদার বানিয়েছে। সীরতে এমন অসংখ্য ঘটনা পাওয়া যায়। উম্মতের কঠিন হালতের মধ্যে হযরত আলী রদ্বিয়াল্লহু আনহু নিজেই উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করার জিম্মাদারী কাঁধে নেন। হযরত আব্দুল্লহ ইবনে যুবায়ের রদ্বিয়াল্লহু

আনহুমা নিজেই হিম্মত করে উমাইয়াদের জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জিম্মাদারী নেন। এমন আরো অনেক ঘটনা আছে।

মাওলানা সাদ সাহেব দামাত বারকাতুহুম গত প্রায় দুই দশক ধরে নিজেই দায়িত্ব নিয়ে মারকাজের এবং মেহনতের জিম্মাদারী আদায় করে আসছেন এবং মাওলানা যুবায়েরুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহিও কখনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন নি। বরং সব সময় সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। এবং সব সময় বড় বড় জিম্মাদারী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব মাওলানা সাদ সাহেবের উপরেই ছেড়ে দিতেন। এখানে উল্লেখ্য হযরত হাসান রদ্বিয়াল্লহু আনহুও মুআউইয়া রদ্বিয়াল্লহু আনহুর অনুকূলে জিম্মাদারী ছেড়ে দিয়েছিলেন। যুবায়েরুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহি যেন সেই সীরতে তৈয়্যেবার অনুসরণ করলেন।

২. যদি কোন ব্যক্তির ব্যাপারে লোকজন শলাপরামর্শ করে বায়আত হন , তাহলেও তিনি আমীর হন।

হযরত আবু বকর রদ্বিয়াল্লহু আনহু এভাবেই খলীফা হয়েছিলেন। রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে আনসারগণ একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে একজন আমীর নিযুক্ত করেন। তখন মুহাজিরগণ সেখানে যান, উমার রদ্বিয়াল্লহু আনহু আবু বকর রদ্বিয়াল্লহু আনহুর পক্ষে কিছু কথা রাখেন। এরপর লোকজন আবুবকর রদ্বিয়াল্লহু আনহুর পক্ষে বায়আত হন। এখানে কোন আনুষ্ঠানিক মাসোয়ারা বা ফয়সাল ছিল না। বরং তাৎক্ষণিক ভাবে উমার রদ্বিয়াল্লহু আনহু জিম্মাদারী নিয়ে কিছু কথা বললে, (সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদে) অন্যান্য সাহাবীগণ প্রভাবিত হন এবং আবু বকর রদ্বিয়াল্লহু আনহুর অনুকূলে বায়আত হন।

হযরত মাওলানা যুবায়েরুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহির ইন্তেকালের পরে মেওয়াত ইজতেমায় কয়েক লক্ষ মানুষ নিজে থেকেই মাওলানা সাদ সাহেব ইমারতের ব্যাপারে বায়আত হন ও সমর্থন ব্যক্ত করেন।
নিজামুদ্দিনের জন্য শূরা গঠন করা হয়। শূরাগণও মাওলানা সাদ সাহেবের ইমারতের উপরে একমত হন।

কথিত আলমী শূরা যেভাবে গঠিত হয়ঃ

মাওলানা তারিক জামিল সাহেবের বক্তব্য অনুসারে ২০১৫ সালে এই শূরা গঠন হয় এবং একটি কাগজে লিখে হাজী সাহেবের কাছে পেশ করা হয়। হাজী সাহেব স্বাভাবিক ভাবে এই কাগজে সাইন করেন নি। বরং ১০১ বার ইস্তেখারার দুআ পড়ে সাইন করেন। এরপর মাওলানা সাদ সাহেবের কাছে পাঠানো হয়। তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন , "কোন আলমী শূরা নেই। শুধু আলমী মাসোয়ারা আছে।"

কয়েকটি প্রশ্নের উদ্রেক হয়ঃ

১. আলমী শূরা কে গঠন করে?

২. কেন এটা গঠন হল? কি দরকারে গঠন করা হয়েছে?

৩. কেন মাওলানা সাদ সাহেবের সাথে আলোচনা করা হল না ? শুধুমাত্র নিজেরা নিজেরা গঠন করে তাঁকে এটা গ্রহণ করতে বলা হয়েছিল।

৪. হাজী সাহেব দামাত বারকাতুহুম নিজেও হযরতজী রহমাতুল্লাহি আলাইহির শূরার সদস্য ছিলেন। কেন তাঁর সাথেও আগে থেকে কোন আলোচনা করা হল না?

৫. হাজী সাহেব কেন স্বাভাবিক ভাবে এই ডকুমেন্টে দস্তখত করেন নি?

৬. বাংলাদেশের কিছু সাথীকে কথিত আলমী শূরার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাঁরাও দাবি করেছেন তাঁদের কোন মতামত নেয়া নি। তাঁরা কিছুই জানতেন না। কারো কোন মতামত না নিয়ে কেন এভাবে শূরা বানানো হল? এত লুকোচুরির উদ্দেশ্য কি?

এসব প্রশ্নের উত্তর তাবলীগী মেহনতের প্রায় শত বছর ধরে চলে আসা মোবারক উসূলের মধ্যে পাওয়া যাবে না। উত্তর খুঁজতে হলে এক অশুভ চক্রের পলিটিক্স বুঝতে হবে।

সম্পূর্ণ ব্যাপারটি খোলাসা করতে গেলে এক নোংরা অধ্যায় প্রকাশিত হবে এবং সম্ভাব্য গীবতের সম্ভাবনাও রয়েছে।

তাই সংক্ষেপে শুধু এতটুকুই বলি এই চক্র মাওলানা সাদ সাহেবকে অমর্যাদা করতে চায়। তারা মাওলানা সাদ সাহেবকে আমীর হিসাবে চাচ্ছে না।

কেউই ফিৎনার উর্দ্ধে নয়, বিশেষ করে যখন আমরা কিয়ামতের নিকটবর্তী হচ্ছি। ইতিহাসের পাতায় এসব ঘটনা পরিপূর্ণ আছে যেখানে অনেক বড় বড় আলেম এবং আল্লহওয়ালা মানুষও আরো বড় বড় ফিৎনায় লিপ্ত হয়েছেন। তাই একথা নিশ্চিত যে , যে কোন যোগ্যতার মানুষই হোক না কেন, কেউই ফিৎনার উর্দ্ধে নয়। উদাহরণের জন্য শেইখ আওওয়ামার 'আদাবুল ইখতিলাফ' দেখা যেতে পারে।

কিয়ামতের অন্যতম একটি আলামত ব্যপক ভাবে মিথ্যাকে সত্য হিসাবে উপস্থাপন করা হবে এবং সত্যকে মিথ্যা।

আজ ন্যায়নিষ্ঠ ভাবে প্রতিষ্ঠিত ইমারতের বিরোধিতা করে খবিসা আলমী শূরা গং নিজেদের হক দাবি করছে এবং সারা দুনিয়াতে মিথ্যার সয়লাব বইয়ে দিচ্ছে।

মাওলানা সাদ সাহেব কেন উম্মতের ঐক্যের স্বার্থে ইমারত ত্যাগ করলেন না?

ইসলামের দৃষ্টিতে ইমারত কোন 'পদ' নয়। বরং একটি বিশেষ 'দায়িত্ব' বা 'জিম্মাদারী'। বিশেষ পরিস্থিতিতে কখনো কখনো জিম্মাদারী নিজে থেকেই গ্রহণ করা যায় , কিন্তু সাধারণ ভাবে কেউ নিজে থেকে জিম্মাদারী চেয়ে নিতে পারেন না। তেমনি কারো উপরে জিম্মাদারী আসলে তিনি নিজে থেকে জিম্মাদারী ত্যাগ করতেও পারেন না। শরীয়তে জিম্মাদারী ত্যাগ করারও কিছু আদব ও উসূল রয়েছে।

উম্মতের শীর্ষস্থানীয় উলামা কেরাম এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। এটা সাধারণ মুসলমান দূরে থাক , সাধারণ আলেমদেরও বিচার্য্য কোন ব্যাপার নয়। ইমারতের ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ আলেমগণই এ ব্যাপারে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারেন।

ক) *একজন আমীর শুধুমাত্র আরেকজন যোগ্য আমীরের কাছেই দায়িত্ব হস্তান্তর করতে পারেন।* তাই মাওলানা সাদ সাহেব কোন শূরা বা পর্যক্রমিক কোন ফয়সালের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিলে সেটা নিঃসন্দেহে কুরআন হাদীস এবং সীরতের খেলাপ হবে।

খ) *যখন কেউ কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত হন , সেই দায়িত্ব সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত তিনি পিছু হটতে পারেন না।* এই অধিকার শরীয়ত দেয় নি। উসমান রদ্বিয়াল্লহু আনহু এজন্যই জীবনের হুমকি সত্ত্বেও দায়িত্ব ত্যাগ করেন নি।

বর্তমানের চেয়ে তখনই উম্মতের ঐক্যের জরুরত বেশি ছিল। তবুও তিনি ঐক্যের দোহাই দিয়ে অর্পিত দায়িত্ব থেকে পিছু হটেন নি।

মূল কথা হল , শরীয়ত সম্মত কারণ ব্যতীত দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার অনুমতি নেই। কেউ বিদ্রোহ করেছে বা কেউ কেউ বিরোধিতা করছে এগুলো যথেষ্ট কারণ নয়। যদি হত তাহলে উসমান রদ্বিয়াল্লহু আনহু অথবা আলী রদ্বিয়াল্লহু আনহুও ফিৎনার জামানায় দায়িত্ব ত্যাগ করতেন। বরং এসময়ে করণীয় হল মূল দায়িত্বের পাশাপাশি বিদ্রোহ বা বিরোধিতা প্রশমন বা দমনের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। যেমন হযরত উসমান ও আলী রদ্বিয়াল্লহু আনহু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন , কিন্তু দায়িত্ব ছাড়েন নি। আলী রদ্বিয়াল্লহু আনহুর তো সম্পূর্ণ খিলাফত জামানাই কেটেছে বিদ্রোহ সামলাতে সামলাতে।

গ) *উলামা কেরাম লিখেছেন যে, ফিৎনার জামানায় ইমারতের দায়িত্ব ত্যাগ করার দ্বারা ফিৎনা কমে না বরং বাড়ে।*

ইমারতের দায়িত্বরত অবস্থায় দায়িত্ব ত্যাগ করা যারা আমীরের উপরে আস্থা রেখেছিল বা বায়আত হয়েছিল তাদের সাথে প্রতারণার সামিল। বরং এসময়ে কর্তব্য হল, জীবন দিয়ে হলেও তিনি দায়িত্ব পালন করে যাবেন। আব্দুল্লহ ইবনে যুবায়ের অথবা হযরত হুসাইন রদ্বিয়াল্লহু আনহুম লোকবল ও শক্তি কম হওয়া সত্ত্বেও বায়আত গ্রহণকারীদের বায়আত ফিরিয়ে দেন নি। বরং নিজেরা জীবন দিয়ে হলেও তাদের বায়আতের মর্যাদা রক্ষা করেছেন।

আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়ঃ

• নিজে আমীর হওয়া সত্ত্বেও হযরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহি আমীরের সুন্নাত বিলুপ্ত করেছেন , এসব দাবি আষাঢ়ে গল্পকেও হার মানায়। কোন আমীর বা খলীফাই শরীয়তের সামান্য একটা বিষয়ও পরিবর্তন করার অধিকার রাখেন না। তাই এমন পরিবর্তন কেউ করে থাকলেও তা দ্রুত বাতিল করাই শরীয়তের বিধান।

হযরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহি জীবনের প্রতিটি কাজ সীরতের অনুসরণেই করেছেন। জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে তিনি শরীয়তের খেলাপ কাজ করবেন, এমন দাবি তাঁর শানে জঘন্যতম অপবাদ। বরং হাজী সাহেব দামাত বারকাতুহুম পরবর্তী উত্তরসূরি মনোনয়ন করার পরামর্শ দিলে তিনি নিজামুদ্দিন ফিরে শীর্ষ আলেমদের সাথে পরামর্শ করে সীরতে ফারুকীর অনুসরণে পরবর্তী আমীর মনোনয়নের জন্য ১০ জনের একটি জামাত বানান। এভাবে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত কাজে সীরতে তৈয়্যেবার অনুসরণ করার উপরেই অটল থেকেছেন।

• তিনজনের উপরে জিম্মাদারী অর্পণ করা এটা হযরতজীর প্রকৃত মানসা নির্দেশ করে না। বরং এটা ছিল শূরাদের অপারগতা।

হযরতজীর মানসা যদি এমনই হত , তাহলে হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব দামাত বারকাতুহুম বা মুফতী জয়নুল আবেদীন রহমাতুল্লহি বিরোধিতা করতেন না। মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেবও দুঃখপ্রকাশ করতেন না। একই ভাবে অন্যান্য শূরাগণও কান্নাকাটি করতেন না।

• যদি শূরাই প্রকৃত মানসা হত , তাহলে শূরায়ী নেজামের অন্যান্য বিষয় নিয়েও পরিষ্কার নির্দেশনা থাকত। হযরতজী না উঠালেও অন্যান্যরা

উঠাতেন। যেমন শূন্যপদ কিভাবে পূরণ হবে বা নতুন শূরা কিভাবে নেয়া হবে বা পাক ভারতের বাইরে থেকেও কোন কোন শুরা নেয়া হবে কিনা ইত্যাদি। বিশেষ করে হযরতজীর বানানো জামাতের অনেকেই ছিলেন বেশ বয়স্ক এবং অসুস্থ। তাই এমন দাবি উঠাই স্বাভাবিক ছিল।

• ১৯৯৫ সালের মাসোয়ারায় যা ঘটে ছিল সেটা একটা ব্যতিক্রম এবং জরুরত। বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে অপারগতা বশত তিনজনের উপরে জিম্মাদারী দেয়া হয়েছিল। এটাকে দলীল বানানো নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির একটা অজুহাত মাত্র।

• আমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ। কিয়ামত পর্যন্ত পাকিজী মুকাম্মেল দ্বীনের ভিতরে নতুন কিছু সংযোজন বিয়োজনের কোন জরুরত নেই। শরীয়তে কুরআন হাদীস ও সীরতে তৈয়্যেবার বাইরে কোন ব্যক্তির নামে অজুহাত পেশ করার কোন অবকাশ নেই।

• আমরা কিয়ামতের অনেক আলামতের কথা জানি , যেমন এক জামানা আসবে যখন এমন প্রাচুর্য হবে যে , যাকাত নেওয়ার কেউ থাকবে না। এমন আরো অনেক আলামতের কথা আছে। কিন্তু এমন কোন জামানা কি আসবে যখন কোন আমীরের প্রয়োজন পড়বে না ? বরং এটাই আছে যে মুসলমান আমীরের সন্ধানে হন্য হয়ে ঘুরবে।

• আলমী শূরা গং এবং তাদের সহযোগীরা যেভাবে পর্যক্রমিক ফয়সাল চাচ্ছেন, এটা কি ইসলামী জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই বাস্তবায়ন করতে পারবেন? যেমন বিভিন্ন মাদ্রাসায় মুহতামিমের বদলে শূরা , বা বিভিন্ন ইসলামী দলে আমীরের বদলে পর্যায়ক্রমিক শূরা অথবা কোন খানকায় একজন হযরতের বদলে সমমর্যাদার একাধিক মুসলেহ?

• আলমী শূরাদের আরো একটি দাবি ছিল দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সক্রান্ত। এটা কি শরীয়তে প্রমাণিত যে , আমীর সাহেবকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মত মানতেই হবে ? উম্মতের বিজ্ঞ অভিজ্ঞগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ হবেন এটাই স্বাভাবিক। অনেক সময় কারো ফিকির বা অন্তরের ব্যাকুলতার কারণে একজন সাধারণ মুসলমানের অন্তরেও আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সর্বোত্তম রায় ঢালতে পারেন। যেমন একটি মশহুর উদাহরণ হল , নামাজে ডাকার পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য মাসোয়ারা।

• মুসনাদে আহমাদে একটি হাদীস নকল করা হয়েছে, আল্লহর আনুগত্যের বাইরে কোন মাখলুকের আনুগত্য নয়। কিন্তু আলমী শূরা গং কম্যুনিস্ট ও গণতন্ত্রীদের থেকে এমন এক পদ্ধতি আমদানী করেছে যা শরীয়তের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির সুস্পষ্ট খেলাপ।

এ কথা আজ দিবালোকের মতই পরিষ্কার যে , মাওলানা সাদ সাহেবের ইমারত শরীয়তের শক্তিশালী দলীল এবং তাবলীগের উসূলের দ্বারা খুবই যথাযথ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপরও যারা বিরোধিতা করছেন তারা যে অন্য কোন দুরভিসন্ধি দ্বারা প্রভাবিত এটা বুঝতে খুব বেশি জ্ঞানী হওয়া লাগে না। এঁদের জন্য দুআই একমাত্র ভরসা। কেননা তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের দিলের দরজা বন্ধ করে রেখেছেন। তাই তাদের দিলে এখন হাজারো দলীলও ঢুকবে না।

তৃতীয় পর্ব

আব্দুল ওয়াহিদ মাদানীর বর্ণনায় হযরতজী ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকাল।

হযরত মাওলানা আব্দুল হাফিজ মালিক মক্কী রহমাতুল্লহি আলাইহির ভাই মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ মালিক মাদানী দামাত বারকাতুহুম এর লিখনীতে হযরতজী ইনামুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহির ইন্তেকালের পরবর্তী ঘটনাবলীর সুবিস্তারিত বিবরণ।

হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ মালিক মাদানী দামাত বারকাতুহুম এক অডিও বার্তায় বর্ণনা করেন......

জ্বী, ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লহ।

হ্যাঁ এটা আমারই লেখা। এর প্রতিটি শব্দ আমিই লিখেছি।

মাওলানা শাহিদ সাহেব যদি অন্য কিছু লিখে থাকেন , সেটার দায় তাঁরই। যা কিছু আমি লিখেছি তা সে সময়ের সময়ের সংঘটিত বাস্তব ঘটনাবলী। সে সময়ে যা ঘটেছিল তাই।

সে সময়ে যা যা ঘটেছিল হুবহু তা সব কিছুই সম্পূর্ণ লিখেছি।

আমি বলতে চাচ্ছি, এটা আমার লেখা এবং আমি সব কিছুই লিখেছি।

তিনি যতটুকু জানেন , তাঁর লেখার দায়বদ্ধতা তাঁরই। তাঁর ব্যাপারে আমার ডকুমেন্টের কিছুই করার নেই।

সেই সময়ে সত্যিকারে যা ঘটেছিল সেগুলোই আমি লিপিবদ্ধ করেছি। এগুলোই সত্যিকারে ঘটেছিল।

এই মাসোয়ারাই তখন হয়েছিল।

তিনি যা লিখেছেন তার দায়িত্ব পুরাপুরি তাঁর, আসসালামু আলাইকুম।

হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহিদ সাহেব লিখেছেন........

সেদিন ছিল ১০ই মুহররম। [এ তারিখ মাদীনার তারিখ, ভারতের তারিখ সেদিন ৯ই মুহাররম ছিল।] জুমআ আদায়ের পরে হযরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহি বুঝতে পারলেন তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে রক্তপাত হয়েছে। অথচ এর আগ পর্যন্ত খুবই স্বাভাবিক ছিল। তাই তিনি আবার যুহরের নামাজ আদায় করলেন। এরপর তিনি আসর এবং মাগরিব স্বাভাবিক ভাবে আদায় করলেন। এশার নামাজ ওয়াক্তের শুরুতেই আদায় করলেন। এরপর থেকেই নিঃশ্বাস নিতে বেশ অসুবিধা অনুভব করা শুরু করলেন। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার সাহেব হযরতজীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাড়াতাড়ি করে হাসপাতালে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন। যখন গাড়িতে বসানো হচ্ছিল ডাক্তার সাহেব হযরতজীর কাছে জানতে চাইলেন, কেমন বোধ করছেন? এর উত্তরে হযরতজী যেন একটু মুচকি হাসলেন। এরপর তাঁর মাথা একদিকে হেলে পড়ল। আসলে তাঁর রূহ ইতিমধ্যেই বের হয়ে গিয়েছিল। সবকিছু দেখে মাওলানা যুবায়েরুল হাসান ডাক্তার সাহেবকে বললেন , আর হাসপাতালে নেয়ার দরকার নেই , চলুন মারকাজে ফিরে যাই। তবে ডাক্তার সাহেব জোর দিয়ে বললেন সম্ভবতঃ হার্ট এ্যাটাক হতে পারে। এভাবে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে প্রায় ২ ঘণ্টা অক্সিজেন দেয়া হল। অবশেষে যখন পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া গেল যে হযরতজী চলে গেছেন , তাঁকে মারকাজে নিয়ে আসা হল। হাসপাতাল থেকেই সংবাদ দাবানলের মত ছড়িয়ে পরে। আসলে নিজামুদ্দিনেই তাঁর রূহ বিগত হয়েছিল। তাঁকে নিজামুদ্দিনে নিয়ে আসার মধ্যবর্তী সময়ে সারা দুনিয়াতে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। সকালের আগেই তাঁকে গোসল এবং কাফন দেয়া হয় এবং জানাযা নিচ তলায় তাঁর কামরাতে রাখা হয়।

গরমের কারণে কামরায় প্রচুর বরফ রাখা হয়েছিল। প্রথমে হযরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহির মাহরাম মহিলাদের তাঁর চেহারা দেখার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। তাঁর ঘর ও কামরার মাঝে জন্য একটা দরজা ছিল। মহিলারা সেখান থেকেই আসা যাওয়া করছিলেন। এ সময়ে পুরুষরা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিলেন।

মাওলানা যুবায়ের সাহেব এ সময় বেশ শক্ত ছিলেন। তিনি মহিলাদের সবর করতে উৎসাহ যোগাচ্ছিলেন এবং তাঁদের কান্নাকাটি থেকে বিরত রাখছিলেন।

পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত ও এলান হয় যে সন্ধ্যা ছয়টার হুমাইউ গোরস্থান সংলগ্ন ময়দানে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

মাস্তুরাতগণ শেষ করার পরে হযরতজীর পরিবারের পুরুষ সদস্যগণ মোলাকাত শুরু করেন। এরপর খুব বেশি সময় লাগেনি যে মারকাজ এমনই লোকারণ্য হয় যে পা ফেলার জায়গাও ছিল না। এমনকি পার্শ্ববর্তী পথঘাট ও রাস্তাতেও মাত্রাতিরিক্ত জনসমাগম হওয়া শুরু হয়। ফলশ্রুতিতে সরকার চারদিকের সকল মেইন রোডগুলোতে কয়েক কিলোমিটার দূর থেকেই সকল ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। কেবলমাত্র কয়েকজন অত্যন্ত বিখ্যাত বুজুর্গ যেমন মাওলানা অবরারুল হক সাহেব , মাওলানা সিদ্দিক সাহেব প্রমুখ বাদে কোন গাড়িই এদিকে চলাচল করতে দেয়া হচ্ছিল না। লোকজন আড়াইটা থেকে কবরস্থানের পার্শ্ববর্তী ময়দানে কাতারবন্দী হওয়া শুরু করে।

ময়দানে স্টেজ বানানো হয়েছিল এবং লাউড স্পিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মাওলানা আহমদ লাট সাহেব মজমা সামলাচ্ছিলেন এবং

ময়দানের লোকদের যুহর ও আসর আদায় করান। জনসমাগম এতই ছিল যে ময়দানও যথেষ্ট হচ্ছিল না। আল্লহর বান্দারা পথ ও রাস্তাও পরিপূর্ণ করে ফেলেছিলেন। অবশেষে অনেক কষ্টে কোন ক্রমে সন্ধ্যা ছয়টায় মারকাজ থেকে জানাজা বের করা গিয়েছিল। মাওলানা যুবায়ের সাহেব জানাজার সাথে চলা শুরু করার পরে বেশ লম্বা সময় চলতে পারছিলেন না, কেননা তাঁর জন্য বেশ কষ্টকর হয়ে গিয়েছিল। জানাযা জায়গা মত পৌঁছতে আধা ঘন্টার উপরে লেগেছিল, যেখানে স্বাভাবিক ভাবে ১০ মিনিট লাগে। সাথীরা মাওলানা যুবায়ের সাহেবকে জানাজা যেখানে গিয়েছিল সেখানে নিয়ে যান। পুলিশের বাঁশ এবং দড়ির ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বিশাল জনসমুদ্রের কারণে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছিল না। এমনকি শব্দ ও আলোর ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। এতে করে জানাযা নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছতে গিয়ে বেশ খানিকটা দক্ষিণের দিকে ভুল দিকে আগাচ্ছিল। কাছেই পুলিশের জীপ ছিল । জানাযা জীপে উঠানো হয়। মাওলানা যুবায়ের সাহেব সামনের সিটে আসন গ্রহণ করেন। এবং মারকাজে ফিরে আসেন। যে সমস্ত বুজুর্গগণ কাতারে জায়গা নিয়েছিলেন তাঁরা উপচে পড়া ভিড়ের কারণে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। ইতিমধ্যে কারো কারো মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে জানাযা শেষ হয়ে গেছে এবং দাফনের জন্য মারকাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এভাবে মাগরিবের লম্বা সময় পরে জানাযা আবারো পুলিশের ভ্যানে উঠানো হয় এবং ময়দানে নিয়ে যাওয়া হয়। এবার অবশ্য নির্ধারিত স্থান থেকে আগে রাস্তায় পুলিশের ভ্যানেই জানাযা রাখা হয়। এরপর গাড়ি থেকে জানাযা সামান্য কিছুটা বের করা হয় এবং মাওলানা যুবায়ের সাহেব জানাযা পড়ান। প্রত্যেক সফে মোটামুটি ১৫-২০ জন করে মুকাব্বির রাখা হয়। এবং বেশ কয়েকবার

এলান করা হয়েছিল যে জানাযা শুরু হলে মুকাব্বিরগণ নিজ নিজ সফে তাকবীর দিবেন। ইতোবৎসরে মারকাজের সকল দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় যাতে দাফন স্থলে কেউ প্রবেশ করতে না পারে। যাঁরা কাতারে দাঁড়ানো ছিলেন তাঁরা তো জানাযার নামায আদায় করতে পেরেছিলেন। এর বাইরে বেশ কিছু আকাবির ও বুজুর্গ ব্যক্তিত্বসহ বিপুলসংখ্যক মানুষ কাতারের আগে দাঁড়ানো থাকার কারণে জানাযায় শরীক হতে পারেন নি। উপস্থিতি মোটামুটি চার লাখের মতো ছিল। এরপর জানাযা মারকাজে নিয়ে আসা হয়। এবং সাধারণ সাথীদের মারকাজে প্রবেশ ঠেকানোর সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু লোক ঢুকে পরে। কবর আগে থেকেই তৈরি ছিল। এ সময় মাওলানা যুবায়ের সাহেব মসজিদে লোকদের উদ্দেশ্যে কথা বলছিলেন। কিন্তু জানাযা কবরের কাছে হাজির হওয়া মাত্র তিনি মাইক্রোফোন ছেড়ে কবরের কাছে চলে আসেন।

আচমকা আব্দুল্লহ রাবু 'ঈ কবরে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন। দেখাদেখি আব্দুল আজিজ বাউকুস কবরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এরপর আব্দুল আলীম সাহেব নামেন। জানাযা কবরে রাখা হয় এবং এভাবে দাফন সম্পন্ন হয়।

এই কারগুজারী/বিবরণী আমি মাওলানা আকীল সাহেব, মাওলানা যুবায়ের সাহেব, মাওলানা সাদ সাহেব, মাওলানা আব্দুর রশিদ ও মাওলানা আব্দুর রহিম সাহেব যাঁরা মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সাহেবের দুই পুত্র এবং আরো কিছু মুতাআল্লিক্বীন থেকে প্রচুর অনুসন্ধানমূলক জিজ্ঞাসাবাদ করেই লিখেছি। কেননা এতো কিছুর বিস্তারিত কখনোই একজনের থেকে পুরাপুরি পাওয়া সম্ভব নয়।

আমি আরেকটা জিনিস ভুলে গিয়েছিলাম। মাওলানা ইজহারুল সাহেব যখন মারকাজ থেকে বের হতে চেয়েছিলেন তখন মুসুল্লীদের দ্বারা এতটাই জমাটবদ্ধ ছিল যে তিনি স্বাভাবিক ভাবে সিঁড়ি ব্যবহার করে বের হতে পারেননি। পরে রাস্তা থেকে দোতলার এক জানালা পর্যন্ত একটি মই দেয়া হয়েছিল। তিনি এই জানালা দিয়ে বের হন। যত দূর পর্যন্ত জানাযা গেছে এই অবস্থাই ছিল।

এই বান্দা রাতে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে পৌঁছে , যখন মারকাজের মুতাআল্লিক্বীনগণ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এই বান্দাও একটা বড় কামরায় একটু জায়গা পেয়ে যায় এবং ঘুমিয়ে পড়ে। ফযরের পরে আমি সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ শুরু করি। মাওলানা সাদ সাহেবের সাথে আমার হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। আমি তাঁকে বললাম সকল কামরাই তো পরিপূর্ণ দেখলাম। আমি কোথায় থাকতে পারি ? তিনি আমাকে তাঁর কামরায় নিয়ে গেলেন। এটা ছিল বারই মুহাররম যেদিন সকল শূরা সদস্যগণ একত্রিত হয়ে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা সাঈদ খান সাহেব , মুফতি জয়নুল আবেদীন সাহেব, ভাই আব্দুল ওয়াহাব সাহেব, ঢাকার ভাই আব্দুল মুকিত সাহেব, মাওলানা ওমর পালানপুরী সাহেব, মিয়াজী মেহরাব সাহেব, মাওলানা ইজহারুল হাসান সাহেব , মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেব ও মাওলানা সাদ সাহেব। বাহিরের অন্য সবাই সিদ্ধান্ত ঘোষণার অপেক্ষায় ছিল। তবে (এই কয়েক জনের) খাস ভাবে লম্বা দুই দুইটি বৈঠক সত্ত্বেও কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি। দিনের স্বাভাবিক মাসোয়ারা হয়েছিল যেখানে বিভিন্ন আমল বন্টন হয়।

ঐ বারো মুহররমই , আমি কাইলুলার জন্য একটু শুয়েছি। আমি স্বপ্নে দেখলাম, খুবই সম্মানিত একজন বুজুর্গ মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেব

এবং মাওলানা সাদ সাহেবের ব্যাপারে বলছেন যে , তাঁরা দুজনই আমীর। যেখানে তাঁদের একজন থাকবেন সেখানে তিনি আমীর হবেন , অন্যজন তাঁর জায়গায় আমীর হবেন। যিনি সফরে থাকবেন তিনি সেখানে আমীর হবেন, বাকিজন নিজামুদ্দিনে আমীর থাকবেন। তিনি এই পর্যন্ত পৌঁছলে আমার মনে খটকা জাগল , তাহলে যেখানে দুজনই থাকবেন সেখানে আমীর কে হবেন ? তিনি তৎক্ষণাৎ বলতে শুরু করলেন , যখন তাঁরা দুইজনই থাকবেন, তাঁরা আপোষে মাসোয়ারা করে চলবেন। এরপরই আমি চোখ খুললাম। স্বপ্নের কথা একটি কাগজে লিখলাম এবং মুফতি জয়নুল আবেদীনের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। ওই একই দিনে আমি একটি লিখিত বক্তব্য পেলাম যা অন্যান্য শূরা সদস্যদের কাছেও পাঠানো হয়েছিল। যাতে লেখা ছিল.....

কিছু বান্দাদের থেকে আমরা শুনেছি, পরবর্তী আমীর দায়িত্ব অর্পণের জন্য মাওলানা যুবায়ের সাহেবের নাম এসেছে। কিন্তু যারা তাঁকে আমীর বানানোর জন্য চাপ দিচ্ছিলেন তারা সম্পূর্ণরূপে দুনিয়াদার , ধনবান এবং ভারত সরকারের বড় বড় লোকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এবং এই লোকগুলো তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করে। এজন্য তাঁর পক্ষে আমীর হওয়া মোনাসেব নয়। দ্বিতীয় নাম যা আমরা শুনেছি, মাওলানা সাদ সাহেব। কিন্তু কম বয়সের কারণে তিনিও আমীর হবার জন্য মোনাসেব নন। আমাদের মত হল মাওলানা ইজহারুল হাসান সাহেবকে আমীরের দায়িত্বে নিয়োজিত করা। তাঁর অস্বীকৃতি সত্ত্বেও তাঁকেই আমীর বানানো উচিৎ।

যাইহোক, পরদিন শূরার সাথীরা অত্যন্ত লম্বা সময় বৈঠকের পরে বিভিন্ন বিষয়ে বিবেচনা করে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ছিলেন। ঘোষণার পূর্বে

মাওলানা সাঈদ খান সাহেব সংক্ষিপ্ত কথা রাখেন। হামদ ও সানার পরে নিচের আয়াত তিলাওয়াত করেন ...

এবং আনুগত্য কর আল্লহ এবং তাঁর রসূলের , বিবাদ করো না , (এতে) তোমরা সাহস হারাবে এবং শক্তি চলে যাবে ; ধৈর্য্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন। সূরা আনফাল ৪৬

তাঁর বয়ানের পরে মিয়াজী মেহরাব সাহেব সামনে আসলেন এবং ঘোষণা শুনলেন। যা ছিল---

মাওলানা ইজহারুল হাসান সাহেব , মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেব এবং মাওলানা সাদ সাহেব সম্মিলিত ভাবে এই মেহনতের ***'আমীর'।*** *তাঁরা তিনজনই সম্মিলিত ভাবে এই মেহনত চালাবেন এবং আগে বাড়িয়ে নিয়ে যাবেন।*

পড়তে পড়তে তিনি কাঁদছিলেন। মাওলানা উমর সাহেব পালানপুরী অন্যদের ছাপিয়ে অতিরিক্ত কান্নাকাটি করছিলেন। এরপর মজমা শেষ করে দেয়া হয়। ঐদিনই ফয়সালা হয়েছিল , মাওলানা যুবায়ের সাহেব জামাতের রুখসতী করবেন ও দুআ করবেন , মাওলানা সাদ সাহেব পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ইমাম থাকবেন এবং মাগরিব বাদ দুআ করবেন। অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলবে।

ঐদিনগুলিতে মাওলানা যুবায়ের সাহেবের যে কাইফিয়াত আমি অবলোকন করে ছিলাম তাতে আমার এই অনুভূতিই হচ্ছিল যে হযরতজীর নিসবত স্থানান্তরিত হয়ে তাঁর কাছে এসেছে। তাঁর মেজাজ ভারী হয়ে যায়, লম্বা সময় চুপচাপ থাকতেন, বেশির ভাগ সময় চিন্তা ফিকিরে কাটানো শুরু করলেন, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোন কথাই বলতেন না। কেউ কিছু

জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতেন। তাঁর চেহারা দেখলে মনে হত যেন পুরাপুরি ধ্যানমগ্ন।

আমি এইসব কিছু এজন্যই লিপিবদ্ধ করেছি যাতে কাজের মুঈন কেউ এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে আসলে এই লেখা আমাকে তাঁদের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করার কষ্ট থেকে রেহাই দেয়। এ কারণে আমি ফটোকপিও করেছি যাতে আমার সব বন্ধু ও সুহৃদগণ সব তথ্য জানতে পারেন।

বান্দা আব্দুল ওয়াহিদ মালিক
মদীনা মুনাওয়ারা থেকে

মানহাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর বিস্তারিত বিশ্লেষণ

প্রারম্ভিকা

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা একটু পূর্বের সিরিজগুলো থেকে কিছু কথা আলোকপাত করি যাতে মানহাজ নিয়ে কথিত আলমী শূরাদের মাতামাতি, ছলচাতুরি এবং মরাকান্নার উদ্দেশ্য বুঝা যায়। কিভাবে তাদের মতভিন্নতা শুরু হয়, কি কি ফিৎনা তারা আলমী শূরার নামে করেছে এবং আসলে তাদের মূল উদ্দেশ্য কি?

তাবলীগের সাথীদের মধ্যে মতভিন্নতা কিভাবে শুরু হলঃ

কিছু উঁচু মাপের আলেম দ্বারা নিজামুদ্দিন মারকাজে একটি অভিজাত গোষ্ঠী পয়দা হয়। এর বিস্তারিত আমরা একটু পরে দেখব ইনশাআল্লহ। গত প্রায় ৪০-৫০ বছর যাবৎ মাসোয়ারার মাধ্যমে তাঁদের থেকেই বিভিন্ন দেশে

পাঠানো হচ্ছিল। এদের সংখ্যা বেশি নয় ৭-৮ জন। নিজামুদ্দিন মারকাজের বর্তমান জিম্মাদার সাথীরা সিদ্ধান্ত নিলেন বিশ্বের বর্ধিত তাকাজা পুরা করার জন্য আরো সাথীদের তৈরি করা দরকার। মাসোয়ারাক্রমে আরো নতুন নতুন সাথী তৈরি হলেন তাকাজা পূরণ করার জন্য।

কিছু পুরাতন বিখ্যাত মুরুব্বীদের বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছিল যাতে এই হযরতগণ নতুন নতুন সাথীদের তরবীয়ত ও রাহবারী করতে পারেন। কিন্তু এতে তাঁদের উচ্চাভিলাষ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাঁরা একটা ইস্যু পেয়ে যান। মানব প্রবৃত্তি শক্তিশালী হয়ে উঠে। এক পর্যায়ে তাঁরা মারকাজের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেন।

[মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁরা মারকাজে বা নিজ এলাকা যেখানে পছন্দ করেন , বিশ্রাম করবেন। এতে মারকাজে তরতীবে আসা সাথীদের তরক্কী ও রাহবারী হবে। আবার যাঁরা নিজ এলাকায় বিশ্রাম নেয়া পছন্দ করবেন সেখানে তাঁদের কেন্দ্র করে স্ব স্ব এলাকায় কাজ আগে বাড়ে। তাঁরা এবং অন্যান্য মুনাসিব সাথীরা মাসোয়ারা সাপেক্ষে তরতীবে মারকাজে আসবেন। এতে একদিকে যেমন নিজ নিজ এলাকায় কাজ আগে বাড়বে , তেমনি ভাবে নতুন নতুন সাথীরা মারকাজের তাকাজা পূরণ করার দ্বারা মারকাজে মুরুব্বীদের রাহবারীতে তাদেরও যোগ্যতা বাড়বে। এভাবে নতুন নতুন জিম্মাদার সাথী পয়দা হবে।]

শীঘ্রই তাঁরা মারকাজ ত্যাগ করার মত সিদ্ধান্ত নেন এবং মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগেন। তাঁরা ঐ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান, "বিপদসীমার দ্বারপ্রান্তে"।

শুধু যে মারকাজ ত্যাগ করেছেন তাই নয় বরং কিছু ঘৃণ্য প্রচারণাও শুরু করেন, যেমন —

- মেহনত লাইনচ্যুত হয়েছে।
- মাওলানা সাদ সাহেবের চিন্তা চেতনা , পথ ও মতাদর্শ পরিবর্তন হয়েছে।
- মাওলানা সাদ সাহেব পূর্ববর্তী আকাবিরদের পথ হতে সরে গেছেন।
- মাওলানা সাদ সাহেব কুরআনের মনগড়া তাফসীর করছেন।
- তিনি শরীয়তের হুকুমের মধ্যেও পরিবর্তন করছেন।
- তিনি আম্বিয়াদের অসম্মান করছেন।

অতঃপর নিজেদেরকে আরো উপস্থাপনের জন্য তারা গুজরাটের লোকদের মন জয় করার চেষ্টা করেন।

তাঁরা সারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ একত্রে সফর করা শুরু করেন যেমন অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা, পানামা, বার্বাডোজ, ত্রিনিদাদ, কানাডা, আমেরিকা, বৃটেন ইত্যাদি।

দুই বছরে তারা কয়েকবার করে সফর করেন , বড় বড় মজমা জমান। কিন্তু আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাহায্য না থাকলে যা হয় আরকি , সবই মরীচিকা হয়ে গেছে। একই ভাবে তাঁদের একটি শেষ আশা ছিল বৃটেনের ব্লাকবার্ন ইজতেমা। এটাও তাঁদের কোন সফলতা এনে দিতে পারেনি।

দাওয়াতের যে নীতি এই ফিৎনাবাজরা ছড়াচ্ছেঃ

১) বিশ্বব্যাপী দাঈদের অন্তর থেকে নিজামুদ্দিনের আহমিয়াত বের করে দেয়া।

২) মাওলানা সাদ সাহেবের ব্যক্তিত্ব ম্লান এবং ক্ষতিগ্রস্থ করা। অথচ বর্তমানে তাঁর মহান ব্যক্তিত্বই নিজামুদ্দিন মারকাজের ভিত্তি।

৩) নিজামুদ্দিনে মারকাজের দিকে আহবানকারীদের ব্যক্তি পূজারী, মুশরিক, অন্ধ অনুসারী হিসাবে চিহ্নিত করা।

৪) এ কথা বুঝানোর চেষ্টা করা যে , মারকাজ আসল নয় , মেহনতই আসল।

৫) এসব বুঝানোর চেষ্টা করা যে , নিজামুদ্দিন যেতেই হবে এসব কোথায় বলা আছে?

৬) নিজামুদ্দিনকে দরগাহ হিসাবে চিহ্নিত করা , এভাবে মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহির মকবুল নসলকে অসম্মান করার চেষ্টা করা যে ... শুধু দরগাহ পরিদর্শনে যাওয়া যেমন খারাপ এবং শিরক , এমনি একথা ছড়ানো যে নিজামুদ্দিন সফর করাও একই রকম , যাতে কিনা লোকজন নিজামুদ্দিন যাওয়া বন্ধ করে, বরং ঘৃণা করতে শুরু করে।

দুঃখজনক যে এই বিষয়গুলি তাদের ‘ছয় নম্বরে’ পরিণত হয়েছে। তারা যখন কথা বলে এই নতুন ‘ছয় নম্বরে’র উপরে কথা বলে।

এমনকি মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা সাহেবের বয়ান এবং অডিওতেও প্রতিনিয়ত এসব পাওয়া যাচ্ছে। হাফিজহুমুল্লহ।

কথিত 'আলমী শূরা'র স্কীম হল মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহির নসল খতম করা।

রায়বেন্ডের লোকদের একটা ক্যাম্পেইন হল তাবলীগের দায়িত্ব থেকে ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহির পরিবার সরিয়ে দেয়া। এটা তাদের আজন্ম খায়েশ।

মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লহি আলাইহি ছিলেন সম্পূর্ণ সুস্থ। রায়বেন্ডে লম্বা সময় বয়ান করলেন। সকালের নাস্তার পর থেকেই তিনি ক্রমাগত বমি করা শুরু করলেন। এরপর কয়েক ঘন্টার মধ্যে তিনি ইন্তেকাল করলেন। মাওলানা হারুন সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহি কোন ধরনের কোন অসুস্থতা ছাড়াই একেবারে কচি বয়সে চলে গেলেন।

মাওলানা সাদ সাহেব, আল্লহ তাঁকে দীর্ঘদিন হায়াতে রাখুন।

বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ চক্রান্তের জেরে, তিনি সব সময় মানসিক পেরেশানীতে থাকতেন। ওদের চাওয়া ছিল তাঁকে অতিরিক্ত মানসিক চাপ প্রয়োগ করে করে মানসিক রোগী বানিয়ে ফেলা যাতে তিনি কোন কাজের জন্য উপযোগী না থাকেন।

আল্লহর রহমতে এই চক্রান্তে ব্যর্থ হওয়ায় আলমী শূরা বানানো হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে অস্থিতিশীল করা এবং বিশ্বব্যাপী বিরোধিতা চাউর করার দ্বারা তাঁর মেজাজ ও মগজ আছন্ন করে ফেলা। আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এমন গুরুতর অবস্থায় তাঁকে পড়ে যাওয়ার বদলে আরো শক্ত করে দেন। রায়বেন্ডের আলমী শূরা তাঁকে এতটুকুও হেলাতে পারেনি।

নিজামুদ্দিন মারকাজে মাওলানা সাদ সাহেবের সংস্কার ও নাহাজঃ

পুরাতন রীতিঃ পঞ্চাশ বছর ধরে মারকাজ নিজামুদ্দিনে সীরত অনুসারেই সবকিছু চালানোর চেষ্টা হয়েছে , আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কালের বিবর্তনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে কিছু কিছু রুসুম রেওয়াজও অনুপ্রবেশ করেছে –

• রমজানে মাগরীবের নামাজ বেশ দেরীতে শুরু হত। এমনকি কখনো কখনো মাকরূহ ওয়াক্ত বেশ কাছাকাছি চলে আসত। মাওলানা সাদ সাহেব একে মাসনুন ওয়াক্তে নিয়ে আসেন।

এজন্য তাঁকে বেশ কিছু মুখ চেনা ব্যক্তিত্বের পক্ষ থেকে বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

• অনেক বুযুর্গ নিজ নিজ কামরায় ছোট ছোট জামাত করতেন। এভাবে জামাত করা নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। এটাও বেশ কিছু ব্যক্তির অসন্তোষের কারণ ছিল।

• হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেব পুরাতন সাথীদের ইনফারাদী ভাবে কুরআন কারীমের তাফসীর ও তরজমা পড়ার জন্য উৎসাহিত করছেন। মাসোয়ারাক্রমে শায়খুল হিন্দ রহমাতুল্লহি আলাইহি ও হযরত বিলাল হাসনী সাহেবের তরজমার কথা বলা হয়।

কেমন দুঃখজনক পরিহাস! যিনি তাফসীর ও তরজমা পড়ার উৎসাহ দেন তার বিরুদ্ধেই তাফসীর বির রায়ের তোহমত দেয়া হয়!!

• তিনি সাথীদের উলামাকেরামদের মজলিসে বেশি বেশি হাজির হবার নির্দেশনা দিয়েছেন এবং নিজেও এর উপরে আমল করছেন।

• হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেব বিভিন্ন সময়ে দারুল উলূম দেওবন্দ , মাজাহেরুল উলূম সাহারানপুর এবং নদওয়াতুল উলামা লখনৌ এর বুযুর্গদের নিকট তাঁদের মর্যাদা প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছেন। এসব চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন , কিভাবে মাদারিসসমূহ রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক অলৌকিক নিদর্শন। একই ভাবে তিনি তাঁদের দাওয়াতের মেহনতের সহযোগিতা ও পরামর্শের জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান|

• মাওলানা সাদ সাহেব প্রতিনিয়ত উলামাকেরাম ও মাদারিসসমূহের তাজীম করার উপরে জোর দিয়ে আসছেন। যারা একথা নিজ কানে শুনতে চায় তারা যেন নিজামুদ্দিনের দৈনিক রাওয়ানগী হেদায়েতের কথায় বসেন এবং শুনেন।

• হযরতজী সব সময়েই স্মরণ করিয়ে দেন যে পুরুষদের জন্য ঘরের মহিলা ও বাচ্চাদের কুরআন শিখানো কত জরুরী। এসত্ত্বেও কিছু লোক গলা ফাটাচ্ছেন যে তাবলীগে নতুন জিনিস চালু করা হচ্ছে: “এটা আমাদের মানহাজ নয়।” কুরআনের তাবলীগ যদি আমাদের মানহাজ না হয়ে থাকে তাহলে তাবলীগ কি ? ফাজায়েলে কুরআনের তালীম শুরুর জামানা থেকে চলে আসা সত্ত্বেও কুরআনের তাবলীগ করার কারণে চতুর্থ হযরতজীকে কত অপবাদ সইতে হচ্ছে! আল্লহ কারীম!!

• হযরতজী কুরআনের তালীমের ক্ষেত্রে আরো অগ্রসর হয়ে পুরাতন সাথী ও জিম্মাদারগণদের মসজিদে মসজিদে কুরআনী মক্তব চালু করতে বলছেন এবং মহল্লার বাচ্চাদের এই মক্তবে নিয়ে আসার জন্য বিশেষ গাশত করতে বলছেন। আজকাল সকাল বেলা ইংরেজি কিন্ডার গার্টেনের

দৌরাত্ম্যে উপমহাদেশের মসজিদগুলো থেকে আবহমান কাল ধরে চলে আসা মক্তবসমূহ বিলুপ্ত হতে চলেছে। এতে কারো তেমন মাথা ব্যথা না থাকলেও, হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেব মক্তব কায়েম করতে বলছেন , এটা অনেকের পছন্দ হচ্ছে না।

• রমজানের আগে হযরতজী দামাত বারকাতুহুম রমজানের বিভিন্ন প্রস্তুতি মূলক আমলের দাওয়াত দেন। যেমন সুস্থির ভাবে তারাবী আদায় করা , ইতিকাফের ইহতেমাম করা ইত্যাদি। আলহামদুলিল্লাহ এর বরকতও পরিলক্ষিত হচ্ছে। হিন্দুস্তানের বহু বিরান মসজিদ মুসুল্লি দ্বারা ভরপুর হচ্ছে। রমজানের মওকায় আমলের দাওয়াতের দ্বারা পরবর্তীতে তাশকীল ও খুরুজের মওকাও তৈরি হয়েছে।

কিন্তু যথারীতি প্রশ্ন উত্থাপনকারীগণ প্রশ্ন উঠাচ্ছেন তারাবী বা ইতিকাফের দাওয়াত কি আমাদের মানহাজ? এটা কি আগের তিন হযরতজীর আমলে ছিল?

দয়াময় রব! দয়া করুন!! কয়েক দিন পরে কি ফাজায়েলে রমজানের তালীমও বন্ধ করার দাবি উঠবে!!!

যদি প্রতিটি সুন্নত ও রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা জিন্দা করা তাবলীগের মাকসাদ না হয়ে থাকে , তাহলে: “তোমরা কি এই কিতাবের শুধুমাত্র কিছু অংশের উপরে ঈমান আনবে?” – সূরাহ বাকারাহ: ৮৫ (যেমন কিছু ইয়াহুদী পন্ডিত করত) আল্লহ আমাদের হেফাজত করুন।

• হযরত মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহির ইন্তেকালের পরে হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেব বুখারী শরীফ পড়ানোর

দায়িত্ব তাঁর সম্মানিত উস্তাদ মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা সাহেবকে দেন। যদিও সাদ সাহেব নিজেই মাসোয়ারার আমীর ছিলেন।

হযরতজী নিজেই ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবকে বুখারী শরীফের পাশাপাশি মিশকাতুল মাসাবিহ এবং তাহাবী শরীফের দায়িত্ব নিতেও অনুরোধ জানান।

• হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেব আমাদের এটাই আবারো স্মরণ করিয়ে দিলেন যে , আমাদের পুণ্যবান আকাবিরগণ সব সময়ে বিভিন্ন দায়িত্বে তাঁদের সহকর্মী ও অন্যান্যদের প্রাধান্য দিতেন।

হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেব ফজরের বয়ানও অন্যান্যদের সাথে ভাগাভাগি করেছেন। যেমন মাওলানা ইয়াকুব সাহেব , মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব, মাওলানা আহমদ লাট সাহেব প্রমুখ। হাফিজহুমুল্লহ। যদিও আগের তিন হযরতজীর আমলে সাধারণত একই ব্যক্তি এই আমল করতেন। নাহাজ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন বৈকি! তবে অভিযোগকারী হযরতগণ কিন্তু এ দফা মুখে কুলুপ এঁটেছেন!!

পরিষ্কার ভাষায়ঃ নিচের তিন হযরতগণ হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহির বানানো জামাত তথা শূরার সদস্য ছিলেন না।

- মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা সাহেব
- মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব
- মাওলানা ইয়াকুব সাহেব

পূর্বে কখনোই তাঁদের উপরে শূরা হিসাবে আস্থা রাখা হয়নি।

শুধুমাত্র মাওলানা সাদ সাহেব ও মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহিকে এই সম্মান ও দায়িত্ব দেয়া হয়।

এতদসত্ত্বেও মাশা আল্লহ, মাওলানা সাদ সাহেব নিজ উদ্যোগে মারকাজের মাদ্রাসা কাশিফুল উলূমের বিভিন্ন কিতাবের জিম্মাদারী এবং মারকাজের বিভিন্ন বয়ান ও আমলের জিম্মাদারী বণ্টন করার উদ্যোগ নেন।

হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেব সর্বদাই তাঁর মুরুব্বীদের সম্মান করে এসেছেন। তাঁদের বিভিন্ন কিতাব ও বয়ানের জিম্মাদারীতে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

- হযরত মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহির ইন্তেকালের পরে হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেবের বায়আতের আমল ও সুন্নাত আবারো চালু করেন। ইতিপূর্বে এই আমলটি মাওলানা যুবায়ের সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহি এবং মাওলানা সাদ সাহেবের সম্মিলিত জিম্মাদারীর কারণে মাসোয়ারাক্রমে বন্ধ ছিল। [উল্লেখ্য এই আমল তখন চালু থাকলে আশঙ্কা ছিল বিভিন্ন লোকজন নিজ নিজ পছন্দের মানুষের হাতে বায়আত হবেন। এতে দলাদলি ও কোন্দলের সম্ভাবনা ছিল।]

বর্তমানে মাওলানা যুবায়ের সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহির ইন্তেকাল হয়ে যাওয়ায় আর সম্মিলিত জিম্মাদারী নেই। তাই এখন সুন্নতের আমল আবার চালু হয়েছে।

যে মোবারক পরম্পরা প্রথম তিন হযরতজীর আমলেই প্রকাশ্যে চলত , যা হাজারো মানুষের এই মেহনতে লাগার জরিয়া হয়েছে , তা আবারো শুরু হল।

ইমারত ও বায়আত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং শুধুমাত্র একক ব্যক্তি সম্পর্কিত। তাই এই ইমারত এবং বায়আত দুটোই শুদ্ধ।

এছাড়াও মাওলানা সাদ সাহেবের খিলাফতের পরম্পরা মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহি পর্যন্ত পৌঁছেছে। আবার হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহমাতুল্লহি আলাইহি পর্যন্তও পৌঁছেছে।

আরো নিশ্চিত হবার জন্য মাওলানা ইফতেখারুল হাসান কান্ধালাভী দামাত বারকাতুহুম এবং মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহির অন্যতম সাথী নূহ মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করা যেতে পারে। দামাত বারকাতুহুম। এই দুই শতবর্ষী বুযুর্গ এখনো হায়াতে আছেন আলহামদুলিল্লাহ।

• **মাসোয়ারাঃ** পূর্বে মাসোয়ারাতে উলামা কেরামদের অংশগ্রহণ এবং রায় প্রদান দুটোই বেশ কম ছিল। বিভিন্ন প্রফেসর, ডাক্তার ও ব্যবসায়ীদের রায় প্রদান বেশি ছিল এবং তাদের রায় প্রাধান্য পেত।

পরিবর্তনঃ মাওলানা সাদ সাহেব উলামাকেরামদের বিশেষ প্রাধান্য দেয়া শুরু করেন। উলামাকেরাম বিশেষ ভাবে অংশগ্রহণ ও রায় প্রদান শুরু করেন। মাসোয়ারাতে তাঁরাই প্রাধান্য লাভ করেন। বিশ্ব জুড়ে আলেমগণ হায়াতুস সাহাবার তালীম শুরু করেন। এভাবে নিজামুদ্দিনের মাসোয়ারা থেকে শুরু করে সকল মাসোয়ারাতে , এমনকি মসজিদের দৈনন্দিন মাসোয়ারাতেও আলেমদের প্রাধান্য দেয়ার জন্য হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেব বার বার বিশেষ তাকিদ দিয়ে আসছেন।

যেখানে আলেম নেই সেখানে মাসোয়ারাক্রমে পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে হলেও আলেমদের জুড়ানোর তারগীব দিচ্ছেন। বিভিন্ন মারকাজে

আলেমদের প্রাধান্য দেয়ার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে জোড়ালো নির্দেশনা রয়েছে।

মূলতঃ এগুলোই কিছু লোকের গাত্রদাহের কারণ। নিজামুদ্দিন মারকাজ থেকে যারা চলে গেছেন তাদের অধিকাংশই আলেমদের কাছে গুরুত্ব হারানো গায়ের আলেম সাথী।

• **দস্তরখানঃ** আগে খাওয়াসদের জন্য আলাদা দস্তরখান ছিল। খাওয়াস দস্তরখান সাধারণ করা হয়। পূর্বে এগুলো ব্যয়বহুল ও রাজকীয় টাইপের ছিল। দেখা যেত একদিকে মুরুব্বী ও মুকিমীনগণ বসেছেন। তাঁদের দস্তরখানে বিশ রকমের আইটেম , মুরগী মুসাল্লাম , আরো কত কি ? অন্যদিকে আল্লহর রাস্তার মেহমানদের দস্তরখানে হয়ত সাধারণ সবজি ডাল। কেমন অদ্ভুত পরিহাস!

পরিবর্তনঃ সকল দস্তরখান একীভূত করা হয়েছে। বর্তমানে সবাইকে একই খানা দেয়া হচ্ছে। রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেদাগণ রদ্বিয়াল্লহু আনহুম যেভাবে সাথীদের সাথে একই দস্তরখানে বসতেন, তেমনি হযরতজী নিজেও তাঁর ছেলেদের নিয়ে আল্লহর রাস্তার মেহমানদের সাথে বসেন।

• মারকাজে অঘোষিত ভাবে এক অভিজাত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর , ইঞ্জিনিয়ার, বড় বড় ব্যবসায়ী এবং সামান্য কিছু উলামা। শুধুমাত্র তাঁদেরই সারাবিশ্বে বিভিন্ন তাকাজায় পাঠানো হত। প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ এই ধারাই চলে আসছিল।

পরিবর্তনঃ এখন উলামাকেরামদের বিভিন্ন জায়গায় প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। এবং শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি বিশেষের বদলে সারা ভারত থেকেই

বিভিন্ন মাসোয়ারা ও জোড়ে তাকাজা দিয়ে যোগ্য আলেমদের বাছাই করে পাঠানো হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ এর নতিজাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেক যোগ্য লোক পয়দা হচ্ছে। তাঁরা মারকাজের পাশাপাশি নিজ এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও মেহনত করছেন। ফলশ্রুতিতে গত কয়েক বছরে সারা ভারতে অকল্পনীয় ভাবে কাজ বেড়ে গেছে।

• **বিদেশে তাকাজাঃ** নিজামুদ্দিনের মাসোয়ারাতে ফয়সালা হয়, এমন অনেক সাথী রয়েছেন যাঁরা বিদেশে মেহনত করার জন্য উপযোগী এবং তাদের কাওয়ায়েব পুরা আছে। তাঁদের বিভিন্ন তাকাজায় বিদেশে পাঠানো শুরু হল। এবং মারকাজে যাঁরা পুরাতন মুরুব্বী যারা আগে অনেক মেহনত , সফর ও কুরবানী করেছেন তাঁদের মারকাজেই আরাম ও বিশ্রামের সুযোগ দেয়া হল , যাতে মারকাজে দেশ বিদেশের নতুন নতুন যেসব সাথী নিজামুদ্দিনে তরতীবে আসেন তাদের সহীহ তালীম তরবীয়ত ও রাহবারী করতে পারেন।

• আগে বিভিন্ন নজমের সবকিছু এক নির্দিষ্ট জামাতের হাতে ছিল। যেমন , বিদেশ সফরের কাওয়ায়েবের জামাত। এখানে পাঁচ ছয় জনের একটি জামাত ছিল। মোটামুটি তাঁদের একই ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল। তাঁরাই সিদ্ধান্ত নিতেন কে কে বিদেশ সফর করতে পারবে , কে কে পারবে না। তাদের রাজি না করে কোন জামাতই সফর করতে পারত না । তারা সাধারণত নিজেদের পছন্দমত লোকজনই বিদেশে পাঠাতেন। বিভিন্ন সময়ে নিজেরাও জামাতের সাথে যেতেন। গিয়ে সেখানে ব্যবস্থা করে আসতেন যাতে পরবর্তীতে আবারো ঐ সব দেশে যাওয়া যায়। এরপরে নিজামুদ্দিন ফিরে আসতেন। এরপর আবার যখন জরুরত পড়ত আবার যেতেন। এ কারণেই আজ বিভিন্ন দেশে এদের তথা আলমী শূরার লোকজন ছড়িয়ে

ছিটিয়ে আছে। জামাতের মাধ্যমে তারা নিজেদের দুনিয়াবী ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রয়োজন সারতেন , যার সাথে এই মেহনতের কোন সংযোগ নেই।

আমাদের মোবারক মেহনতকে এসব থেকে পাক রাখার জন্য কিছু সংস্কার ও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে ছিল।

পরিবর্তনঃ বিদেশগামী জামাতের তাফাক্কুদকারী এই চক্রের অবলুপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনই ছিল সবচেয়ে কঠিন এবং বড় ধরনের পরিবর্তন। এই কাজটি এখন সরাসরি নিজামুদ্দিন মারকাজের শূরা হযরতগণই দেখভাল করছেন। বর্তমানে ৮ জন্য স্থায়ী শূরা রয়েছেন। তাঁদের সাথে নজমের খিদমতে আসা মোনাসেব সাথীদের থেকে আরো বিশ ত্রিশ জন সাথী তাফাক্কুদের সময় থাকেন এবং নিজেদের মতামত প্রকাশ করেন।

বলাবাহুল্য এই পরিবর্তনটি ভালো লাগে নি, এমন লোকের সংখ্যা অনেক।

- টানা পয়ত্রিশ বছর ফজরের বয়ান মাওলানা উমার সাহেব পালানপুরী একাই করতেন। রহিমাহুমুল্লহ।

পরিবর্তনঃ ফজরের বয়ান উন্মুক্ত করা হয় এবং বেশি থেকে বেশি উলামাকেরামদের সুযোগ দেয়া হয়। কখনো মাওলানা সাদ সাহেব নিজেই করতেন, কখনো মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব, কখনো ইব্রাহীম সাহেব বা ইয়াকুব সাহেব এভাবে। হাফিজহুমুল্লহ।

আলহামদুলিল্লাহ, এই একটা পরিবর্তন পাওয়া গেছে যার ব্যাপারে কেউ অভিযোগ করেন নি যে পূর্বের তিন হযরতজীর নাহাজ পরিবর্তন করা হয়েছে! সকলেই যে সুযোগ পেলেন!

• বিভিন্ন প্রদেশের জিম্মাদার সাথীদের বলা হল নিজ নিজ এলাকার এমন সব সাথীদের তালিকা করতে যারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই কাজের ফিকির করার যোগ্যতা রাখেন।

সুবহানাল্লাহ! দুই হাজারের উপরে নাম এসেছে। যাঁদের বেশিরভাগই উলামাকেরাম ও মুফাতিয়ানে ইজাম।

পরিবর্তনঃ মাসোয়ারা সাপেক্ষে এই সাথীদেরও বিভিন্ন দেশে তাকাজায় পাঠানো শুরু হয়।

ঐসব দেশের সাথীরা নতুন নতুন মুখ দেখা শুরু করেন। তারা পুরাতন সাথী যাদের দেখত না , তাঁদের ফোন করে জিজ্ঞেস করত "আপনারা আসেন নি কেন?" তাঁদের উত্তর, "কাজের নাহাজ আর আগের মত নেই।"

• **খরচঃ** মাসোয়ারা দ্বারা সিদ্ধান্ত হয়, বিভিন্ন তাকাজায় যাঁরা বিদেশ সফর করবেন, মারকাজ আর তাঁদের খরচ বহন করার জন্য কোন দায় নিবে না, কোন সওয়াল করবে না। প্রত্যেককে অবশ্যই নিজের খরচ নিজেকেই বহন করতে হবে। এজন্য যারাই মারকাজে বিভিন্ন তাকাজা পূরণ করতে বা তরতীবে আসবেন তাঁদের অবশ্যই সার্বজনীন উসূলের অনুসরণ করতে হবে, *"নিজের জান, নিজের মাল নিয়ে , নিজের ফায়দার জন্য আল্লহর রাস্তায় বের হওয়া।"* **[আপনা জান আপনা মাল!!]**

পূর্বে সারাবিশ্বেই কিছু সাথী মারকাজের নুসরাতের নামে বিভিন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ থেকে হাদিয়া ও অর্থ সাহায্য গ্রহণ করতেন। এটা বন্ধ করা হয়েছে!

আগে ট্রাভেল টিকিট মারকাজ থেকে করা হত। বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্ট কমিশন বাণিজ্যের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ রুপি কামাই করে নিত। এ সবকিছুই

বন্ধ করা হয়েছে। মারকাজ খিদমতের জন্য নয় বরং দিক নির্দেশনা বা রাহবারী করার জন্য। প্রত্যেক জামাত নিজেদের প্রয়োজনীয় খিদমত নিজেরাই করবেন। নিজেদের টিকিট নিজেরাই কাটবেন। ফলশ্রুতিতে এই অসৎ বাণিজ্য বন্ধ হয়েছে।

এক কথায় , মারকাজের খিদমতে নতুন সাথীরা আসে না। পুরাতন সাথীরাই আসেন। এই খিদমত তাঁদের নেসাবের অতিরিক্ত। এর উদ্দেশ্য সাথীদের আলা দরজার তরক্কী। এখানে যাতে নফসের কোন অংশগ্রহণ না থাকে এবং সাথীরা পুরোপুরি ইখলাস ও কুরবানীর মশক করতে পারেন। সকল ধরনের আরাম আয়েশের উর্দ্ধে উঠে শুধুমাত্র আল্লহর জন্য খিদমতের দ্বারা নফসের উপরে সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে পারেন। উল্লেখ্য খানকাহর মেহনতের খোলাসাও এটাই।

এতদিন ধরে মুজাকারার পরে এখন প্রাকটিক্যালী মশক শুরু হয়েছে।

তাইঃ

ক) নফসের পছন্দনীয় খানা গুলো সরানো হয়েছে।

খ) আরাম ও বিশ্রামের সামানা কমিয়ে দেয়া হয়েছে , ব্যক্তিগত খাদেম প্রথাও বিলুপ্ত করা হয়েছে।

গ) আগে যখন মুরুব্বীরা সফরে যেতেন তাঁদের ব্যক্তিগত খাদেমগণ আগেই সেখানে যেতেন এবং তাঁদের ব্যক্তিগত চাহিদার জিনিসপত্র ব্যবস্থা করতেন। তাঁদের খাবার নির্দিষ্ট এক ধরণের হত , গাড়ি আরেক ধরণের হত, চা বিশিষ্ট ধরণের হত। এমনকি খাদেম কেমন হবে এটা নিয়েও তাঁদের আলাদা ক্রাইটেরিয়া থাকত।

মারকাজ থেকে বলা হল যে , কেউ কোথাও কোন তাকাজা পূরণ করতে যাচ্ছেন, এর মাধ্যমে তিনি কারো উপরে এহসান করছেন না। বরং তাঁদের নিজেদের জিম্মাদারী এবং নিজেদের ফায়দার নিয়তেই এই জিম্মাদারীসমূহ আদায় করা। তাই কেউ ব্যক্তিগত ভাবে কারো কাছে কিছু সওয়াল করবেন না!

সাদেগী অবলম্বন করা এবং মুজাহাদা সবকিছুই নিজের ফায়দার নিয়তে শুধুমাত্র আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। সাহাবাহ রদ্বিয়াল্লহু আনহুমদের সীরতের অনুসরণের মশক এখন বেশি বেশি অযুদে আসছে। আলহামদুলিল্লাহ।

বয়ান, কারগুজারী, হেদায়েতী কথা, আরবী তরজমা, আরবী তালীম ইত্যাদি সবকিছুই এখন মাসোয়ারার উমুর হিসাবে আসছে এবং ফয়সালা হচ্ছে। আগে এই আমল গুলোর জন্য নির্দিষ্ট কিছু লোক ছিলেন। এভাবে বেশি থেকে বেশি সাথীরা আমলের সুযোগ পাচ্ছেন । এতে একদিকে যেমন তাদের তরক্কী হচ্ছে, অন্যদিকে পুরাতন জিম্মাদার সাথীদের নফসের মুজাহাদা হচ্ছে।

একই সাথে সাথীদের বিখ্যাত হবার সুযোগ কমছে।

যদি কেউ সম্পূর্ণ ব্যাপারটি গভীর ভাবে বাসীরতের সাথে লক্ষ করেন , প্রজ্ঞা খাটান , এবং ন্যায়নিষ্ঠ ভাবে বিশ্লেষণ করেন তাহলে এই পরিবর্তনসমূহের মধ্যে অপরিসীম কল্যাণ লুকানো দেখতে পাবেন। এতে সুনিশ্চিত ভাবে নফস ও আমিত্বের কুরবানী হবে। আখেরাতের লাইনে সাথীদের অনেক আগে বাড়ার সুযোগ পয়দা হবে।

রায়বেন্ডে ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহির তরতীবের বাইরে পরিবর্তনসমূহঃ

এক,

রায়বেন্ড (পরিবর্তন): সাধারণ মানুষের এক বছর লাগানোর তাশকীল, এক বছরের জামাত পাঠানো।

নিজামুদ্দিন (উসূল): সাধারণ মানুষের জন্য চার মাসের তাশকীল হবে।

দুই,

রায়বেন্ড (পরিবর্তন): বিদেশ সফরের নূন্যতম বয়স ৪০। এর কম কেউ বিদেশে সফরে যেতে পারবেন না। ইল্লা মাশা আল্লহ।

নিজামুদ্দিন (উসূল): এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কাজের সমঝ আছে , কাজ নিয়ে চলেন এমন যে কেউ বিদেশ সফর করতে পারবেন।

তিন,

রায়বেন্ড (পরিবর্তন): পুরনোদের জোড়ে ৩-৫-৩ তরতীব।

নিজামুদ্দিন (উসূল): এমন কোন ‘লাকি নাম্বার’ তরতীব নেই।

চার,

রায়বেন্ড (পরিবর্তন): এক সাল ও আধা সালের তরতীব।

নিজামুদ্দিন (উসূল): আওয়ামদের জন্য চার মাস , উলামাদের জন্য এক বছর।

পাঁচ,

রায়বেন্ড (পরিবর্তন): মুজাকারার জামাত।

নিজামুদ্দিন (উসূল): যাওয়ার আগে হেদায়েতি বয়ান শুনা , মেহনত করে ফিরে কারগুজারী শুনানো।

ছয়,

রায়বেন্ড (পরিবর্তন): সুপ্রিম শূরা। প্রথমে রায়বেন্ডের শূরাগণ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। এরপর সুপ্রিম শূরাদের নিকট পেশ করবেন। তাঁরা এই ফয়সালাকৃত উমুর বিশ্লেষণ করবেন। তাঁরা অনুমোদন দিলেই কেবল এসব ফয়সালা বাস্তবায়ন হবে। এই সুপ্রিম শূরা রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের খোলাখুলি বিরোধিতা এবং কম্যুনিস্ট পার্টির সুপ্রিম কাউন্সিল ও পলিট ব্যুরোর সাথে চমৎকারভাবে মিলে যায়। (আমরা দাওয়াতে তাবলীগে একটা কথা সব সময়ে শুনে এসেছি , মাসোয়ারার আগে কোন মাসোয়ারা নেই, মাসোয়ারার পরেও কোন মাসোয়ারা নেই।)

নিজামুদ্দিন (উসূল): এমন কোন সুপ্রিম শূরা নেই।

সাত,

রায়বেন্ড (পরিবর্তন): পুরানো মাস্তুরাতের জোড় (স্বামীসহ) ১৫ দিনের জন্য।

নিজামুদ্দিন (উসূল): এমন কোন জোড় নেই। তবে কয়েকঘন্টার জন্য কোন পুরান সাথীর বাসায় কারগুজারী ও মুজাকারা হতে পারে। এর বেশি কিছু নয়।

আট,

রায়বেন্ড (পরিবর্তন): পুরাতন সাথী নতুন সাথীদের সাথে মশক করবে এবং তাদের কাছে মেহনত ব্যাখ্যা করবে।

নিজামুদ্দিন (উসূল): এমন কোন উস্তাদ শাগরেদ তরতীব থাকবে না। বরং সকলেই মারকাজের হেদায়েত নিয়ে জামাতের মধ্যে সাথী হয়ে চলবেন।

এভাবে আরো অসংখ্য নতুন নতুন ব্যাপার স্যাপার তারা পাকিস্তানে চালাচ্ছেন যা কেউ কোনদিন না নিজামুদ্দিনে শুনেছে আর না কেউ কোনোদিন দেখেছে।

এর মানে হল , একেবারে প্রথম থেকেই রায়বেন্ড মারকাজের অভ্যন্তরীণ এক রাজনৈতিক চক্র তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডাই বাস্তবায়ন করে চলেছে। এজন্য না তারা নিজামুদ্দিনে কোন মাসোয়ারা করেছে , আর না তারা একটিবার জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করেছে।

এই গভীর দুঃখ নিয়েই হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি বলেছিলেন, “*রায়বেন্ডের হযরতগণ কখনো আমাদের আমীর হিসাবে গণনাই করেন নি। বরং আমরাই যেচে তাঁদের সাথী/মামুর হিসাবে রেখে চলেছি।*”

আমরা যদি এই বাক্যের শব্দগুলো গভীর ভাবে খেয়াল করি, সারা আলমের জিম্মাদার হৃদয়ে কত গভীর দুঃখ এবং কষ্ট নিয়ে কথা গুলো বলেছেন।

রায়বেন্ড মারকাজের খ্যাতিঃ

এ কথা বিশ্বব্যাপী বেশ ছড়ানো হয়েছে যে , মারকাজ নিজামুদ্দিন হল ভারতবর্ষের মারকাজ, আর বিশ্বের মারকাজ হল রায়বেন্ড।

গোদরাতে ১৯৭৮ সালে পুরানোদের জোড়ে হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহি আক্ষেপ করেন , “*ভারতের ব্যাপারে ভাবনা হচ্ছে, সারা দুনিয়ার জন্য রায়বেন্ড রয়েছে!*’

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহমাতুল্লহি আলাইহির অন্যতম খলীফা মাওলানা ইউসুফ মুত্বলা দামাত বারকাতুহুম সম্প্রতি বলেছেন, এক স্বপ্নে রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রায়বেন্ডের লোকদের 'রাজনৈতিক চক্র' হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন।

আলমী শূরা এবং রায়বেন্ডঃ

রায়বেন্ড মারকাজে ঘাপটি মেরে থাকা ঐ রাজনৈতিক চক্রই কথিত আলমী শূরা অযুদে আনার কারণ হয়।

কোন অপশক্তির কারণে হোক বা অভিমান করে হোক বা ইখতিলাফের কারণে হোক, মোদ্দা কথা যেভাবেই হোক কিছু হযরত নিজামুদ্দিন মারকাজ থেকে বের হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁরা চলে যেতে না যেতেই রায়বেন্ডের রাজনৈতিক চক্র তাঁদের লুফে নিয়েছে নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য। তারা আশা করেছিল তাদের প্রায় ৫০ বছরের স্বপ্ন সাধনা এই আলমী শূরার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। এই কাজে তারা নিজামুদ্দিনের ক্ষুব্ধ হযরতদের ব্যবহার করে। এ যেন রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের বাস্তবায়ন , দল ত্যাগকারী বকরীকে বাঘে খাইয়া ফেলে। নিজামুদ্দিনের এই হযরতগণ নিজামুদ্দিন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে না হতেই এই অশুভ চক্রের খপ্পরে পড়েন। ফলশ্রুতিতে সারা দুনিয়াতে ফিৎনা ছড়িয়ে পড়ে। হযরতদের প্রতি আমাদের সবিনয় প্রশ্ন , তাবলীগের নাহাজ কি ফিৎনা ছড়ানো?

সেই স্বপ্নে এই লোকগুলোকে রাজনৈতিক চক্র হিসাবে অভিহিত করা হয়ে ছিল। ওদের সাথে কি এই মেহনতের আদৌ কোন সম্পর্ক আছে!

এটা ছিল যাকারিয়া রহমাতুল্লহি আলাইহির মত মহান ব্যক্তিত্বের দূরদৃষ্টি সম্পর্কিত, বাস্তবে বহু পূর্বেই এদের রাজনৈতিক চক্রের সাথে তুলনা করে উম্মতকে সতর্ক করা হয়েছিল।

এরাই আজ বিশ্বব্যাপী প্রোপাগান্ডা করে বেড়াচ্ছে যে মাওলানা সাদ সাহেব পূর্ববর্তীদের মানহাজ হতে সরে গেছেন। অথচ বাস্তবে এরা সেই শুরু থেকেই মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহির মাসলাক থেকে যোজন যোজন দূরত্ব বজায় রেখে আসছে!

খারেজীদের মহা পরিকল্পনাঃ

হযরত আলী রদ্বিয়াল্লহু আনহুর জামানায় খারেজীরাও একই রকম বিশ্বব্যাপী এক বিভেদমূলক, ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্রের পায়তারা করেছিল। তা ছিল তৎকালীন প্রধান তিন মারাকিজ ধ্বংস করা।

১. মুআউইয়া রদ্বিয়াল্লহু আনহুর দামেস্ক,
২. আলী রদ্বিয়াল্লহু আনহুর কুফা,
৩. আমর ইবনুল আস রদ্বিয়াল্লহু আনহুর মিশর।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আততায়ী পাঠায়। তাদের বলে দেয়া হয়েছিল, এই তিনজন নিজ নিজ স্থানে ফজর পড়ায়। নামাজের মধ্যেই এদের হত্যা কর।

কুফাতে আব্দুর রহমান বিন মুলজিম হযরত আলী রদ্বিয়াল্লহু আনহুর উপর হামলা করে, তিনি শহীদ হন।

দামেস্কে হযরত মুআউইয়া রদ্বিয়াল্লহু আনহু ফজরের নামাজে আহত হন।

মিশরে হযরত আমর ইবনুল আস রদ্বিয়াল্লহু মারাত্মক জ্বরে ভুগছিলেন। তাই তাঁর স্থলে অন্য একজন ফজর আদায় করান। আততায়ী যেহেতু চিনত না, তাই ভুলক্রমে তাঁকেই শহীদ করে দেয়।

এই তিনটি ঘটনাই একই দিনে সংঘটিত হয় , এবং প্রতিটিই ফজরের ওয়াক্তে।

এই চক্রান্তও (পাকিস্তানে গঠিত খবিসা আলমী শূরা ফিৎনা) একই রকম ... একই দিনে, ১১ আগস্ট ২০১৭ , নিজামুদ্দিন প্রত্যাখ্যান করে ব্যাঙ্গালোর আলমী মারকাজ করে ঘোষণা আসে। ঘোষণাটি একই সাথে বৃটেন, মুম্বাই, পানামা, ত্রিনিদাদ, বার্বাডোজে ও ব্যাঙ্গালোর থেকে করা।

ঘোষণার আগে মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা থেকে অনুমতি চাওয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান তিনি ক্ষোভ এবং গোস্বার সাথে দৃঢ় জবাব দেন , "*আমাদের একটাই মারকাজ এবং সেটা নিজামুদ্দিন। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোথাও আলমী মারকাজ হবে না।*"

হ্যাঁ, মাওলানা সাদ সাহেবের সাথে কিছু মতভিন্নতা ছিল এবং তা এখনো আছে। কিন্তু নিজামুদ্দিন বাদে কোথাও আলমী মারকাজ হবে না। মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবের এই কথায় তাদের চক্রান্ত ভেস্তে যায়। তাদের ঘোষণাগুলোও গুরুত্ব হারায়। দামাত বারকাতুহুম।

ব্রিটেনের ইসহাক প্যাটেল সাহেবের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। ইসহাক সাহেবের অন্যান্য শূরাদের সাথে মাসোয়ারা না করেই এত দ্রুত আলমী শূরাদের সাথে কাজ করার ঘোষণা কাকতলীয় নয়। বরং এটা উম্মত বিধ্বংসী আলমী শূরাদের পরিকল্পনা মাফিকই হয়েছে। তারা তাকে এভাবেই প্রস্তুত করে রেখে ছিল।

এই ঘোষণার পরে ইসহাক প্যাটেল সাহেব সাধারণ সাথীদের এত অবজ্ঞা পেয়েছেন যে, তাঁর যদি পথের ধুলাকণার মতোও আত্মমর্যাদাবোধ থাকত , তিনি উড়ে যেতেন , ডিউজবেরিতে কখনো ফিরে আসতেন না। এটা আসলে যার যার বুঝের উপরে নির্ভর করে।

হযরত বিলাল রদ্বিয়াল্লহু আনহুকে এই সম্মানের কারণেই আবু সুফিয়ান রদ্বিয়াল্লহু আনহুয়ের উপর প্রাধান্য দেয়া হত যে , তিনি আবু সুফিয়ান রদ্বিয়াল্লহু আনহুর চেয়ে আল্লহর রাস্তায় আগে এবং বেশি জান মাল কুরবানী দিয়েছেন। এ কারণে আবু সুফিয়ান রদ্বিয়াল্লহু আনহু আল্লহর রাস্তায় বের হন। তিনি কখনো আর হিজাজ ভূমিতে ফিরে আসেন নি। অথচ ইসহাক প্যাটেল সাহেব এমনই এক ব্যক্তি যে , এত নাকাল সত্ত্বেও একগুঁয়েমির উপর অটল থাকেন। এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, "তুমি যদি নির্লজ্জ্ব হও তবে যা খুশি তাই করতে পারো।"

আবরাহার পরিকল্পনা – ইয়েমেনের শাসকঃ

আবিসিনিয়ার তৎকালীন শাসকবর্গ আবরাহাকে ইয়েমেনের গভর্নর বানায়। তাঁর ভূমিকা ছিল মিশনারী টাইপের , নাসরানী ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা। ইয়েমেনের লোকেরা আবিসিনিয়ার রাজার কাছে ছিল একটা উপহারের মত। ইয়েমেনের লোকেরা ছিল আরবীয়। তাদের হৃদয় ছিল বায়তুল্লাহর মুহব্বাতে ভরপুর। যে কারণে তারা দ্বীনী ইব্রাহীমের উপরে দৃঢ় ছিল।

তৎকালীন নাসরানী/খ্রিষ্টান আলেম ও মাশায়েখগণ ইয়েমেনের লোকদের কাবা শরীফ সফর করা থেকে ফিরানোর জন্য কয়েকটি প্রস্তাব দিল। এর মধ্যে কয়েকটি :

ক) বায়তুল্লাহর বিভিন্ন দোষ বানিয়ে বয়ান করা যাতে মানুষের অন্তরকরণ প্রভাবিত হয়।

খ) বায়তুল্লাহর অধিবাসীদের সুনাম নষ্ট করা।

গ) মক্কার সুনাম ও পরিবেশ নষ্ট করা যাতে মানুষ সেখানে যেতে ক্ষান্ত হয়।

এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য যারপরনাই চেষ্টা করা হয় কিন্তু ফলাফল শূন্য । তাই গভর্নর ও পাদ্রীগণ আবারো সম্মেলন করল। এ দফা সিদ্ধান্ত নিল মক্কা মুকাররমার বায়তুল্লাহর মত এখানেই একটা বানানো হোক। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। পরিকল্পনা মাফিক বানানোর পরে ঘোষণা দেয়া হল আল্লহর সন্তুষ্টির মূল ভিত্তি হল তাওয়াফ। এই তাওয়াফ এখন আর মক্কা মুকাররমা যাওয়া জরুরি নয় বরং ইয়েমেনেই করা যাবে। বলাবাহুল্য এতেও কোন কাজ হয়নি।

এরপর আবার রেজুলেশন পাশ হল , একটাই অপশন বাকি আছে তা হল জমিন থেকে কাবা তুলে ফেলা। নাউজুবিল্লাহ। এরপর আবরাহা বিরাট হস্তিবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হয়।

কথিত নাহাজ পূজারী ফিৎনায়ে খবিসা আলমী শূরা প্রতিটি স্টেপে আজ আবরাহার সুন্নত ও নাহাজই অনুসরণ করছে।

ক) নিজামুদ্দিন মারকাজের গুরুত্ব ও সম্মান হানী করার চেষ্টা করা যেমন আবরাহা কাবার সাথে করেছিল।

খ) আবরাহার মত নতুন মারকাজ বানানোর চেষ্টা করা যেমন দিল্লী, মুম্বাই, ব্লাকবার্ন, সুরাট, নেরুল আরো কত! সব জায়গাতেই তারা ব্যর্থ হয়েছে।

কথিত আলমী শূরার লোকজন মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবকে ফজরের পরে নেরুল মারকাজে বয়ান করতে বলল যেভাবে তিনি নিজামুদ্দিনে বয়ান করতেন। তিনি কথাটিতে আপত্তি করেন। বলেন , "মারকাজ নিজামুদ্দিন, নেরুল নয়।"

গ) আবরাহা গং এর কাবার বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডার মতোই এই খবিসা ফিৎনা আলমী শূরার আলেমগণ নিজামুদ্দিনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথা বলত। যেমন:

১. নিজামুদ্দিন কোন মারকাজ নয়। বরং এটা একটা দরগার মত। ইলিয়াসী খান্দানের লোকজন এর খাদেম।

২. মেহনতই আসল , মারকাজ কিছু না । (আবরাহা বলত তাওয়াফই আসল, মক্কা যাবার দরকার নেই।) মারকাজ তৈরি হয় আবার শেষও হতে পারে। মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবের বয়ানেও এসব কথা বলা হচ্ছে।

ঘ) এসব নতুন মারকাজের দ্বারা তাদের সাফল্য আসেনি। তাই তারা আবরাহার সুন্নতের অনুকরণে এই আলমী শূরা গং আসল মারকাজ নিজামুদ্দিনের বিরুদ্ধে উঠে পরে লেগেছে।

নিজামুদ্দিন মারকাজ ধ্বংসের জন্য এই খবিসা ফিৎনা আলমী শূরার লোকজন কিছু দুর্বৃত্ত ভাড়া করেছিল। কিন্তু সাধারণ সাথীরা এই দুর্বৃত্তদের প্রতিহত করে এবং এরা মূল মারকাজে ঢুকতে পারে নি।

ঙ) এরপরে একটি ক্যু এর এ্যাটেম্পট (উদ্যোগ) নেয়া হয়। আলমী শূরা গং মৌলভী ইয়াসীন মেওয়াতীকে নিয়ে আসে। তাকে একটি রুমে রাখা হয় এবং বলা হয় কোন পরিস্থিতিতে মারকাজ ত্যাগ না করতে। সে

সেখানে অনেক ঝামেলার হোতা। অবশেষে পুলিশ তাকে মারকাজ থেকে সরিয়ে দেয়।

এরপর মৌলভী ইয়াসীন লম্বা আইনি লড়াই করতে কোর্ট কাচারীতে অনেক দূর পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করে। কিন্তু সে পরাস্ত হয় এবং তাকে মারকাজে নিষিদ্ধ করা হয়।

সীরতের চির স্মরণীয় একটি অধ্যায়।

বদরের ঘটনাঃ

মক্কার কুরাইশদের কথা স্মরণ করুন যারা আবু জাহেলের নেতৃত্বে সর্ববিধ্বংসী নেশায় মাদীনা আক্রমণ করতে গিয়েছিল , সম্পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত হয়ে এবং সাথে উজ্জীবনকারিণী গায়িকা মহিলাদেরও নিয়েছিল। তাদের মিশন – মুসলমান এবং মদীনার ইসলামী জিন্দেগী ধ্বংস করা।

একই ভাবে, এই অশুভ আলমী শূরা ফিৎনা পাকিস্তান ত্যাগ করেছিল তাদের ব্লাকবার্ন ইজতেমা সফল করতে।

নিচের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন,

১) তারা নেরুল যায়। সেখানে গিয়ে কয়েকদিন অবস্থান করে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের চেষ্টা করে। পরবর্তীতে সরকার তাঁদের বহিষ্কার করে।

২) সেখান থেকে যাওয়ার পরে তারা কোন পূর্বনিমন্ত্রণ ছাড়াই জর্ডানে যায়, যেন তারা মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা সাহাবের জামাতের সাথী। কিন্তু আরবগণ তাঁদের সম্মানে চলে যেতে অনুরোধ করেন। কিস্তি ৪৩৪

৩) এরপর তারা পর্তুগাল পৌঁছে। এখানে তারা কিছুটা রিলাক্স করেন যেহেতু সেখানে প্রকৃত পক্ষে তাবলীগের তেমন মেহনত নেই। সারা দুনিয়া অনেক জামাত দেখেছে , অনেক জামাতের সাথে চলেছে কিন্তু কখনো পর্তুগালের জামাত দেখা যায় নি। সেখানে ইউরোপের নামে ৩০০ এর মত মজমা হয়েছিল, কোন জামাত বের হয়নি।

৪) তারা এক/দুই দিনের জন্য ফ্রান্সে অবস্থান করে। কোন জামাত বের হয় নি।

৫) তারা ব্লাকবার্ন ফিরে আসে এবং বুধবারে দারুল উলুমে উলামা জোড় রাখে। বহু কষ্টে মাত্র ২০০ জন জমা হয়েছিলেন। কোন জামাত হয়নি।

যত জামাত তারা গঠন করতে পেরেছিল সবই ছিল ভারত পাকিস্তান থেকে।

আলমী শূরাদের বাংলাদেশের কম্যান্ডার-ইন-চিফ কারী যুবায়ের সাহেবকে ভিসা দেয়া হয় নি।

তারা এমন লোককেও রেহাই দেয়নি , যিনি এতটা বয়স্ক, অসুস্থ ও দুর্বল, এবং নিয়মিতভাবে শক্তিশালী ওষুধের অধীন থাকেন ; মাওলানা এহসান সাহেব দামাত বারকাতুহুম। এই সফরগুলির বেশিরভাগ দিনই তিনি ঠিক মত চেতনাও রাখতে পারতেন না। এরপরও তাঁকে কানাডা থেকে নিয়ে আসা হয়, যেন পাকিস্তানী কমিউনিটির মধ্যে যারা আলমী শুরার প্রতি কিছুটা দুর্বল তারাও যাতে নিজেদের লোক মনে করে অংশগ্রহণে আগ্রহী হয়। যদিও এতে কোন ফায়দা হয়নি। সত্যিকার অর্থে কোন জামাত বের হয়নি।

৬) মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা সাহেব বার্মিংহামে মারকাজে যেরারে বয়ান রাখেন। [আসল মারকাজ ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসের বিরোধীতায় এই মারকাজ বানানো হয়] এই মারকাজে যেরারে ১০০ এর মত লোক জমা হয়। তাঁদের এই জমায়েতে একই সময়ে আসল মারকাজের শবে জুমার মজমায় কোনই আসর পড়েনি। সেখানে স্বাভাবিক মজমাই ছিল। অন্যত্র (মারকাজে যেরারে) মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবের মত ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিও মুল মারকাজের মজমার উপস্থিতি কমাতে পারে নি।

৭) ১৪ই জুলাই কথিত আলমী শূরার পক্ষে লন্ডনে উলামা জোড় ছিল। অনেক কষ্টের পরেও ২০ জন লোক জড়ো করা যায় নি। যেমন মাওলানা আবরারুল হক হরদুঈ রহমাতুল্লহি আলাইহি মাঝে মাঝেই বলতেন , "*তারকা যখন অক্ষচ্যুত হয়, তখন সে জ্যোতি হারায়।*" মনে হচ্ছে ইব্রাহীম সাহেবের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। (মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবও এতো ছোট মজমা দেখে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। অডিও আছে।)

তাই একেবারে মক্কার কুরাইশদের মতোই যারা বেশ উদ্ধত এবং উৎফুল্ল অবস্থায় মদীনায় এসেছিল কিন্তু সম্পূর্ণ পর্যদুস্ত হয়ে ফিরে যায়। এই ফিৎনায়ে খবিসা আলমী শূরা এবং তাদের ভ্রমণের ক্ষেত্রেও সেই একই জিনিস প্রমাণ হল।

ইজতেমা যেহেতু কতগুলো জামাত খুরুজ হল এর দ্বারা বিচার করা হয় , তাই তাদের খুরুজের অভাবই একটা প্রকাশ্য নিদর্শন যে তারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

এটা সারা বিশ্বের সামনেই হয়েছে। এবং এটা পরিষ্কার সাক্ষ্য দিয়েছে যে আল্লহ তায়ালা যাকে বেইজ্জত করেন কেউ তাকে সম্মান দিতে পারে না। (সূরা হজ্জ:১৮)

এতো শক্তিশালী ফিৎনা! কিন্তু মুখলিসীনদের দুআর বিরুদ্ধে তেমন প্রভাব ফেলতে পারে নি, যতটা ইসলামের শত্রুরা আশা করেছিল।

আল্লহ তায়ালা নিজামুদ্দিন মারকাজ , হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেব , নিজামুদ্দিনের শূরাগণ এবং নিজামুদ্দিনের অনুসরণকারী সকল সাথীদের হেফাজত করুন। আমীন।

মসজিদে যেরারের তুল্য ব্লাকবার্ন ইজতেমাঃ

("আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ জিদের বশে এবং কুফরীর তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ঐ লোকের জন্য ঘাটি স্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে , আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে , আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লহ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক।" সূরাহ তাওবাহ : ১০৭ – বঙ্গানুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রহিমাহুমুল্লহ)

এই আয়াতে কয়েকটি বিষয় স্পষ্টঃ

- এই মসজিদ একটি অভিসন্ধি নিয়ে বানানো হয়। তা হল নিজেদের অসাধু স্কীম বাস্তবায়ন করা।
- মুসলমানদের শারীরিক এবং মানসিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করা।
- অবিশ্বাস ছড়ানো যেমন ইসলামের পরিপন্থী কথা ও মতবাদ ; মিথ্যাচার; বিভক্তি সৃষ্টি করা, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য, পারস্পরিক ঝগড়া ও ঘৃণা ছড়ানো।

ব্লাকবার্ন ইজতেমার কার্যক্রমও মসজিদে যেরারের সমতুল্যই ছিল। এই ইজতেমার দ্বারা একটি অমুসলিম দেশে ইসলাম ও মুসলমানদের পজিটিভ ইমেজ এবং বিশ্বাস যোগ্যতা ক্ষুন্ন হত। এভাবে মাসোয়ারা ছাড়া হঠাৎ বিশাল জমায়েত অমুসলিম ও প্রশাসনের মধ্যে একটি ভীতি ছড়িয়ে দিত। তারা কুরআনের আয়াতের অনুকরণে বলেছেন আমরা কল্যাণের জন্য একত্রিত হয়েছি। এভাবে মুসলমানদের ব্যাপারে একটি অমুসলিম দেশে ভীতি, সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছড়িয়ে তারা কল্যাণ করেছে বটে!

মসজিদে যেরারের লোকেরাও এমনই বলত যে, তারা কল্যাণের জন্য জমা হচ্ছে। রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাহ রদ্বিয়াল্লহু

আনহুমদের বললেন কাঠ সংগ্রহ করতে এবং তাদের এই মসজিদ জ্বালিয়ে দিতে কেননা তারা বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য সেখানে জড়ো হচ্ছে। তাই সাহাবাহ কেরাম রদ্বিয়াল্লহু আনহুম ঐ মসজিদ জ্বালিয়ে দিলেন যেখানে বিশেষ শ্রেণীর লোক একত্রিত হত। মসজিদে যেরারের লোকগুলো মুসলিম হিসাবেই সমাজে চলত কাফের নয়।

এই ইখতিলাফের কুফল এতই জঘন্য ছিল যে , যখন এক সাহাবী পরবর্তীতে ঐ স্থানে বাড়ি বানান , তিনি নিজেই বলেন , আমি যতক্ষণ সেখানে ছিলাম আমার বেশ বেবরকতী হচ্ছিল। সন্তানাদি নিয়ে বেশ পেরেশান থাকতাম। এমনকি পাখিরাও বেশ ভয়ে থাকত। আমি যতক্ষণ সেখানে ছিলাম একটি পাখিকেও সেখানে বাসা বানাতে দেখিনি। এটাই ছিল মুখালিফাতের উপরে বানানো এই মসজিদের বিষাক্ত ফলাফল। স্বাধীন ভাবে কোথাও জড়ো হওয়াটাই মুখালিফাত। মুসলমানের সবকিছুই আমীর ও মাসোয়ারার অধীন।

মুসা আলাইহিস সালামের উপর তোহমতঃ

সূরাহ কসসের ৮১ নম্বর আয়াতের নিকটবর্তী অনুবাদ , “আমরা মাটিকে বললাম ওকে (কারুনকে) গিলে ফেল।”

কারুন মুসা আলাইহিস সালামের যাকাতের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করল। বরঞ্চ তাঁকে অসম্মানিত করার জন্য এক মহিলাকে ভাড়া করল মুসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়ার জন্য।

মুসা আলাইহিস সালাম রাগান্বিত হলেন। এবং যখন ঐ মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন সে ভয় পেয়ে গেল এবং আসল সত্য প্রকাশ করে দিল যে, কারুন তাকে টাকা দিয়ে এই কাজ করতে বলেছে। মুসা আলাইহিস

সালাম আল্লহর কাছে দুআ করলেন। আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কারুনকে মাটির মধ্যেই ডুবিয়ে দিলেন।

কারুনের পদাঙ্কই ওরা অনুসরণ করল। ইয়াসীন মেওয়াতী গং হালিমা নামে এক মহিলাকে ভাড়া করে হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে তোহমত দেয়ার জন্য। এবং এটা তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণা চালায়। তবে এতে হিতে বিপরীত হয়েছে|

মূলতঃ হিন্দুস্তানে আলমী শূরার প্রতি যে সামান্য কিছু সহানুভূতি বাকি ছিল তাও এই অপকর্মের কারণে খতম হয়ে যায়। বলা চলে এটা ছিল হিন্দুস্তানে আলমী শূরার কফিনে শেষ পেরেক। খুব শীঘ্রই দাফন হবার পথে। (হযরত মাওলানা মাহমুদ গাঙ্গুহী রহমাতুল্লহি আলাইহির বিশিষ্ট খলীফা দারুল উলূম দেওবন্দের প্রবীণ মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসুফ তাওলি দামাত বারকাতুহুম পূর্বেই এমন ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন।) অনেক সাধারণ আলেম এবং মুফতি যাদের দাওয়াতের মেহনতের সাথে কোনই সম্পর্ক নেই তারাও সোচ্চার হন এবং মুখ খুলেন। এ ব্যাপারে আমরা প্রচুর অডিও ক্লিপ পেয়েছি।

আলমী শূরার বুযুর্গগণ আমাদের কাছে শ্রদ্ধেয় , এর অনুসারীগণ আমাদের ভাই। আমরা তাদের সাথে নিয়েই জান্নাতে যেতে চাই। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন রাগ বা শত্রুতা নেই। কিন্তু আমরা একেবারেই দুঃখিত , তাদের কর্মকান্ডের কারণেই বলতে বাধ্য হচ্ছি তাদের কার্যক্রমের মধ্যে মোটেই পূর্ববর্তী তিন হযরতজীর নাহাজের কোন নমুনা দেখা যাচ্ছে না। বরং কারুন, আবরাহা ও আবু জাহেলের নাহাজের পরিপূর্ণ অনুসরণ দেখা যাচ্ছে। তারা পূর্বের তিন হযরতজী বলতে কাদের বুঝাচ্ছেন তা পরিষ্কার

নয়। তাছাড়া তাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন কার্যকলাপ উম্মত বিধ্বংসী খারেজী ও মসজিদে যেরারের বিভীষিকাময় স্মৃতিই স্মরণ করিয়ে দেয়।

(এই অংশটুকু অনুবাদক জামাতের পক্ষ থেকে)

১. হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহির বাণী:

• "আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেহেতু এই মারকাজ বানিয়েছেন (বাংলাওয়ালী মসজিদ, হযরত নিজামুদ্দিন বসতি) তাই আপনাদের সকল বিষয় এই মারকাজের সাথেই সম্পৃক্ত করবেন। যখন সাহাবাহ কেরাম রদ্বিয়াল্লহু আনহুমদের মধ্যে কোন মতভিন্নতা বা সন্দেহ দেখা দিত তখন তাঁরা অনতিবিলম্বে কেন্দ্র তথা মারকাজের শরণাপন্ন হতেন। যখন মারকাজ খতম হয়ে যায় , এই মেহনতও খতম হয়ে যায়। "
(দাওয়াত কি বাসীরত, পৃষ্ঠা ৩৮)

উর্দুঃ

"جب مرکز) بنگلہ والی مسجد حضرت نظام الدین نئ دہلی (ھللا نے بنایا تو مرکز سے رجوع کریں ، صحابہ میں اختالف ھوتے تھے تو مرکز سے رجوع کرتے تھے ، جب مرکز ختم ھوجاتا ھے تو کام ختم ھوجاتا ھے "!!.......... موالنا سعید احمد خانصاحب مکی رحمہ ھللا

(38 دعوت کی بصیرت(

• নিজামুদ্দিন সকল মারকাজের মাতৃতুল্য এবং নতুন না পুরাতন কোন সংগঠনই এর অবস্থান ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজেই এই মারকাজ হেফাজত করবেন ইনশাআল্লহ । এই মেহনতের সকল কর্মীদের মারকাজ নিজামুদ্দিনের পূর্বের এবং বর্তমান হযরতদের চিঠি ও মালফুজাত পড়া এবং গাইডলাইন অনুসরণ করার জন্য

উৎসাহ দেয়া যাচ্ছে যাতে মেহনতের জন্য পর্যাপ্ত খোরাক পাওয়া যায় এবং তরক্কী অর্জিত হয়।

২. নিচে আরো কিছু কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে আমরা হাফেজ ইয়াসীর সাহেব দামাত বারকাতুহুম এর মুজাকারা থেকে নির্বাচিত অংশ প্রকাশ করেছিলাম। এই কথাগুলো সেই বয়ানে ছিল। যা ইতিমধ্যেই আপনারা পেয়ে থাকবেন।

হিমাচল প্রদেশের মাসিক জোড় থেকে –

• হযরতজী মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লহি আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি জুমায় শরীক হয় না সেও আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে ক্ষমা পেতে পারে। কিন্তু যে রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বিভক্ত করার কারণ হয় আল্লহ তাকে ক্ষমা করবেন না।

• এটাই বাস্তবতা যে , দুনিয়ার কোন শক্তি নিজামুদ্দিন মারকাজের বিরোধিতায় সক্ষম নয়। ভারত যখন স্বাধীন হয় , তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মারকাজের উপরে কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে চেয়েছিলেন। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব তাঁকে বললেন যে , তিনি তাঁর খুশি মত যে কারো বিরোধিতা করতে পারেন , কিন্তু নিজামুদ্দিন মারকাজের উপরে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে গেলে তিনি টিকতে পারবেন না , সফল হতে পারবেন না। কারণ আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজামুদ্দিন মারকাজ মনোনীত করেছেন।

• হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহি এই কাজ শূরাইয়াতের মাধ্যমে চালাতে চেয়েছিলেন , এই কথা এত বছর পরে আপনারা বুঝলেন! অথচ তাঁর মনোনীত ১০ ব্যক্তি বুঝলো না! তাঁরা ১০

জন কেন নিজেদের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক ফয়সাল প্রথা অবলম্বন করলেন না? আমীর ছাড়া শূরা কিভাবে হয় ? হযরতজী সারা জীবন সীরতের অনুসরণ করার পরে কি মৃত্যুর আগে একটি শরীয়ত বিরোধী কাজ করে গেলেন ? নাউযুবিল্লাহ।

• রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস , যে জামাতের আমীর নেই তাদের আমীর শয়তান। তাই , আলমী শূরার বুযুর্গদের কাছে বিনীত প্রশ্ন আপনাদের আমীর কে ? কুরআন হাদীসের সর্বত্রই আমীরের উল্লেখ আছে। কুরআনের মাত্র দুই জায়গায় শূরার উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানে মাসোয়ারার কথা বলা হয়েছে, শূরাইয়াত কায়েম করার কথা বলা হয় নি।

• এরপর অভিযোগকারীরা অভিযোগ উঠাচ্ছেন মেহনত মূল মানহাজ থেকে সরে গেছে। তাদের কাছে বিনীত প্রশ্ন, কিভাবে মানহাজ থেকে সরে গেল? এই কাজের মানহাজ হল সাহাবাহ রদ্বিয়াল্লহু আনহুমদের সীরত। মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লহি আলাইহিকে এই কাজের উসূল ও নাহাজের উপরে কিতাব লেখার অনুরোধ জানানো হলে তিনি হায়াতুস সাহাবার দিকে ইঙ্গিত করেন। যখন হায়াতুস সাহাবা ও মসজিদওয়ার পাঁচ আমল চালু হল তখন কেউ দাবি তুলেন নি যে , সংশ্লিষ্ট হযরতজী মেহনত আগের হযরতজীদের থেকে সরিয়ে নিচ্ছেন। এখন হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেব মুন্তাখাব হাদীসের তালীম ও মসজিদ আবাদীর মেহনত করতে বলছেন আর অমনি আপনাদের গাত্রদাহ শুরু হল!

• দাওয়াত তালীম ইস্তেকবালের নামে মসজিদ আবাদের যে মেহনত তা মসজিদে নববীর আমল ছিল। মসজিদে তালীম হত এবং সাহাবাহ কেরাম রদ্বিয়াল্লহু আনহু বাজারে যেতেন গাশত করতেন। আমরা এই আমল

পূর্বের হযরতদের জন্য করছি না বা মাওলানা সাদ সাহেবের জন্যও করছি না। আমরা এই আমল এজন্যই করছি যে , আমরা শেষ নবী রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। আমরা ব্যক্তিপূজা হিসাবে এই আমল করছি না বরং তিনি আমাদের আমীর এবং আমীরের আনুগত্য ওয়াজিব। বরং যারা পূর্বের হযরতজীদের দোহাই দিয়ে বর্তমান আমীরের অবাধ্য হয় এবং রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল অস্বীকার করে তারাই প্রকৃত ব্যক্তিপূজারী।

• যারা নাহাজের ব্যাপারে কথা বলছেন তাদের একটি জিনিস স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। পূর্বের হযরতজীদের আমলে একজনই সবসময় ফজরের বয়ান করতেন। কিন্তু মাওলানা সাদ সাহেব এই আমল বন্টন করেছেন। মাওলানা সাদ সাহেব ছাড়াও মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব , মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব এবং মাওলানা ইয়াকুব সাহেবও প্রতিনিয়ত পর্যায়ক্রমে এই আমল করতেন। এই ব্যাপারে তো নাহাজ পরিবর্তন হয়েছে। হয়েছে না ? তো, এই ব্যাপারে কেউ অভিযোগ করেছেন না কেন ? সবাই বয়ানের সুযোগ পেয়েছেন বলে? নিজেদের চাওয়া পুরা হলে চুপ থাকবেন, অন্যথায় আপত্তি করবেন যে নাহাজ পরিবর্তন হয়েছে! এটাই কি নাহাজ নিয়ে আপনাদের শোরগোলের রহস্য!

• শেষ অস্ত্র দারুল উলূম দেওবন্দের কথিত ফতোয়া। এই ফতোয়া নিয়ে যদিও অনেক কথা হয়েছে। দারুল উলূমের আকাবিরগণই বিভিন্ন সময়ে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু সবকিছু বাদ দিয়ে আপনাদের মতানুসারেই হুবহু ঐ বক্তব্যই যদি ধরি , আমাদের একটু মেহেরবানী করে বলুন এই ফতোয়ার কোথায় বলা আছে যে , মাওলানা সাদ সাহেব আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত থেকে খারিজ হয়ে গেছেন ? কোথায় বলা আছে যে ,

নিজামুদ্দিন যাওয়া যাবে না ? কোথায় বলা আছে যে , মাওলানা সাদ সাহেবকে আমীর হিসাবে মানা যাবে না?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তো অনেক আছে , আরো নতুন নতুন ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। কিন্তু খালি চোখেই যদি দেখি, মাওলানা সাদ সাহেব তো প্রচলিত মতের বিপরীতে যে কথা গুলো বলেছিলেন (সহীহ হওয়া সত্বেও দারুল উলূমের পরামর্শক্রমে) সে সবকিছু থেকেই তিনি নিঃশর্ত রুজু করেছেন এবং এরপর কখনোই ঐ সব প্রসঙ্গে কোন কথা বলেন নি। এমনকি দারুল উলূম নিজেও পরবর্তী আর কখনোই কোন বয়ান নিয়ে প্রশ্ন তুলেন নি।

এরপরও এই ভাঙা ঢোল টা কেন বাজিয়ে চলেছেন?

• এভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এক সম্মানিত আল্লহর বান্দাকে নিয়ে দ্বীন ও সত্যের বিপরীত গেম অব ট্রিক্স খেলা হচ্ছে। অথচ উম্মতের কাছে দ্বীন পৌঁছানোর জন্য তাঁর এবং তাঁর খান্দানের যে কুরবানী ও মেহনত, তার নজীর বর্তমান জামানাতে আর একটিও নেই।

ফিরে দেখা টঙ্গী ইজতেমা ২০১৮

প্রারম্ভিকা

হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহির খাদেম এবং তাঁর মাসোয়ারায় লন্ডনে হিজরতকারী মাওলানা মেহবুব সাহেবের ৩০১ ও ৩০২ নম্বর কিস্তির অবলম্বনে এ পর্যায়ে আমরা একটি বিশেষ সিরিজ

প্রকাশ করছি , ২০১৮ টঙ্গী ইজতেমায় পর্দার অন্তরালে আসলে কি হয়েছিল?

মাদানী পরিবার ও বাংলাদেশঃ

বাংলাদেশে মাদানী পরিবারের ব্যপক প্রভাব রয়েছে। অতি সম্প্রতি টঙ্গীর উদ্দেশ্যে মাওলানা সাদ সাহেবের ঢাকা সফরের সময় এই প্রভাব কাজে লাগানো হয়েছে।

বাংলাদেশে উলামাকেরামদের রাজনৈতিক অংশের ২০১২-১৩ সালের নাস্তিক বিরোধী গণআন্দোলনের পরে সরকারের সাথে আলেমদের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। পরবর্তীতে এই সম্পর্কের উন্নয়নের জন্য মাদানী পরিবারের এই প্রভাব কাজে লাগানো হয়।

বাংলাদেশের যে সকল উলামাকেরাম নিজামুদ্দিন মারকাজ ও মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন তাঁরা বেশিরভাগই মাওলানা আরশাদ মাদানী বা মাদানী পরিবারের ঘনিষ্ঠজন। এই উলামাকেরাম যাঁরা ছাত্র ও সাধারণ মাদ্রাসা শিক্ষকদের রাস্তায় নামিয়ে ছিলেন তাঁদের ব্যাপারে খুব ভালোভাবেই জানা আছে যে, তাঁদের পূর্বে কখনো তাবলীগের ধারে কাছেও দেখা যায় নি। তাবলীগের নেতৃত্ব দখলের এই প্রক্রিয়ায় আলমী শূরার সমর্থকগণ এটাও পরোয়া করেন নি যে , এর দ্বারা দারুল উলূম এবং উলামায়ে দেওবন্দের মর্যাদাহানী হচ্ছে।

মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে উলামাকেরামদের দ্বারা সংঘটিত বিশৃঙ্খলার প্রেক্ষিতে মুফতী আবুল কাসেম সাহেবের সহযোগিতা চাওয়া হলে তিনি এসব বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে এড়িয়ে যান ,

এখানে দেওবন্দের কোন দায় নেই এবং তাঁরা ভারতে কোথাও কোন বাধা দিচ্ছেন না।

দারুল উলূমের এই অবস্থানের বিপরীতে মাজাহেরুল উলূম ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁরা তাৎক্ষণিক বিশেষ সভা ডেকে নিজামুদ্দিন মারকাজ এবং মাওলানা সাদ সাহেবের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন।

তাবলীগের যে কোন বিষয়ের সমাধান তাবলীগের সাথীরা এবং তাবলীগের সাথে সম্পৃক্ত আলেমগণ তাবলীগের তরতীব মতই করবেন। অন্যান্য উলামা বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা মাশায়েখগণের পক্ষে তাবলীগের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা শুধু অসামঞ্জস্যপূর্ণই নয় বরং ন্যায়ের পরিপন্থীও বটে।

তাবলীগের ইজতেমা বা ইজতেমায় হস্তক্ষেপ করার সাথে এই আলেমদের কি সম্পর্ক?

তাবলীগের সাথীরা তো মাদ্রাসা বা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মাথা গলায় না। অতএব এই আলেমদের তাবলীগের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কে দিল?

মোটামুটি সম্পর্ক এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে পার্থক্যঃ

তাবলীগের কাজের সাথে উলামাকেরাম সাধারণ ভাবে যে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন তা হল মোটামুটি সম্পর্ক। একে নিসবত বলা হয় , যা মুনাসিবাত থেকে ভিন্ন। মুনাসিবাত হল, তাবলীগের কাজের তাকাজা নিয়ে চলা এবং তাকাজা পূরণ করা। একই ভাবে তাবলীগের সাথীদের মাদ্রাসার সাথে নিসবত রয়েছে, মুনাসিবাত নেই। নিসবত থেকে একাডেমিক কোন ডিগ্রী পাওয়া যায় না , যেমন মুফতী হওয়া যায় না। তেমনি ভাবে শুধু নিসবত দ্বারা কি তাবলীগের কোন দায়িত্ব/ইমারত/ফয়সাল হওয়া যাবে?

আগের ইজতেমাতেই (মোটামুটি এক বছর আগে) মাওলানা সাদ সাহেবকে আলমী আমীর এবং হযরতজী হিসাবে আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্মানিত করা হয়। বিশ্বের ২০১ টি দেশ তা দেখেছে অথবা শুনেছে অথবা বুঝেছে। তাহলে এই এক বছরের মধ্যে এমন কি পচে গেল , যা উলামাকেরামদের এভাবে রাস্তায় নামতে বাধ্য করল?

অথচ স্মরণ করুন এর মাত্র কিছুদিন আগেই যখন বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধি দল জিজ্ঞাসা করেন যে, মাওলানা সাদ সাহেবের টঙ্গী ইজতেমায় অংশ গ্রহণ মুনাসিব কিনা তখন মুফতী আবুল কাসেম সাহেব উত্তর দেন , "আমরা শুধু চাচ্ছি তিনি প্রকাশ্যে জনসম্মুখে এলানী রুজু করুন। একবার এটা হয়ে গেলে তখন আপনাদের মর্জি তিনি টঙ্গী যাবেন কি যাবেন না।"

২৫ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে হায়াতুস সাহাবার তালীমের পরে , মাওলানা সাদ সাহেব তাঁদের হুবহু পরামর্শ মাফিক রুজু করেন। ঐ প্রতিনিধি দলও তাঁদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। (অডিও রয়েছে)

মুফতী আবুল কাসেম সাহেব এবং মাওলানা আরশাদ মাদানীঃ

এরপরে মুফতী আবুল কাসেম বাংলাদেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি লিখেন যে, "আমরা মাওলানা সাদ সাহেবের রুজুর উপরে সন্তুষ্ট নই এবং তিনি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত থেকে প্রান্ত সীমায় আছেন। তাই আপনাদের দায়িত্ব তাঁকে টঙ্গী ইজতেমায় বাধা দেয়া।" এর উপরে ভিত্তি করেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে মাওলানা সাদ সাহেবকে ফেরত পাঠানো হয়।

মাওলানা আরশাদ মাদানী সম্পূর্ণ ব্যাপারে মুফতী আবুল কাসেম সাহেবকে পূর্ণ সমর্থন দেন। তিনি ভারতেই অবস্থান করতে থাকেন , তবে তাঁর ভাই মাওলানা আসজাদ মাদানীকে বাংলাদেশে পাঠান। এবং বিভিন্ন মজমাতে

হাজির হয়ে সাদ সাহেবের বিরোধীদের সহযোগিতার (মাওলানা সাদ সাহেবের আগমন বাধাগ্রস্থ করা) দায়িত্ব দেন।

এছাড়া বাংলাদেশের মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকদের রাস্তায় নামাতে তিনি তাঁর ভাইকে ব্যবহার করেন।

অন্যদিকে দেওবন্দ থেকে অফিসিয়ালি তাঁরা দাবি করেন যে , তাঁরা নিরপেক্ষ। কিন্তু ব্যক্তি পর্যায়ে তাঁরা পাকিস্তানী আলমী শূরার পক্ষে কাজ করেছেন, অন্যদেরও তাদের পক্ষে কাজ করিয়েছেন।

অন্ততঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আলমী শূরার সমর্থকদের থেকে এভাবেই দাবি করা হচ্ছে।

তাঁরা দুজনেই বাংলাদেশের বিক্ষোভ ও অবরোধের ব্যবস্থা করেন এবং বিভিন্ন মাদ্রাসার কোমলমতি বাচ্চাদের রাস্তায় নামান। অথচ এই মেহনতে কখনো বিক্ষোভ মিছিল বা অবরোধ ছিল না। এই মেহনত সব সময়েই ছিল শান্তিপূর্ণ।

কোন সমস্যা সৃষ্টি করে দাবি আদায় করার সাথে একমত হতে পারছি না। আমাদের মেহনত হতে পারে কলমের দ্বারা , ন্যায়সঙ্গত ভাবে, সীরতের অনুসরণে, আন্তর্জাতিক মানে।

আমরা এই দুইও হযরত , মাওলানা আরশাদ মাদানী এবং মুফতী আবুল কাসেম হাফিজহুমুল্লহ, থেকে অজাহাত চেয়েছিলাম যে, আপনাদের বিরুদ্ধে এই যে অভিযোগ বা গুজব উঠেছে , তা কি মিথ্যা ? তাহলে জনসম্মুখে কসম করে এসব গুজব অস্বীকার করে আমাদের আশ্বস্ত করুন। আমরা টঙ্গী ইজতেমার দ্বিতীয় ধাপ শুরুর আগেই তাঁদের ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখজনক যে, তাঁরা কোন পদক্ষেপ নেন নি।

প্রতিহত করার মানসে ইজতেমা বাধাগ্রস্থ করাঃ

যখন বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল মাওলানা সাদ সাহেবের রুজুর প্রেক্ষিতে সন্তুষ্ট চিত্তে দেশে ফিরলেন , তখন পাকিস্তানী আলমী শূরা কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে আলমী শূরার সাথে সংশ্লিষ্ট আলেমদের বললেন, যদি মাওলানা সাদ সাহেব ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন , তাহলে তাঁকে ফয়সাল হতে দেয়া যাবে না এবং সকল বয়ান স্থানীয় লোকজনই করবেন যেভাবে রায়বেন্ডে করা হয়েছে।

ড. নাদীম সাহেব কারী যুবায়ের সাহেবের কাছে বার্তা পাঠান। তিনি কারী যুবায়ের সাহেবকে জানান যে , যেকোন সময়ে মাওলানা এহসান সাহেব এবং ভাই ইয়ামীন সাহেব রওয়ানা দিবেন এবং তাঁরাই মাসোয়ারা করবেন। এর পরে মাওলানা সাদ সাহেবকে বাংলাদেশে ডাকা যেতে পারে, যাতে তাঁর অনুপস্থিতিতে নিজেদের খুশি মত মাসোয়ারা সম্পন্ন করা যায়।

কিন্তু এই পরিকল্পনা পণ্ড হয় , কারণ তার আগেই মাওলানা সাদ সাহেব ঢাকায় চলে আসেন। তাই মুফতি আবুল কাসেম সাহেবের থেকে চিঠি আনা হয় যা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে দেয়া হয়। সেখানে মাওলানা সাদ সাহেবকে ইজতেমাতে অংশগ্রহণে বাধা প্রদানের জন্য বলা হয় যে , তিনি আহলে সুন্নাতের প্রান্ত সীমায় আছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় পরে প্রতিনিধি দলকে অনুরোধ করেন এ বছরের জন্য আপাততঃ ফিরে যেতে। এখানে প্রশ্ন ওঠে যদি আহলে সুন্নাত থেকে খারিজ হবার ব্যাপারই থাকে তাহলে শুধু এ বছর কেন ? পরবর্তী বছরগুলোতে কি হবে তাঁরা কিভাবে জানলেন?

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় মুসলিম বিশ্বের এই অন্যতম বৃহৎ জমায়েতকে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে খুশি রেখে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারে শুরু থেকেই খুবই আন্তরিক ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন। এবং খুবই আন্তরিকতার সাথে তিনি সম্ভাব্য সকল পন্থাই অবলম্বন করেছেন। তাঁর ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতায় কখনোই কোন ঘাটতি ছিল না। তাঁর নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু দুই পক্ষের অনড় অবস্থানের কারণে তিনি বেশ বিব্রত বোধ করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি অভিমান করেই বলেন, এভাবে কারো থেকে সহযোগিতা না পেলে তাঁর পদত্যাগ করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

মাওলানা সাদ সাহেব তাবলীগের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে শান্তিপূর্ণ ভাবে নিজামুদ্দিন ফিরে আসেন।

এখানে কদর্য ব্যাপার যা ঘটেছে তা হল, পাকিস্তানী এই চক্রের কি দরকার ছিল দারুল উলূম দেওবন্দকে তাঁদের এই নিজামুদ্দিন ও মাওলানা সাদ সাহেব বিরোধী অবস্থানে জড়ানোর ? বাংলাদেশ একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র , সে দেশের আলমী শূরার সদস্যগণও পাকিস্তানীদের তালে তাল মিলিয়ে দেওবন্দের নাম অপব্যবহার করে নিজেদের দেশের অসম্মান করেছেন।

যখন মুফতী আবুল কাসেম সাহেবকে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে যত কিছু হচ্ছে সব তাঁর এবং মাওলানা আরশাদ মাদানীর দোহাই দিয়ে হচ্ছে , তাই এই ফিৎনা প্রশমনে তাঁর থেকে সহযোগিতা মূলক কোন বক্তব্য চাওয়া হলে, তিনি অস্বীকার করে বলেন যে, এটা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং এ বিষয়ে তার কিছুই করার নেই। কেননা ভারতে কোন ঝামেলা

হচ্ছে না, সব শান্তিপূর্ণ ভাবেই চলছে। এতটুকু বলে তিনি ফোন রেখে দেন।

দারুল উলূম সর্বসম্মতিক্রমে উপমহাদেশের এবং আহনাফদের ইলমের মারকাজ। শুধু ভারত নয়, সমগ্র উম্মতের ব্যাপারেই তাঁরা দায়িত্বশীল। এই মারকাজের কর্ণধার হিসাবে অবশ্যই মুফতী সাহেবের উম্মতের যে কোন ব্যাপারে জিম্মাদারী ও দায় রয়েছে। কিন্তু তাঁর থেকে এমন আচরণে মর্মাহত হয়েছি।

দ্বীনের ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় মুফতী সাহেবের আত্মসম্মানবোধ কোথায় গেল ? একজন নিরক্ষর তাবলীগের সাথীও সারা দুনিয়ার সকল মানুষের হেদায়েত ও কল্যাণের জন্য নিজেকে দায়িত্বশীল মনে করে। এমন একজন প্রখ্যাত মুফতী এবং উপমহাদেশের অহংকার দারুল উলূমের প্রধান দায়িত্বশীল ব্যক্তির এই ফিৎনার ব্যাপারে কি কিছুই করার ছিল না? অথচ তাঁর একটি ফোনকল বা কলমের খোঁচা এই ফিৎনা মিটিয়ে দিতে পারত। এভাবে রাস্তা আটকিয়ে সাধারণ মানুষকে ঘন্টার পর ঘন্টা কষ্ট দেয়ার দ্বারা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে উলামকেরামদের মর্যাদা ও অবস্থান ক্ষুন্ন হয়েছে।

মাওলানা আরশাদ মাদানীও উপমহাদেশের একটি প্রভাবশালী এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় পরিবারের সদস্য হিসাবে অন্ততঃ উপমহাদেশের মুসলমানদের ব্যাপারে একই ভাবে দায়িত্বশীল। যদিও তাঁর থেকে আমরা কিছু আশা করিনি। তিনি একজন তুখোড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। 'শব্দে'র সময় ও স্থান উপযোগী ব্যবহার তাঁর পেশার অংশ। কিন্তু মাওলানা মাদানীর বাংলাদেশে যে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, তাতে তাঁর একটি ফোনকলই হয়ত বাংলাদেশের

সাধারণ মানুষের কাছে উলামাকেরামদের এহেন সম্মানহানী রোধ করতে পারত। এমন একটি বিশাল ইজতেমা ফিৎনা থেকে রেহাই পেত।

সম্প্রতি মুফতী আবুল কাসেম সাহেব কাশ্মীরের উলামাদের প্রতিনিধি দলের কাছে তথ্য ভুল ভাবে উপস্থাপন করে ধরা পড়েছেন। তিনি বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাবর চিঠির বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। কিন্তু এসংক্রান্ত আরো কিছু প্রশ্নের সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই কাশ্মীরের উলামাকেরাম বেশ উষ্মা প্রকাশ করেছেন। এক পর্যায়ে তিনি কসম খেয়ে অস্বীকার করেন।

তাই দারুল উলূমের লেটার হেডের ডকুমেন্ট দেখে বিভ্রান্ত হবার কিছু নেই। যা সত্য তা স্বচ্ছও বটে। এখানে ঘাপলার কিছু থাকার কথা নয়। বরঞ্চ মিথ্যার মধ্যে অসংখ্য ঘাপলা থাকে। এর বিপরীতে সত্য সব সময়েই স্ফটিকতুল্য স্বচ্ছ। এখানে এমন কোন বিষয় থাকার কথা নয় যে , দারুল উলূমের মুহতামিমের মত মাননীয় ব্যক্তিত্বকে কসম খেয়ে কোন একটি কথা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি এমন একটা ব্যাপারে কেন জড়ালেন যেখানে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুন্ন হয়?

দারুল উলূমের প্রায় পৌঁনে দুইশত বছরের ইতিহাসে কখনোই কোন মুহতামিমের কোন কথা নিয়ে এভাবে প্রশ্ন উঠে নি। শুধু দারুল উলূম কেন উপমহাদেশের যে কোন ইলমের মারকাজের ক্ষেত্রেই এমন নজীর খুঁজে পাওয়া ভার।

যেহেতু তিনি দাবি করেছেন তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কোন চিঠি দেন নি , এই এতটুকু কথাই আমরা টঙ্গী ইজতেমার সময় তাঁর থেকে আশা করেছিলাম। তিনি তখন প্রকাশ্যে ঠিক এই ঘোষণাটি দিলেই অনেক ফিৎনা

এড়ানো যেত এবং সবকিছু সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করা যেত। কিন্তু তখন তিনি বিষয়টি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে এড়িয়ে যান। অথচ সেখানে প্রকাশ্যে তাঁদের নাম ব্যবহার করেই ফিৎনা করা হচ্ছিল। যেহেতু তিনি কসম করেছেন তাঁর কোন দায় ছিল না , এটা তখন বলতে তাঁর কি অসুবিধা ছিল? এর কোন সদুত্তর তিনি দিতে পারেন নি।

উপরন্তু বাংলাদেশের উলামাকেরামদের প্রতিবাদ , আমীর হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেবের বিরোধিতা এবং ইজতেমায় অভ্যন্তরীণ ক্যু সফল করতে গিয়ে যে পরিমাণ অন্তর্ঘামূলক কার্যকলাপ হয়েছে তা এই মেহনতের সাথে খোলাখুলি দুশমনীর সামিল। বাংলাদেশের সার্বভৌম কতৃপক্ষেরও এই ব্যাপারে সচেতন থাকা দরকার যে , তাঁদের দেশে কে ঢুকবে বা না ঢুকবে এ নিয়ে সিদ্ধান্ত বাইরের কেউ দিবে বা অনুমতি দেয়া হলেও কিভাবে তাঁকে বাধা দেয়া হবে এ সিদ্ধান্ত বা পরামর্শ বাইরে কোথাও (পাকিস্তানে) হওয়া সমীচীন নয়।

[অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও] মুফতী আবুল কাসেম , মাওলানা আরশাদ মাদানী ও তাঁর জমিয়তে উলামা এবং রায়বেন্ডের রাগের কোন হেরফের হয়নি। কারণ তারা তাদের বানানো জিনিস তথা আলমী শূরা থেকে দূরে সরতে পারেন নি।

ফলাফল যা দেখতে পাচ্ছি তার উপরে ভিত্তি করেই বলছি , এই তিন প্রতিষ্ঠান আসলে মাওলানা সাদ সাহেবের থেকে রুজু চান না , তারা চান কথিত আলমী শূরার দিকে তাঁর রুকু। মাওলানা সাদ সাহেব অসংখ্য রেফারেন্স দেখিয়েছেন [আরশাদ মাদানী সাহেবের নিজামুদ্দিন সফরকালে ২৭টি শুধুমাত্র আরবী তাফসীরগ্রন্থ দেখিয়েছেন।] উপরন্তু তাদের হুবহু

পরামর্শ মোতাবেক বহুবার রুজুও করেছেন। সব বেকার সাব্যস্ত হয়েছে। [মূল কথা, তিনি রুকু না করা পর্যন্ত তার রুজু কবুল হবে না।]

এমন নিপীড়ন মূলক একগুঁয়েমি আর কিভাবে ব্যাখ্যা করব? টঙ্গী ইজতেমা ঘিরে যা কিছু হয়েছে এগুলো কি কোন আলেম তথা ওয়ারিশে আম্বিয়ার কাজ হতে পারে? সাধারণ মানুষদের ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় অবরুদ্ধ রেখে আলেমগণ সাধারণ মানুষের কাছে কি বার্তা দিলেন? দেওবন্দের হযরতগণ একটু ব্যাখ্যা দিবেন কি?

আল্লহ আমাদের হেফাজত করুন এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে জমে থাকার তৌফিক দান করুন।

বাংলাদেশ সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শঃ

বাংলাদেশ সরকার নিচের ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

১৯৭৯ সালে যখন বায়তুল্লাহ আক্রান্ত হয় , আক্রমণকারী সকলেই দেখতে ১০০% মুত্তাকী ছিল। সে সময়ে একটি বড় জামাত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেবের সাথে একটি টানেলের মধ্যে দিয়ে আগাচ্ছিল। এটা নির্দোষ সাধারণ তাবলীগী জামাত ছিল। কিন্তু সরকারের কাছে গুপ্তচররা এই খবর দিল।

সরকারের পক্ষ থেকে ঐ টানেলে বোম্বিং করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে যেভাবেই হোক, সরকার জানতে পারেন যে , টানেলে একজন আল্লহওয়ালা ব্যক্তি আছেন এবং তিনি যদি তাদের বিরুদ্ধে দুআর জন্য হাত উঠান তাহলে তাদের নেতৃত্ব খতম হয়ে যাবে। এরপর তারা টানেলে বোম্বিং করার সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসেন।

হে বাংলাদেশের কর্তাগণ , এই মুহুর্তে এমনই একজন আল্লহর বান্দা আপনাদের জমিনে আছেন। যদি ভুলক্রমেও তাঁর উপরে কোন জুলুম হয় , আল্লহর গজব কেউ ঠেকাতে পারবে না। [এই কিস্তি গত টঙ্গী ইজতেমার সময়কার।]

টঙ্গী ইজতেমা ও রায়বেন্ড ইজতেমা, একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠঃ

যখন নিজামুদ্দিন মারকাজ থেকে জামাত রায়বেন্ড যায় তাঁদের অনেক রকম শর্ত মেনে নিতে বাধ্য করা হয়। এসব শর্ত গ্রহণ করার পরই কেবল তাঁরা সীমিত পরিসরে অংশ নিতে পারেন।

সারা দুনিয়া দেখেছে রায়বেন্ড ইজতেমার কোন অংশে নিজামুদ্দিনের কোন সাথীকে কোন বয়ান দেয়া হয় নি। সব আমল ফিৎনায়ে খবিসা আলমী শূরার প্রবক্তাগণই করেছেন। এবং সম্পূর্ণ নাটকের কুশীলব ছিলেন মৌলভী খুরশীদ, মৌলভী ফাহিম গং।

টঙ্গী ইজতেমাতেও নিজামুদ্দিনের কেউ ছিলেন না। সব উমুর আলমী শূরার লোকেরাই চালিয়েছেন, কেমন কারী যুবায়ের, মাওলানা ফারুক, মাওলানা রবিউল হক ; যাদের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন মুফতী নুমানী সাহেব, মাওলানা আরশাদ মাদনী এবং মাওলানা আসজাদ মাদানী।

কাকরাইল মারকাজে হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেবের তিনদিনঃ

ক) স্থানীয় সাথীদের সাথে মুজাকারা।

খ) ১০০+ দেশের শূরাদের সাথে মুজাকারা এবং তাজাকা প্রদান।

গ) বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার জিম্মাদার সাথীদের সাথে মুজাকারা এবং মার্চে নিজামুদ্দিনে বাংলাদেশ জোড়ে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ। (যা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।)

ঘ) উপস্থিত প্রায় ৩০০০ সাথীর তরতীব সম্পন্ন হওয়া।

ঙ) ভারতের ত্রৈমাসিক মাসোয়ারাকে আলমী মাসোয়ারায় রূপান্তর। এই মাসোয়ারায় স্থানীয়দের পাশাপাশি অন্যান্য দেশের সাথীদেরও অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান এবং তাকাজা আদান প্রদানের সুযোগ দেয়ার ফয়সালা।

চ) পরবর্তী টঙ্গী ইজতেমার তারিখ তায় করা।

ছ) আলমী মাসোয়ারার জন্য দুটি স্থান তায় করা , নিজামুদ্দিন এবং হজের মৌসুম।

যদি হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেব ঐ সময়ে ইজতেমায় থাকতেন , এসব ফয়সালা করতে কয়েক বছর লেগে যেত। কারণ ইজতেমা চলাকালে সময় বের করা আসলেই খুব কঠিন। এভাবে মারকাজে ফ্রী সময় পাওয়া গেছে আলহামদুলিল্লাহ। প্রায় দশ বছরের তাকাজা এই তিনদিনে সম্পন্ন হয়।

হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেবের অন্তর্দৃষ্টিঃ

যদি হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেব এবং তাঁর জামাত উদ্ভূত বৈরী পরিবেশের কারণে বাংলাদেশে না আসতেন তাহলে এটা বেশ উঁচু পর্যায়ের শিরক হত। কেননা তখন এটা বলা যেত যে তিনি পরিবেশ থেকে তাসীর নিয়েছেন এবং খুরুজ থেকে পিছিয়ে গেছেন।

এমন বৈরী পরিবেশে বাংলাদেশ সফর করা ছিল আল্লহর উপরে তাঁর অত্যন্ত উচ্চ স্তরের ইয়াকীন ও নির্ভরশীলতার প্রমাণ। এবং এটাই এই মেহনতের সহীহ নববী নাহাজ , অর্থাৎ, “মেহনত আমাদের জিম্মায় , ফলাফল আল্লহর জিম্মায়।”

যদি এই মেহনতটি না হত তাহলে এটি একটি আত্মরক্ষা এবং নিজের জ্ঞান, বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভরতার একটি নজীর হয়ে থাকত।

এছাড়া, যদি মাওলানা সাদ সাহেব বাংলাদেশ সফর না করতেন আল্লহ তায়ালার অদেখা ওয়াদার উপরে ইয়াকীনের বদলে চোখের দেখার উপরে আমল করার একটি নজীর হয়ে থাকত। এবং আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপরে আস্থা ও নির্ভরতার বিপরীত নজীর স্থাপিত হত। ঈমানের খোলাসা হল আল্লহর উপরে নির্ভরতা এবং সমস্ত কিছুর বিপরীতে আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ওয়াদা এবং ও 'ঈদ (ধামকি বা সতর্কতা) স্মরণে রাখা। এর বিপরীত হল নিজের জ্ঞান , বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করা।

একটি সহীহ রেওয়াতে বর্ণিত আছে যে , হযরত আবু কাতাদাহ রদ্বিয়াল্লহু আনহু প্রতিনিয়ত দুআ করতেন , "হে আল্লহ! আপনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা আপনার ওয়াদার উপরে আশা রাখে এবং আপনার ধামকির (ও 'ঈদ) ব্যাপারে ভয় করে । হে কল্যাণের মালিক , হে দয়াময় প্রভু!"

যদি এ কথা মাথায় রাখি যে , ৭০ জন কুরআনের আলেম কুরআনের তাবলীগ ও তালীম করতে গিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ও নিরস্ত্র অবস্থায় শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন, এটা ছিল আল্লহর উপরে সেই নির্ভরতা যা , যে কোন বোঝা হালকা করে দেয়। সেই তুলনায় তো আমরা অনেক আরামে আছি আলহামদুলিল্লাহ, আমালে দাওয়াতে মশগুল আছি।

ফিকহী মাসআলাঃ

যদি কোন মসজিদে নির্ধারিত ইমাম থাকেন সেখানে ইমামের অনুমতি ছাড়াই যদি অন্য কেউ জবরদস্তি করে নামাজ আদায় করায়, সেক্ষেত্রে মূল ইমাম ঐ জামাতে হাজির না থাকলে কারোই নামাজ হবে না।

এখান থেকে আমরা পাই, যখন দাওয়াত ও তাবলীগের ইমাম মাওলানা সাদ সাহেব উপস্থিত আছেন, অন্যরা তাঁর অনুমতি ছাড়া জবরদস্তিমূলক ভাবে সিদ্ধান্ত নেয় এবং মাসোয়ারা ও ইজতেমায় অন্যদের প্রাধান্য দেয়, তখন কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না, না মাসোয়ারা না ইজতেমা। এজন্যই মাওলানা সাদ সাহেবকে ইজতেমা শেষ হওয়া পর্যন্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয় যাতে ইজতেমাতে অংশ নেয় সকল মুসুল্লির আমল হেফাজত হয়।

শরীয়তের আলোকে ইজতেমা হেফাজতের দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল মাওলানা সাদ সাহেব প্রতিনিধি মনোনীত করবেন, এরপর তিনি ফিরে যেতে পারেন।

দাওয়াতের মেহনতের মূলনীতিঃ

দরজা খোলার ব্যবস্থা করে যাওয়া, দরজা ভেঙে না যাওয়া। (আমাদের প্রচলিত ভাষায় আমরা বলে থাকি হা এর উপরে রেখে আসা)

আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মাওলানা সাদ সাহেবের ইমারতের অধীনে দাওয়াতের এই মোবারক মেহনতের সকল কর্মীদের হুদায়বিয়ার সন্ধির সেই সুন্নতের উপরে আমল করার তৌফিক দিয়ে সম্মানিত করেছেন। যেমন সেখানে রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর জামাতকে ঐ বছরের জন্য আপাততঃ ফিরে গিয়ে পরবর্তী বছর আসার কথা বলা হয়েছিল। মাওলানা সাদ সাহেবকেও ২০১৮ সালে ফিরে গিয়ে পরবর্তী

বছর আসার অনুরোধ জানানো হয়। একটি নির্ভরযোগ্য সনদের হাদীসের মাফহুম, “যার সাথে যার মিল হয় সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়।”

কোন এক ব্যক্তির সারাজীবনের আয় এবং সম্পদের বিনিময়েও যদি রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর মোবারক সাহাবাদের কোন একটি আমলের তৌফিক হয় , তাহলে জেনে রাখুন এর চেয়ে বড় ব্যবসায় আর নেই। যারা নিজামুদ্দিনের মাসোয়ারার সাথে এই মহান মেহনতের জিম্মাদারী আদায় করে চলছেন এবং মাওলানা সাদ সাহেবকে আমীর হিসাবে তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক মেহনত করে যাচ্ছেন , আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁদের এই জামানায় এমন একটি মহান সুন্নতের উপরে আমল করার দ্বারা ধন্য করলেন , যার সুযোগ অনেক প্রখ্যাত বুযুর্গ সারা জীবনেও পান না।

এমন কোন নবী বা রাসূল পাওয়া যাবে না যারা বল খাটিয়ে দাওয়াতের মেহনত আঞ্জাম দিয়েছেন। বরং তাঁরা মানুষের কাছে গিয়ে অনুনয় বিনয় করেছেন, নম্রতা, বিনয়, কোমলতা, শ্রদ্ধা, যৌক্তিক আচরণ , সৌহার্দ্য, ভালোবাসা ও মমতাপূর্ন আচরণ ও পন্থা অবলম্বন করেছেন।

ঘৃণা, বৈরিতা, আক্রোশ এসব আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং তাঁদের সাথীদের মেহনতের ভিত্তি হতে পারে না। আমাদের হৃদয় সকলের ব্যাপারে সাফ করতে হবে , নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বন করতে হবে। ক্ষমা এবং ত্রুটিসমূহ উপেক্ষা করার সিফাত সব সময় যেন প্রতিশোধ পরায়ণতার উপরে বিজয়ী হয়।

সম্মান আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে আসে। এবং তাঁর সুমহান সিদ্ধান্ত হল , আল্লহর হুকুম সমূহ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে উপস্থাপন কর, তুমি এতে সম্মানিত হবে।

কোন কিছুই আমাদের হাতে নেই। দাওয়াতের মেহনতের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল আমাদের দিলের দূষিত ইয়াকীন বের করা , আল্লহ পাকের যাতে আ'লীর উপরে ইয়াকীন করতে শেখা। আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের শক্তি দিন, আমাদের ছিটকে পড়া থেকে হেফাজত করুন এবং আমাদের সহায় হউন। আমীন।

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের জন্য ধ্বংসঃ

এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, যারা এই মোবারক মেহনতে অত্যাচার সহ্য করেছেন তাদের আমল রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাহ রদ্বিয়াল্লহু আনহুমদের অনুরূপ , তেমনি যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন তাদের কর্ম কুরাইশদের অনুরূপ হয়েছে। এদের মধ্যে তারা সকলেই শামিল, যারা সশরীরে রাস্তায় নেমেছেন, যারা উৎসাহিত করেছেন এবং যারা ফতোয়া, উপদেশ ইত্যাদির দ্বারা তাদের সহযোগিতা ও প্রচরণা দিয়েছেন। আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের সবাইকে তওবার তৌফিক দেন, তাদের ভুলসমূহ মাফ করেন , তাদের ইনসাফকারী বানান। (সহীহ রেওয়াত: একজন ইনসাফকারী মুফতীর অর্ধ দিনের মেহনত ৬০ বছর ইবাদাতের সমতুল্য।)

সকল সাথীদের ইজতেমাইয়াত বজায় রেখে খুব জমে মেহনত করার অনুরোধ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ঘটনাই প্রমাণ করে এখনো কত মেহনত বাকি। যারা রাস্তায় নেমে এসেছে তারা কেউ অশিক্ষিত বা নিরক্ষর

লোক নয়। তারা বিভিন্ন মাদ্রাসার তলাবা , তাদের শিক্ষক এবং উলামা। কিন্তু তারা বাস্তবতা , সীরত এবং ইসলামী অনেক আইন কানুন সম্পর্কে ওয়াকিফাহাল নন। বাংলাদেশের উলামা কেরাম সাদা মনের ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম। তারা যা করেছেন ইসলামের মূহাব্বতেই করেছেন। তাদের ভুল নির্দেশনা এবং ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। আল্লহ তাদের সহায় হোন , তাদের উপর আলা দরজার রহম করুন , তাদের সরলতা এবং ইসলামের প্রতি অপরিসীম আবেগ ইসলামের বৃহত্তর খিদমতে লাগান।

সাম্প্রতিক ইতিহাস বলে বাংলাদেশে আওয়ামদের উপরে মেহনত হলেও আলেমদের উপরে যে মেহনত হয়েছে তা যৎসামান্য। মূলতঃ এ কারণেই উলামা কেরাম প্রকৃত সত্য সম্পর্কে ওয়াকিফাহাল নন। পক্ষান্তরে ভারতে সেই ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহির জামানা থেকেই আলেমদের উপর মেহনত হয়ে আসছে। বিশেষ করে হযরতজী মাওলানা সাদ সাহেব নিজামুদ্দিনে উলামাকেরামদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য কায়েম করেছেন। তাই সম্পূর্ণ ভারতে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টা। খুবই সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদে নিজামুদ্দিন মারকাজের এই বিভেদের সময় সারা ভারতের উলামা কেরাম মাওলানা সাদ সাহেবের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এজন্য উলামা কেরামদের সাথে সম্পর্ক বাড়াতে হবে। তাঁদের বেশি থেকে বেশি এই মেহনতে সম্পৃক্ত করতে হবে।

(সংগৃহীত, সংক্ষেপিত, সম্পাদিত)

অন্দর থেকে দেখা নিজামুদ্দিনের বিরোধের বিস্তারিত

সূচনা

এ পর্যায়ে আমরা একটি বিশেষ সিরিজ প্রকাশ করছি, যেখানে সারা দুনিয়াতে প্রভাব বিস্তারকারী নিজামুদ্দিনের আভ্যন্তরীণ বিরোধের ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে।

প্রথম অংশে গত ২৯ জুলাই ভারতের হিমাচল প্রদেশের পুরাতন সাথীদের উদ্দেশ্যে হাফেজ ইয়াসির সাহেব কিছু কথা রাখেন তার অনুবাদ পেশ করা হচ্ছে।

হাফেজ ইয়াসির সাহেবই লন্ডনের প্রবীণ আলেম মাওলানা মেহবুব সাহেবের অডিও কিস্তি গুলো রেকর্ড করে থাকেন। তাঁর সম্পূর্ণ উর্দু বয়ান নিচের লিঙ্ক থেকে শোনা যাবে।

https://www.youtube.com/watch?v=twUW5Motkjs

আরো অডিও এর জন্য YouTube Channel: SHUBHAAT KA

https://www.youtube.com/channel/UCUHNsGfYmsbpgCK-WCr9KIrw

দ্বিতীয় অংশে আমেরিকার শিকাগো মারকাজে মুফতী নাওয়ালুর রহমান সাহেবের মুজাকারার শ্রেষ্ঠাংশ।

২৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে হিমাচল প্রদেশের পুরাতন সাথীদের উদ্দেশ্যে হাফেজ ইয়াসির সাহেবের মুজাকারা।

ইংরেজি অনুবাদকের কথা

এই সংকলনটি অল্প কথায় ইমারত , কথিত আলমী শূরা, মুন্তাখাব হাদীস এবং হজরতজীর কিছু বয়ানের ব্যাপারে দারুল উলুম দেওবন্দের আপত্তিকে ঘিরে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ।

যদি নিরপেক্ষভাবে, পুরাপুরি এবং খোলা মনে এই বয়ানটি পড়া হয় , ইনশাআল্লহ সব সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।

আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে পরীক্ষা:

মহান আল্লহ তায়ালা প্রতিনিয়ত আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন। যে কেউ খুব দ্রুত ফিৎনায় নিমজ্জিত হতে পারে যদি তার ইলম না থাকে , ইলম কম থাকে অথবা ভুল জানা থাকে। কখনো কখনো মিথ্যাও সত্যের ছদ্মাবরণে আসে। এজন্যই হাদীসে নির্দেশ এসেছে যে , প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এতটুকু জ্ঞান অর্জন করা ফরজ যাতে তার হকের উপরে চলার প্রয়োজন পুরা হয়।

শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লহি আলাইহি মেঘের উপর থেকে আওয়াজ পেলেন, “আমি জিব্রাঈল।” তিনি উত্তর দিলেন , “মোটেই না। তুই শয়তান।” তিনি কেন এমন উত্তর দিলেন ? কারণ তাঁর ইলম ছিল। কিন্তু শয়তান হাল ছাড়েনি। সে আরেকটি চাল চালালো , “তোমার ইলম তোমাকে রক্ষা করেছে। ” শায়েখ উত্তর দিলেন, “আমার ইলম নয়, বরং

আমার আল্লহই আমাকে রক্ষা করেছেন। ” যদি তিনি উত্তর দিতেন , যে ইলম তাঁকে রক্ষা করেছে, তাহলে তাঁর ওলির দরাজাত ছিনিয়ে নেয়া হত।

এখানে চারটি শিক্ষা

- প্রথম, মিথ্যা সত্যের রূপ ধরে আসে।
- দ্বিতীয়, শয়তান প্রথম দফা হেরে গেলেই হাল ছেড়ে দেয় না। বরং একের পর এক কৌশল খাটাতেই থাকে।
- তৃতীয়, যদি শয়তান আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লহি আলাইহির মত মস্ত ওলীকেও ছাড় না দেয়, সেখানে আমাদের অবস্থা তো আরো নাজুক।
- চতুর্থ, পর্যাপ্ত জানাশুনা তথা ইলম ফিৎনা থেকে হেফাজতের জন্য খুবই জরুরি।

আমরা কিয়ামতের খুবই নিকটবর্তী সময়ে বাস করছি , এটা ফিৎনার যুগ। এই যুগ সম্পর্কে রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন , এক ব্যক্তি সকালে মুমিন হয়ে জেগে উঠবে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। এবং বিপরীত ঘটনাও ঘটবে।

এক লোক আমাকে বললেন , “তাবলীগের এই ইখতিলাফ (বিরোধ) এবং ইন্তেসার (অস্থিরতা) এর কারণে আমি তাবলীগের কাজ ছেড়ে দিয়েছি। ” আমি তাকে বললাম , “আপনি ছাড়েন নি। মহান আল্লহ তায়ালার পক্ষ থেকে ফয়সালা হয়েছে আপনাকে বঞ্চিত করার। ” গতকালও আমরা আল্লহর জন্য করেছি। আজও আল্লহর জন্যই করছি। আমরা কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এই মেহনত করছি না।

যেমন আরেক ভাই বলেছিলেন , আমাদের এই কাজে আলহামদুলিল্লাহ এমন বাসীরত এবং এস্তেকমাত (দৃঢ়তা) রয়েছে যে , এমন কি মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহিও যদি কবর থেকে উঠে এসে বলেন যে , “তাবলীগের কাজ কর না ”, আমরা তাঁকে জবাব দিব , “আমরা এই কাজ

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হবার কারণে যে জিম্মাদারী এসেছে এজন্য করছি , আপনার কারণে নয় ।” লোকজন ডাক্তারদের ইখতিলাফের কারণে চিকিৎসা করা বাদ দেয় না। এটাই ব্যাপার, আমরা কোন ব্যক্তির কারণে এই মেহনত করি না, বরং নিজেদের জন্যই করি। আরো গুরুত্বপূর্ণ হল , এই মেহনত আমরা আল্লহর জন্য করি।

নিজামুদ্দিন মারকাজের পিছনে মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর ফিকির ও কুরবানীঃ

আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহিকে এই কাজের জন্য বাছাই এবং পছন্দ করেছেন। কিতাবে লেখা হয়েছে এই কাজের জন্য কবুলিয়ত হাসিলের উদ্দেশ্যে তিনি তের বছর কান্নাকাটি করেছেন। তাঁর মুহতারামা স্ত্রী জিজ্ঞেস করতেন , “কোন দুঃখ আপনাকে এত কাঁদাচ্ছে?” তিনি উত্তর দেন, “যদি তুমি বুঝতে, তাহলে এই কামরায় ক্রন্দনকারী একজনের জায়গায় দুই জন হত। ” ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি কাঁদতেন আর আক্ষেপ করতেন, “হে আল্লহ! এই উম্মতের কি হবে?”

মাওলানা মনজুর নুমানী রহমাতুল্লহি আলাইহির কিতাব, “মাওলানা ইলিয়াস এবং তার দ্বীনী দাওয়াত”-এ তিনি লিখেন যে, মেওয়াতীরা যখন মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহিকে ডাকত , তাদের বাচ্চাদের হেফজ শেষ করার পরে পাগড়ি প্রদান করার জন্য , তিনি দেখেন একটি বাচ্চা কানের দুল এবং ধুতি পড়া। সচরাচর হিন্দুরা এমন পড়ত। তিনি গভীর মর্মবেদনায় কেঁদে উঠেন, “হে আল্লহ! এও এই উম্মতের হাফিজ!!”

স্বপ্নযোগে, তিনি তিন দিনের জন্য মসজিদে নববীতে নিমন্ত্রণ পান। সেখানে অবস্থান কালীন সময়ে আল্লহ তায়ালা তাঁর উপরে এই কাজের নকশা ইলহাম করেন।

এরপর তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বাংলাওয়ালী মসজিদকে এই কাজের জন্য বাছাই করেন। এটাই সেই স্থান যেখানে হজরতজী তের বছর যাবৎ চোখের পানি ফেলেন এবং মেওয়াতীদের নিয়ে মেহনত শুরু করেন। রহিমাহুমুল্লহ|

তিনি তাদের পিছনে সমস্ত কিছু বিনিয়োগ করেন (বেশ কিছু একর জমি সহ) যতক্ষণ না সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছিল। এরপর তিনি বলেন , "আমার তোমাদেরকে দেয়ার মত আর কিছুই বাকি নেই। তোমাদের বাড়ি ফিরে যেতে হবে।" মেওয়াতীরা বলল, "মিয়াজী! আপনি যা খান , পান করেন, আমরাও তাই করব।" মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহি এবং তাঁর ঘরওয়ালাদের না খেয়ে থাকা শুরু হল।

তাঁর পরিবার অপেক্ষায় বসে থাকত, মারকাজে অবস্থানরত জামাত গুলোর খাওয়া শেষ হলে যদি কিছু বেঁচে যায় তাই খাবেন বলে। কখনো কখনো এমন হত যে, হয়ত তাঁরা খেতে বসেছেন। প্রথম লোকমাও তুলতে পারেন নি, এর মধ্যে আওয়াজ এসেছে , "আরেকটা জামাত এসেছে , তাদের খাওয়ার জন্য কিছু হবে ?" মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহি ঐ পাতের খাবারই পাঠিয়ে দিতেন। এই হল সাইয়্যিদিনা আবুবকর রদ্বিয়াল্লহু আনহুর পরিবার। নিজেদের অভাবের সময়েও সর্বস্ব উজাড় দেয়াই তাঁদের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ছাড়ও তাঁরা দেননি। এটা একেবারেই সহজবোধ্য যে , আমাদের উপর ইলিয়াস রহমাতুল্লহি

আলাইহির পরিবারের হক কায়েম হয়ে গেছে। এই হক কিয়ামত পর্যন্ত আদায় হবার নয়।

এই মারকাজ বহুত কুরবানীর দ্বারা কায়েম হয়েছে। হযরত ইবরাহীম , হযরত ইসমাঈল এবং হাজেরা আলাইহিমুস সালামদের অনবদ্য অতুলনীয় কুরবানীর পরেই পবিত্র কাবা মানব জাতির মারকাজে পরিণত হয়েছে। শুধুমাত্র ঘোষণার দ্বারা কোন মারকাজ অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না।

মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লহি আলাইহির ইমারতঃ

মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহির দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের আলামত প্রকাশিত হতে শুরু করলে তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন যে , তাঁর পরে এই কাজের দেখাশুনা কে করবেন? তিনি শায়খ যাকারিয়া এবং শায়খ আব্দুল কাদের রায়পুরী রহিমাহুমুল্লহদের ডাকালেন।

মাসোয়ারা হল। এই দুই মহান বুযুর্গ শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছিলেন না যে, মাওলানা ইউসুফ সাহেব নাকি হাফেজ মকবুল সাহেব আমীর হবেন। রহিমাহুমুল্লহ । তাঁরা মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহির মতামত চাইলেন। মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহি সিদ্ধান্ত দিলেন , যেহেতু মেওয়াতের লোকজন হাফেজ সাহেবের চেয়ে মাওলানা ইউসুফ সাহেবের বেশি অনুগত ; তাই তাঁর ছেলেকেই ফয়সালা করলেন যে , মাওলানা ইউসুফ আমীর হবেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর পুত্রের সহিত মুআনাকা করলেন। কিতাবে লেখা হয়েছে যে , সমস্ত ফিকির মাওলানা ইউসুফ সাহেবের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। রহিমাহুমুল্লহ।

মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লহি আলাইহি প্রায় বিশ বছর জিম্মাদারীতে ছিলেন। তাঁর সময়েই দেশভাগ ও পরবর্তী কঠিন হালত সমূহ আসে। তিনি

এই সকল হালতে সুস্থির থাকেন , যদিও লোকজন তাঁকে বলেছিল যে , ভারতে ইসলাম এবং মুসলমান খতম হয়ে যাবে। তারা বলছিল যে , এই কাজ এখন পাকিস্তান থেকে চলবে। তিনি উত্তর দেন, "আমি মরে গেলেও ভারত ত্যাগ করব না।"

কোন কোন কিতাবে লেখা হয়েছে, এই বিশ বছরে তিনি মাত্র ষোল দিন ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। মাওলানা আলী মিয়া নদভী রহমাতুল্লহি আলাইহি তাঁকে কয়েকবার ঘরে ঘুমানোর অনুরোধ করেছিলেন। তিনি উত্তর দিতেন, "এটা কিভাবে হয় যে, আমি লোকজনকে চার মাসের জন্য তাশকীল করি অথচ আমি ঘরে যাব এবং ঘুমাবো। হিসাবের দিন আমি আল্লহকে কি জবাব দিব?"

মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লহি আলাইহির মূহতারামা স্ত্রী খুব অসুস্থ থাকতেন। আর হজরতজী মারকাজে জামাত বানানো , জামাতের রাওয়ানগী, ওয়াপসী কথায় ব্যস্ত থাকতেন। আলী মিয়া নদভী রহমাতুল্লহি আলাইহি তাঁকে উৎসাহিত করতেন স্ত্রীর সাথে দেখা করার জন্য। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর নিজ স্ত্রীকেই পাঠালেন। মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লহি আলাইহির স্ত্রী বললেন, "তাঁকে বিরক্ত করবেন না বা কিছু বলবেন না। তিনি এক মহান কাজে ব্যস্ত আছেন। আমি অনুমতি দিয়ে দিয়েছি। " তিনিও যে সিদ্দীকের বেটি! রহিমাহুমুল্লহ।

মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহির ইমারতঃ

মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লহি আলাইহি আচমকাই ইন্তেকাল করেন। তাই তিনি তাঁর উত্তরসূরি বানিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাননি। শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহি তৎকালীন আকাবির উলামাদের সাথে মাসোয়ারা

করে মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহিকে জিম্মাদারী অর্পণ করেন। মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহির যোগ্যতা সম্পর্কে বুঝার জন্য — “মাওলানা ইলিয়াস রহ. এবং তাঁর দ্বীনী দাওয়াত” কিতাবে লেখা হয়েছে , মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহির ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হলে তিনি শুধুমাত্র মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেবকে তাঁর কামরায় রাখেন। এই ভিত্তিতে যে , মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহির মওতের সময় শয়তান ও ফেরেশতাদের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা ছিল। এই ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল ২৮ বছরের মত। রহিমাহুমুল্লহ।

মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহি প্রায় ৩০ বছর আমীর ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে একদফা তিনি রায়বেন্ডে এক সফরে ছিলেন। সেখানে তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকার হিসাবে তাঁর ছেলে মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেবকে মনোনয়ন করার পরামর্শ দেয়া হয়। রহিমাহুমুল্লহ। সে সময় তিনি উত্তর দেন, “এই ফয়সালা নিজামুদ্দিনে হবে। এখানে নয়।”

অন্য কথায় এটাই মূলনীতি যে , এই মেহনতের সকল বড় বড় বিষয় নিজামুদ্দিনে ফয়সালা হবে।

মাওলানা সাদ সাহেবের ইমারতের ঐতিহাসিক পটভূমিঃ

নিজামুদ্দিন মারকাজে ফিরে হজরতজী ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহি একজন প্রবীণ ও বিচক্ষণ বুযুর্গ মাওলানা উবাইদুল্লাহ খান সাহেব বালিয়াভি রহমাতুল্লহি আলাইহির সাথে কথা বলেন। তিনি বলেন , “হজরতজী! আমি ত্রিশ বছর যাবৎ আপনার সুহাবতে আছি। আপনাকে

কখনো সীরতের বাইরে কোন কিছু করতে দেখিনি। তাই আমার অভিমত হল, আপনি এই ব্যাপারেও সীরতের উপরেই অটল থাকেন| সীরত বলছে, সাইয়্যিদিনা উমার রদ্বিয়াল্লহু আনহু তাঁর ওফাতের পূর্বে ছয়জনের একটি শূরা বানিয়েছিলেন এবং নির্দেশ করে গিয়েছিলেন , তাঁরা নিজেদের মধ্যে থেকেই একজনকে আমীর হিসাবে বেছে নিবেন।"

এরপর ১৯৯৩ সালে যখন হজরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহি হজের সফরে ছিলেন, সারা দুনিয়ার জিম্মাদার সাথীগণ একত্রিত হন। তিনি তাঁদের সামনে এই প্রস্তাব রাখেন এবং আট জনের এক শূরা বানান। তাঁরা হলেনঃ

১. মাওলানা ইজহারুল হাসান সাহেব রহ. ভারত
২. মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেব রহ. ভারত
৩. মাওলানা উমার সাহেব রহ. পালানপুরী ভারত
৪. মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ. মদিনা
৫. মুফতী যাইনুল আবিদীন সাহেব রহ. পাকিস্তান
৬. হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব হাফিজহুমুল্লহ পাকিস্তান
৭. ভাই আফজাল সাহেব রহ. পাকিস্তান
৮. হাজী আব্দুল মুকিত সাহেব রহ. বাংলাদেশ

হজরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহি এই আট জনকে হজের পরে নিজামুদ্দিনে মাসোয়ারার জন্য একত্রিত হতে বলেন। যখন তাঁরা একত্রিত হন , হজরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহি আট জন থেকে বৃদ্ধি করে দশ জন করেন। এর মধ্যে একজন ছিলেন মাওলানা সাদ সাহেব , ওপর জন মিয়াজী মেহরাব সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহি। হজরতজী রহমাতুল্লহি

আলাইহি তাঁদের বলেন , আমি মারা গেলে আপনারা নিজেদের মধ্যে একজন আমীর বানিয়ে নিবেন। এটা ছিল হযরত উমার রদ্বিয়াল্লহু আনহুর অনুকরণে যা তিনি ইন্তেকালের পূর্বে করেছিলেন।

এখন এই প্রোপাগান্ডা শুরু করা এবং মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহিকে পরোক্ষভাবে সম্মানহানি করা যে তিনি সীরত থেকে বিচ্যুত হয়ে 'শূরা'র নিকট দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন , এটা অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়। নিজেদের অবস্থান প্রমাণ করার জন্য এই কথিত 'আলমী শূরা' গং মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহির মালফুজাত অপব্যাখ্যা করার প্রয়াস পাচ্ছে যে, তিনি শূরাইয়াত অনুসারে চালাতে চাইতেন। যদি তাই হত তাহলে তিনি দুইজন আমীর কেন নিযুক্ত করলেন না! একজন অজ্ঞ লোকও তাদের এই যুক্তির প্রতারণা বুঝতে পারবে। তারা কাকে বোকা বানিয়ে ধোঁকা দিতে চাচ্ছে?!

হজরতজী রহমাতুল্লহি আলাইহির ইন্তেকালের পরে তাঁর বাছাইকৃত শূরাগণ সেখানে ছিলেন। তবে ভাই আফজাল সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহি ভিসা পেতে অসমর্থ হয়েছিলেন। তাঁদের নয়জন জড়ো হন এবং তিন দিন ধরে মাসোয়ারা করেন।

এখন এ কথা প্রমাণিত যে, মাসোয়ারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর উদ্দেশ্য ছিল একজন আমীর মনোনীত করা। হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেবের চেয়ে বেশী বুঝার দরকার নেই। এক বছর আগে হাজী সাহেবের একটি একটি ক্লিপ whatsapp এ ভাইরাল হয়। দামাত বারকাতুহুম। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, *“হজরতজীর ইন্তেকালের পরে আমরা মাসোয়ারার জন্য একত্রিত হই। মাওলানা সাদ সাহেবের অভিমত ছিল যদি আমাকে আমীর*

বানানো হয় তাহলে মাওলানা যুবায়ের সাহেবের লোকজন কাজ থেকে সরে যেতে পারে। যদি তাঁকে আমীর বানানো হয় তাহলে আমার লোকজন কষ্ট পেয়ে সরে যেতে পারে।" এই ধরনের অভিমত তখনই আসতে পারে যদি মাসোয়ারার উদ্দেশ্য থাকে আমীর বানানো। অন্যথায় একজন মানুষ কেন এমন অভিমত দিবেন? এছাড়াও যদি শূরার হাতেই জিম্মাদারী অর্পণ করা হয়ে থাকে, তাহলে এই তিনদিনের মাসোয়ারায় তাঁরা ঠিক কি কাজ টা করে ছিলেন?

এই শূরাদের ফয়সাল ছিলেন মিয়াজী মেহরাব সাহেব। তিনজনের রায় ছিল মাওলানা যুবায়ের আমীর হতে পারেন। রহিমাহুমুল্লহ । তিন জনের রায় ছিল মাওলানা সাদ সাহেবের দিকে। মাওলানা সাদ সাহেবের অভিমত ছিল, যাকেই আমরা ফয়সালা করি না কেন , সমস্যা হবে। মাওলানা যুবায়ের সাহেব চুপ ছিলেন এবং হাজী সাহেব মাওলানা ইজহারুল হাসান সাহেবকে বলেন যে এখন চুপ থাকার সময় নয়। আপনার অভিমত বলুন। রহিমাহুমুল্লহ।

তৃতীয় দিন পরে, মিয়াজী মেহরাব সাহেব মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং ঘোষণা করলেন , "এখন থেকে এই তিনজন কাজ আগে বাড়াবেন: মাওলানা ইজহার , মাওলানা যুবায়ের , মাওলানা সাদ। যেহেতু কোন ঐক্যমত হয়নি, তিনজন 'আমীর' বাছাই করা হল।" রহিমাহুমুল্লহ।

লোকে জিজ্ঞাসা করে, "মাওলানা সাদ সাহেবকে কে আমীর বানিয়েছেন ?" আমরা বলি , "মিয়াজী মেহরাব সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহি তাঁকে নিজামুদ্দিন মারকাজের চার দেয়ালের মধ্যেই আমীর বানিয়েছিলেন।" বড়ই

পরিহাস যে, এখন যারা আপত্তি তুলছেন , তারা ফয়সালার সময় উপস্থিত ছিলেন। এখন কেন তারা প্রশ্ন তুলছেন?

এই ফয়সালা হবার ছয় মাসের মাথায় মাওলানা ইজহারুল হাসান সাহেব ইন্তেকাল করেন। রহিমাহুমুল্লহ। এরপর প্রায় আঠারো বছর মাওলানা সাদ সাহেব এবং মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহি এই মেহনতের জিম্মাদারীতে ছিলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে একটি তরতীব করে নেন, পর্যায়ক্রমে ফয়সালা করতেন। যখনই কোন জটিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আসত যিনিই ফায়সাল থাকুন , অন্যজনের সাথে পরামর্শ না করে সিদ্ধান্ত নিতেন না।

উদাহরণ: মাওলানা যুবায়ের সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহি একদফা ফয়সাল ছিলেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ উমুর এসেছিল যে , একটি বিশেষ দেশ এই উমুরের বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফয়সালা করতে অনুরোধ জানান। সে সময়ে মাওলানা সাদ সাহেব কান্ধালা ছিলেন। মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেব রহমাতুল্লহি আলাইহি মাওলানা সাদ সাহেবের না ফেরা পর্যন্ত তিনদিনেরও অধিক সময় যাবৎ ফয়সালা স্থগিত রাখেন।

মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেব ২০১৪ সালে ইন্তেকাল ফরমান। রহিমাহুমুল্লহ। এতে মাওলানা সাদ সাহেবই সিদ্ধান্ত গ্রহীতা হিসাবে থেকে যান। (এই সত্যকে পাশ কাটিয়ে আজ মিথ্যার সবচেয়ে বড় প্রচারক হল Whatsapp।)

কথিত 'আলমী শূরা' এবং তাদের রঙ্গ তামাশার সূত্রপাতঃ

মাওলানা যুবায়েরুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহির ইন্তেকালের অল্প কিছু পরেই রায়বেন্ড ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে হযরতদের মধ্যে

কয়েকজন হাজী সাহেব দামাত বারকাতুহুম এর কাছে আর্জি জানান যে , "আমরা শূরা গঠন করেছি এবং এটা চূড়ান্ত করা দরকার।"

কথিত 'আলমী শূরা' গঠনের ব্যাপারে মাওলানা তারিক জামিল সাহেবের অডিও ক্লিপ রয়েছে। তিনি বলেন , *"আমরা আলমী শূরা গঠন করে হাজী সাহেবের কাছে পেশ করলাম , তিনি দস্তখত করলেন। এরপর যখন মাওলানা সাদ সাহেবের কাছে পেশ করা হল , তিনি অসম্মতি জানালেন।"* হাফিজহুমুল্লহ।

মাওলানা সাদ সাহেব তাঁর অসম্মতির ব্যাখ্যা করেন যে , ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি 'আলমী শূরা' বাস্তবায়ন করার জন্য সহায়ক নয়। মাওলানা সাদ সাহেব উল্লেখ করেন – টঙ্গীতে, রায়বেন্ডে এবং হজের মৌসুমে আলমী মাসোয়ারা হচ্ছে , যা এতদিন আলমী শূরা ছাড়াই চলছে। তিনি আরো অভিমত দেন যে, প্রত্যেকটি দেশে যেমন বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতে আলাদাভাবে শূরা থাকতে পারে। এই সময়ে পাকিস্তান , বাংলাদেশের ইতিমধ্যেই শূরা রয়েছে। তাই মাওলানা সাদ সাহেব হাজী সাহেবকে কথা দেন যে, তিনিও ভারতে শূরা বানিয়ে নিবেন।

মাওলানা সাদ সাহেব বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মাওলানা আরশাদ মাদানী দামাত বারকাতুহুম এর নিকট এই পয়েন্টই তুলে ধরেন যে , "যদি আমাদের নিজামুদ্দিন মারকাজের ব্যবস্থাপনায় পাকিস্তানের কাউকে অন্তর্ভুক্ত করি, এটা কি ভারতের সরকারের কাছে সন্দেহজনক ঠেকবে না?"

যদি আমরা সাবধানতার সাথে এ বিষয়ে মাওলানা তারিক জামিল সাহেবের কথা শুনি, তিনি বলেছেন, "আমরা আলমী শূরা গঠন করেছি ", এর অর্থ হল হাজী সাহেব বা মাওলানা সাদ সাহেব কেউই আলমী শূরা গঠন করেন

নি। এমন কি যখন এটা বানানো হয়, তখন তাঁদের সাথে এ বিষয়ে কোন আলাপও করা হয় নি।

প্রশ্নঃ হজরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহির বানানো শূরার সর্বশেষ দুই জীবিত সদস্যদের ব্যাপারে কি এতটুকুও আশা করা যায় না যে, এমন একটা শূরা বানানোর পূর্বে তাঁদের সাথে একবার আলাপ করা হবে? এটা কি তাঁদের বিশেষ অধিকার ছিল না যে , যদি প্রয়োজন পড়ে তাঁরাই এমন শূরা বানাবেন?

যে লোকগুলো এই কথিত আলমী শূরা বানিয়েছেন তারা জানত যে , যদি হাজী সাহেব বা মাওলানা সাদ সাহেব তাদের আলোচনায় উপস্থিত থাকেন তাহলে তাদের এই ধারণা গ্রহণ করা হবে না। এজন্যই তারা তাঁদের বাদ দিয়ে এই শূরা বানায়। এরপরে তাঁদের কাছে পেশ করে।

প্রশ্নঃ মাওলানা তারিক জামিল সাহেব যে উল্লেখ করলেন , "'আমরা' আলমী শূরা বানিয়েছি", এই 'আমরা'টা করা? অন্য কথায়, তাহলে এই শূরা টা কে বানালো?

নিজামুদ্দিন মারকাজের জন্য শূরা গঠনঃ

৬ - ৮ ডিসেম্বর ২০১৫ নিজামুদ্দিনে সর্বভারতীয় পুরনোদের জোড় অনুষ্ঠিত হয়। ৭ই ডিসেম্বরে মাগরীব এবং এশার মধ্যবর্তী সময়ে মাওলানা সাদ সাহেব উপস্থিত মজমাকে জানান যে , তিনি রায়বেন্ড ইজতেমায় হাজী সাহেব দামাত বারকাতুহুমকে কথা দিয়েছিলেন যে, ভারত নিজেদের জন্য শূরা বানিয়ে নিবে। তাই এখনই উপযুক্ত সময়।

মাওলানা সাদ সাহেবের অভিমত ছিল প্রতি রাজ্য থেকে দুজন করে সর্বভারতীয় শূরা হতে পারে। অন্যান্য রায় আসল যে, এভাবে বিভিন্ন রাজ্য

থেকে মাসোয়ারার জন্য কতবার তাঁদের ডাকা যাবে , তাঁরাই বা কতবার শরীক হতে পারবেন?

মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব রায় দেন , শূরা নিজামুদ্দিনের মুকিমীনদের মধ্য থেকেই বানানো হোক এবং যাঁরা মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহির জামানা থেকে আছেন তাঁরাই শুধু থাকতে পারেন । এই রায় আমলে নিয়ে মাওলানা সাদ সাহেব কিছু নাম আহ্বান করেন। (মাওলানা সাদ সাহেব এভাবে সব সময়েই হাজী সাহেব, মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব এবং অন্যান্য বড়দের সম্মান করে এসেছেন। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে বড়দের অসম্মানের অপবাদ দেয়া হচ্ছে। এসব কিছুর মোকাবেলায় আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই যথেষ্ট)

নিম্নোক্ত নামগুলো আসে : মাওলানা ইব্রাহীম দেউলা , মাওলানা আহমাদ লাট, মাওলানা যুহাইরুল হাসান, মাওলানা সাদ, মাওলানা ইয়াকুব, মিয়াজী আজমত সাহেব, প্রফেসর আব্দুল আলীম সাহেব এবং মাওলানা আব্দুস সাত্তার সাহেব। হাফিজহুমুল্লহ।

মাওলানা সাদ সাহেব তাঁর ছেলে মাওলানা ইউসুফ সাহেবের নাম অনুরোধ করেন। যেহেতু তিনি মাত্রই এক সাল লাগিয়ে ফিরেছিলেন এবং বড়দের সুহাবতে থেকে কাজ শিখতেন। সকলেই সম্মতি জানান। এই নয়জনের নাম লিপিবদ্ধ করা হয় এবং মাওলানা সাদ সাহেব মাওলানা ইব্রাহীম এবং মাওলানা লাট সাহেবকে অনুরোধ জানান দস্তখত করতে। তাঁরা প্রথমে প্রয়োজন অনুভব না করলেও পরে দস্তখত করেন। সাথে মাওলানা ইয়াকুব সাহেবও করেন। এভাবে তাঁদের সামনেই শূরা গঠিত হয়েছে। ৮ই ডিসেম্বর দুআর পূর্বেই শূরা গঠন সম্পন্ন হয়।

এর বাইরে আরো তিনজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ দাঈ মুকিমীন হযরতের নাম এসেছিল, ভাই মুশতাক সাহেব মুম্বাই , মুফতী শেহজাদ ভুপাল এবং মাওলানা জামশেদ। কিন্তু তাঁরা মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহির জামানা না পাওয়ায় অন্যরা আপত্তি জানান। মাওলানা সাদ সাহেব এই আপত্তি মেনে নেন।

ব্যাঙ্গালোরের ভাই ফারুক নামগুলো লিখেন , দস্তখত সংগ্রহ করেন এবং মাওলানা সাদ সাহেবের নির্দেশনা অনুযায়ী হাজী সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেন। এখন যদি এই মানুষগুলো মাসোয়ারাতে না আসেন, এটা কি তাঁদের নিজেদের ভুল নাকি মাওলানা সাদ সাহেবের দোষ?

এই শূরা গঠিত হবার পরে সাত মাস মেহনত ঠিক ঠাক চলেছে। এই নয়জন প্রতিনিয়ত মাসোয়ারায় শরীক হয়েছেন।

আলমী শূরার সমর্থক এবং প্রবক্তাদের যুক্তি এবং বুঝের ভ্রান্তিঃ

রমজান মাসে কিছু সমস্যা দেখা দেয় , বহিরাগত কিছু লোকজন ঝামেলা করতে থাকে এবং ফলশ্রুতিতে কিছু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এটাকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে তারা মারকাজ ত্যাগ করেন।

যারা মারকাজ ত্যাগ করেছেন , তারা এখন 'শূরা' 'শূরা' বলে শোরগোল করছেন। অথচ তারা খুব ভালো ভাবেই জানেন যে শূরা বানানো হয়ে গেছে এবং তারাও এর অংশ।

নিজামুদ্দিন মারকাজের প্রায় সকল সিদ্ধান্তই 'তাজবীজ' দ্বারা সম্পন্ন হয়। খুবই সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদে শূরা বা তাজবীজ দ্বারা যা সিদ্ধান্ত হয় , মাওলানা সাদ সাহেব তা অনুমোদন করেন মাত্র। যদি তাহকীকের প্রয়োজন অনুভব করেন তবে নিজামুদ্দিন গিয়ে মাসোয়ারায় বসুন এবং

নিজের চোখে দেখে আসুন। যদি তাজবীজকৃত বিষয়ে কোন পরিবর্তন করতে হয় তাহলে , তিনি আগে পরিবর্তন কেন দরকার তা মুজাকারা করেন এবং অন্যের রায় নিয়ে পরিবর্তন করেন। তাই এমন প্রোপাগান্ডা নেহায়েত অপপ্রচার যে, মাওলানা সাদ খেয়াল খুশি মত ফয়সালা করেন।

পূর্বে উল্লেখিত বিষয় গুলো আমলে নিয়ে এটা কি বলা যায় না যে, তারা আলাদা হবার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছেন! রূপক অর্থে , কেউ আলাদা হয়ে নিজস্ব দোকান খুলতে চায়, এতে কি আমাদের মাথাব্যথা থাকা উচিত?

যখন তারা বলেন যে, শূরা হওয়া উচিত এবং রোটেশন পদ্ধতিতে ফয়সাল থাকা উচিত, তাহলে তাদের জিজ্ঞেস করুন যে, এই ফয়সাল কারা হবেন? তারা কি দৃষ্টিকটু ভাবে নিজেদের নামই প্রস্তাব করছেন না ? যদি তারা অন্য কারো জন্য সংগ্রাম করতেন তাহলে হয়ত নিজেদের একটা বুঝ দিতে পারতাম। কিন্তু তারা কথিত এই আলমী শূরার একটি 'পদ' পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সংগ্রাম করছেন।

হযরত মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লহি আলাইহি বলেন, "যে নিজের কুরবানী দেখে সে এক পর্যায়ে পদাকাঙ্খী হয়ে উঠবে এবং যদি তা না পায় তাহলে ফিৎনা করবে।" তাই আমাদের নিজেদের কুরবানীর দিকে তাকানো উচিত নয়, বরং নিজেদের দুর্বলতা এবং ভুল সমূহের দিকে তাকানো উচিত। কত তালীম ছুটে গেছে, কত গাশত বা দ্বীনী তাকাজা ছুটে গেছে!

আজ আমরা এসব আওয়াজ শুনছি যে আমরা ৪০ - ৫০ বছর যাবৎ কাজে লেগে আছি। আমরা পুরানা। এরাই সেই লোক যাদের সাধারণ সাথীরা অনুসরণ করে এবং অবিশ্বাস্য কণ্ঠে প্রশ্ন করে , "পুরানা সাথীরা কি ভুল

করতে পারেন?” প্রকৃত প্রশ্ন হল, “কেন পুরানা সাথীর ভুল হতে পারে না?”

আম্মাজান আয়িশাহ রদ্বিয়াল্লহু আনহাকে যখন মুনাফিকরা অপবাদ দিচ্ছিল, তখন দুইজন বদরী সাহাবী হযরত হাসসান এবং হযরত মিসতাহ রদ্বিয়াল্লহু আনহুমাও তাদের সাথে জড়িয়ে যান। আমরা কি বদরী সাহাবীদের মর্যাদা জানি? এমন মর্যাদাবান সাহাবীগণও যদি পরিস্থিতি বা অবস্থার শিকার হতে পারেন, তাহলে আমাদের মুরুব্বীগণ কেন নয়? যারা মনে করেন পুরানাগণ ভুল করতে পারেন না, তাদের বিবেচনা করা দরকার সবচেয়ে পুরানা হল শয়তান। সে ফেরেশতাদের ‘মৌলভী’ ছিল এবং ৬০,০০০ বছর ইবাদত করেছে। সে কি কোন ভুল করেছিল?

মুন্তাখাব আহাদীসের ব্যাপারে মাসোয়ারা এবং ভুল বুঝাবুঝিঃ

আরেকটা প্রোপাগান্ডা হল, মুন্তাখাব আহাদীসের তালীমের ব্যাপারে যে, এটা নাকি মাসোয়ারার দ্বারা তায় হয়নি। **সত্য কথা হল, এই কিতাবের সংকলন শেষ হবার পরেই ৯০ এর দশকের শেষের দিকে মক্কা মুকাররমায় এই ব্যাপারে মাসোয়ারা হয়।**

হজের মৌসুমে এক মাসোয়ারায় ফয়সালা হয় মুন্তাখাব আহাদীসের তালীম হবে এবং ঐদিনই মাগরীবের আগে হারাম শরীফে হাজী সাহেব দামাত বারকাতুহুম তালীম শুরু করবেন। তবে মাগরীবের সলাতের আগে কিছু ভারী সাথী হাজী সাহেবকে বাধা দেন যে, এই কিতাব পড়া যাবে না। তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, “দেখ, এই কিতাবে কার নাম আছে?” তাঁর উপরে এতই চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল যে, তিনি বায়তুল্লহ শরীফে মাগরীব আদায়ে অসমর্থ হন।

হজ থেকে নিজামুদ্দিনে ফিরে , দ্বিতীয়বার মাসোয়ারা হয় এবং চূড়ান্ত ফয়সালা হয় যে, মুন্তাখাব আহাদীসের তালীম হবে। যদিও বিভিন্ন মতামত এসেছিল। মাসোয়ারায় বিভিন্ন মতামত আসবে এটাই স্বাভাবিক।

কিছু লোক অপযুক্তি দেখায় যে , প্রত্যেক আমীর যদি এভাবে নতুন নতুন কিতাব যোগ করতে থাকে তাহলে তো সফরকারী জামাতকে এক সেট কিতাব নিয়ে চলতে হবে।

তাদের জ্ঞাতার্থে আরজ , ফাজায়েলে আমল একটি কিতাব নয়। ছয়টি কিতাব এক মলাটে বাঁধাই করা হয়েছে। সপ্তম কিতাব হল ফাজায়েলে সাদাকাত। মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহির জামানায় বিভিন্ন সময়ে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন কিতাব লেখা হয়। ফাজায়েলে হজ এবং ফাজায়েলে সাদাকাত মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লহি আলাইহির জামানায় শুরু হয়। তাই তাঁর সময়ে মোট সাতটি কিতাবের তালীম হত। মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমাতুল্লহি আলাইহি অষ্টম কিতাব চালু করেন, পাসতী কা ওয়াহেদ এলাজ। মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লহি আলাইহির পরে অন্যান্য আমীরগণ যদি নতুন নতুন কিতাব চালু করতে পারেন , তাহলে মাওলানা সাদ সাহেবের মুন্তাখাব আহাদীস চালু করার বিরুদ্ধে এই হট্টগোলের কি প্রয়োজন?

অতএব প্রকৃত আপত্তি হচ্ছে এই কিতাবে মাওলানা সাদ সাহেবের নাম কেন? যদি তিনি তাঁর নাম মুছে দেন তাহলে কোন আপত্তি থাকবে বা। এই আপত্তি তাহলে হিংসার থেকে উৎপত্তি।

মাসোয়ারার মাকসাদ হল , আমীরের আনুগত্য, যদিও বা তিনি সংখ্যালঘু রায় অনুসারে ফয়সালা করেন। মাসোয়ারার পূর্বে বিভিন্ন মতামত থাকতে পারে, কিন্তু ফয়সালা হয়ে গেলে সবার মতামত এক হবে।

ওহুদের জিহাদের সময়, সকল সাহাবাদের রায় ছিল, আমরা ওহুদের দিকে যাব এবং লড়াই করব। রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছা ছিল মদীনাতে থেকেই আত্মরক্ষা করা। কিন্তু সাহাবাদের জোরাজুরির কারণে ফয়সালা করলেন, মদীনা থেকে বের হয়ে লড়াই করা। যখন তিনি প্রস্তুতি নেয়ার জন্য ঘরে গেলেন হযরত আবুবকর এবং উমার রদ্বিয়াল্লহু আনহুমা অন্য সাহাবীদের বুঝাচ্ছিলেন যে , রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছা ছিল মদীনা থেকেই প্রতিরোধ করা।

যখন রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হন, তখন সব সাহাবী একমত হয়ে বললেন যে, যদি আল্লহর রসূলের ইচ্ছা হয় মদীনাতে থেকে প্রতিরোধ করা তবে , আমরা তাতেই রাজি। রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একবার যদি নবীগণ অস্ত্রসজ্জা গ্রহণ করেন, তাহলে আর তাঁরা অস্ত্র রাখতে পারেন না। অন্য কথায় , এখানে এই বার্তা দেয়া হয়েছে, মাসোয়ারা হয়ে গেছে। এখন সবাইকে ফয়সালা মেনে চলতে হবে।

এই যুদ্ধে , সত্তর জন সাহাবা শহীদ হন। রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও আহত এবং সংজ্ঞাহীন হন। এরপর আরো আট বছর তিনি হায়াতে ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনোই কোন সাহেবকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কাউকে ইঙ্গিতও দেননি যে , এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল

কারণ তোমরা আমার কথা শুন নি। এর কারণ এটাই যে , মাসোয়ারার মূলনীতি হল, মাসোয়ারার পরে সকলের অভিমত একই।

মাসোয়ারার এই মূলনীতি প্রয়োগ করে বলা যায় , নিজামুদ্দিনে মাওলানা সাদ সাহেবের ফয়সালা ছিল মুন্তাখাব আহাদীসের তালীম হবে। এই তালীমের ব্যাপারে আপত্তি সত্ত্বেও , মূলনীতি হল একবার ফয়সালা হয়ে গেছে, সবাইকে এই ফয়সালার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কিন্তু এর বদলে, মাসোয়ারা হয়ে যাওয়ার পরেও, কিছু লোক বলছে, "এটা আমাদের রায় ছিল না , এরপরও এই ফয়সালা করা হল কেন ?" তার মানে, ওই লোকগুলো এটাই সিদ্ধান্ত নিল যে , মাসোয়ারা হওয়া সত্ত্বেও, মাসোয়ারার বিরোধিতা করে, তারা এই কিতাবের তালীম হতে দিবে না।

দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাওলানা সাদ সাহেবের ব্যাপার নিয়ে নোংরামীঃ

শেষ আলোচ্য বিষয় হল মাওলানা সাদ সাহেবের কিছু বয়ানের ব্যাপারে দেওবন্দের আপত্তি। এটা তাদের ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে , যখন তারা বলছেন যে , তিনি কুরআনের আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দিচ্ছেন অথবা জুমহুর মতের বিপরীতে অপ্রচলিত মতগুলো বর্ণনা করছেন।

যখন মাওলানা আরশাদ মাদানী হাফিজহুমুল্লহ এসব ইস্যুতে মাওলানা সাদ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন , হজরতজী তাঁকে ২৭ টি আরবী তাফসীর সঙ্কলন দেখান এবং মাওলানা আরশাদ মাদানী সাহেবকে জানান যে , যখন তিনি বয়ান করেন, এসব তাফসীর থেকেই বয়ান করেন। আমাদের কিস্তির সৌজন্যে আমরা অসংখ্য বার দারুল উলূমকে অনুরোধ করছি , যেসব বক্তব্যের ব্যাপারে তাঁদের আপত্তি রয়েছে , তাঁরা যেন প্রতিটি ধরে ধরে গ্রহণযোগ্য সূত্রের বরাত দিয়ে প্রমাণ করেন যে, এসব কথা ভুল।

মাজাহেরুল উলূমের মূহতামীম মাওলানা সালমান সাহেব দামাত বারকাতুহুম উলামাদের এক জামাতকে তাশকীল করেছেন তাঁরা যেন মাওলানা সাদ সাহেবের সকল বয়ান তদন্ত করেন। কিছু বয়ান ছিল তাকওয়ার ভিত্তিতে এবং সেগুলো আলাদা করা হয়। বাকি গুলোর রেফারেন্স বিভিন্ন তাফসীর কিতাবে পাওয়া গেছে। এমন নয় যে , একজন আলেমের সকল তাফসীর জানা থাকবে। বিভিন্ন তাফসীর বিভিন্ন রকমের হয়।

খুবই সহজ একটা উদাহরণ: ফাজায়েলে তাবলীগে "রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাহ..." এই আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত শায়খুল হাদীস রহমাতুল্লহি আলাইহি "হাসানাহ" শব্দের তাফসীরেই শুধুমাত্র সাহাবাহ কেরাম থেকেই বেশ কিছু ভিন্ন ভিন্ন অভিমত উল্লেখ করেছেন।

অতি সম্প্রতি , আরেকটি অভিযোগ উঠেছে যে , মাওলানা সাদ সাহেব বলেছেন, আসহাফে কাহাফের সঙ্গী কুকুর নয় বরং বাঘ ছিল। হ্যাঁ , মেজরিটি তথা জুমহুর মত তো এটাই যে, ওটা কুকুর ছিল, বাঘ নয়। কিন্তু এর এর অর্থ এই নয়, যে 'ওটা বাঘ ছিল' এ কথা পরিষ্কার ভাবে অস্বীকার করা যাবে। কেননা, জুয়ারজ রহিমাহুমুল্লহ একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ছিলেন, তিনি বলেছেন 'কালবুহুম' দ্বারা বাঘও বুঝায়। আমরা সাধারণত অধিক বর্ণিত মতামত গুলো গ্রহণ করে থাকি , কিন্তু তাই বলে অন্যান্য বিপরীত মত সমূহ স্বয়ংক্রিয় ভাবে সরাসরি বাতিল হয়ে যায় না।

আরেকটা ইস্যু হল , মিথ্যা বর্ণনা সংক্রান্ত। মাওলানা সাদ সাহেব এ কথা বলেন নি, "যে কুরআনের জন্য বেতন নেয় ", তিনি বলেছেন, "যে দ্বীনকে দুনিয়া কামানোর জন্য ব্যবহার করে সে ফাহেসা মহিলার আগে জাহান্নামে

যাবে।" এবং সূত্র হল হায়াতুস সাহাবার তৃতীয় খন্ড। যেখানে মুহাজিদ রহিমাহুমুল্লহ বর্ণনা করেছেন, উমার রদ্বিয়াল্লহু আনহু বলেছেন, "যে দ্বীনের দ্বারা দুনিয়া অর্জন করে সে ফাহেসা মহিলার আগে জাহান্নামে যাবে।" তাই এই কথা গুলো মাওলানা সাদ সাহেবের নয় বরং সাইয়্যিদিনা উমার রদ্বিয়াল্লহু আনহুর।

এরপরেও, মাওলানা সাদ সাহেব সকল আপত্তিকৃত বিষয়ে রুজু করেছেন , এমনকি যেসব কথা তিনি তাকওয়ার ভিত্তিতে বলেছিলেন সে সব থেকেও। যেমন তিনি বলেছিলেন , ক্যামেরা মোবাইল পকেটে নিয়ে নামায অনুমোদিত নয়।

প্রশ্নঃ রুজু করার পরেও এই লোকগুলো কি চায় ? শব্দ তো ফিরিয়ে নেয়া যায় না। তিনি যা করতে পারেন তা হল , ভবিষ্যতে এই বিষয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে পারেন।

সর্বশেষ, মুসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে , এই প্রসঙ্গটি তাঁকে আঘাত করার জন্য লাঠি হিসাবে তোলা তাদের আদত হয়ে গেছে। ইস্যুটা ছিল মাওলানা সাদ সাহেবের কাহিনীটা উল্লেখ করার ধরণ , তাঁর বলার ধরণটা এমন একজন মহান নবীর সম্মানের সাথে খাপ খায় না। এরপর থেকে মাওলানা সাদ এই ঘটনা বর্ণনা করা থেকে বিরত থেকেছেন। কখনোই উল্লেখ করেন নি।

এখানে প্রাসঙ্গিক বুঝার ব্যাপারটা হল , এখানে একটা গেম খেলা হচ্ছে। ২০১৬ সালের কথিত ফতোয়ায় আপত্তিকৃত কিছু জিনিস ২০০১ সালের মিনা বাজার ইজতেমায় বয়ান করা হয়েছিল। ইউটিউবে ঐ অডিও এতদিন ধরেই বিদ্যমান ছিল। ১৫ বছর পরে এই ব্যাপারে আপত্তি তোলা হল ?

দারুল উলুম তাহলে এই ১৫ বছর কি করেছেন ? এর উদ্দেশ্য কি দ্বীনের খেদমত, নাকি মারকাজ ত্যাগী ভিন্ন মত গুলির মদদ করা?

দেওবন্দ যখন কোন ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই (বক্তব্য) প্রত্যাহার তথা রুজু করতে বলেন , মাওলানা সাদ সাহেব দেওবন্দে চিঠি লিখেন। তিনি উল্লেখ করেন (কপি আছে) , "বান্দা কোন ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই রুজু করতে তৈয়ার। বান্দা দেওবন্দের মাসলাকের সাথেই আছে। এবং মউত পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লহ।"

যদি আপনি মনে করেন আমি যা বলছি তা অনির্ভরযোগ্য , তাহলে আপনি নিজেই দেওবন্দ যান এবং আমি যা বলেছি যাচাই করুন অথবা মুফতী সাহেবের কাছে ফোন করুন। আমার কাছে নম্বর আছে।

গতকাল (২৮ জুলাই) যখন বাংলাদেশের উলামাগণ মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করলেন যে , তিনি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত থেকে খারিজ হয়ে গেছেন , মুফতী আবুল কাসেম সাহেব দামাত বারকাতুহুম স্পষ্ট করেছেন এই বলে , "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আমরা কখনোই বলি না যে মাওলানা সাদ সাহেব আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত থেকে বের হয়ে গেছেন। আমাদের তাঁর কিছু কথার ব্যাপারে আপত্তি ছিল, শুধু এতটুকুই উল্লেখ করেছি।"

প্রিয় ভাইয়েরা , আল্লহ আমাদের এই মেহনত দিয়েছেন। এই মেহনতে অংশ নিন। এই কাজের রেফারেন্স হল নিজামুদ্দিন। আর মাওলানা সাদ সাহেব সেই পরিবার থেকে যাঁরা এই মেহনতের জন্য সর্বস্ব কুরবানী দিয়েছেন।

কে ভুল করে না ? একজন মানুষ দৈনিক ছয় ঘন্টা কথা বলেন এবং আপনি তাঁর থেকে সামান্য বিচ্যুতিও পাবেন না। এমন দাবি কি আমরা করছি? এবং, যদি কোন ভুল হয়ে যায় , তাঁকে সারা দুনিয়াতে অমর্যাদা করার জন্য প্রচার করে বেড়ানোর চেয়ে তাউইল (সঠিক অর্থ প্রকাশ করা) দরকার। আমরা কি এটা ভেবে রেখেছি যে , আমাদের আল্লহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না ? যেমন আল্লহ তায়ালা বলেছেন , "যদি তুমি দ্বীনের একজন আলেমের অমর্যাদা/অসম্মান কর , তাহলে কবরে তোমার চেহারা ক্বিবলা থেকে ঘুরিয়ে দেয়া হবে।"

মানুষের কোন লজ্জা নেই , একটি পরিবার আমাদের জন্য সর্বস্ব কুরবানী করলেন, আর আমরা তাঁদের সন্তানের সাথে এমন আচরণ করলাম!

ইখতিলাফের সহীহ তরীকাঃ

যারা মারকাজ ত্যাগ করেছেন তারা ইখতিলাফের সহীহ তরীকা অবলম্বন করেন নি। সীরত থেকে দুইটি ঘটনা উল্লেখ করছি যাতে এই ব্যাপারটা আমাদের কাছে পুরোপুরি সাফ হয়ে যায়। একটি হযরত সাদ বিন উবাদাহ এবং অন্যটি আবু যার রদ্বিয়াল্লহু আনহুমা সম্পর্কে।

হযরত সাদ বিন উবাদাহ রদ্বিয়াল্লহু আনহুঃ

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে আনসারগণ বললেন, হযরত সাদ বিন উবাদাহ রদ্বিয়াল্লহু আনহু আমাদের আমীর হবেন, আমরা তাঁর আনুগত্য স্বীকারে প্রস্তুত আছি।

মুহাজিরগণ বললেন হযরত আবুবকর রদ্বিয়াল্লহু আনহু আমাদের আমীর হবেন।

হযরত উমার রদ্বিয়াল্লহু আনহু বললেন, “আমি রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, উম্মতের আমীর শুধুমাত্র একজন হবেন।”

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ , যদি একজন আমীর থাকেন এবং অন্য কেউ মাথা গলায়, তাহলে ঐ মাথা কাটা যাবে, তাতে সে যতই বুযুর্গ হোক। তিনি আরো বলেন, যদি তোমাদের ইমাম গুনাহগার হয় এবং সে ভুল সময়ে নামায আদায় করায় , তোমরা অবশ্যই তার পিছনে নামায আদায় করে নাও, তবুও উম্মতের মাঝে ফিৎনা করো না। উম্মতের ইস্তেমাইয়াত/ঐক্য ধরে রাখার জন্য এতখানি ছাড় দেয়া হয়েছে। বর্তমানে তাবলীগের মাসআলা গুলো কি অসময়ে নামায আদায় করার চেয়েও গুরুতর?

তাই, হযরত সাদ বিন উবাদাহ রদ্বিয়াল্লহু আনহু আনসারদের আমীর হবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

হযরত উমার রদ্বিয়াল্লহু আনহু বললেন , আমীর একজন হবেন এবং রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবুবকর রদ্বিয়াল্লহু আনহুকে আমীর বানিয়েছেন। তাই , সকলেই হযরত আবুবকর রদ্বিয়াল্লহু আনহুর আনুগত্য ঘোষণা করলেন তথা বায়আত হলেন, চারজন বাদে।

তাঁদের মধ্যে তিনজনও শেষ পর্যন্ত আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু হযরত সাদ বিন উবাদাহ রদ্বিয়াল্লহু আনহু করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মদীনা ত্যাগ ত্যাগ নি, হযরত আবুবকর রদ্বিয়াল্লহু আনহুর ইমারতের কোন বিরোধিতা করেন নি, তার বিরুদ্ধে কোন মজলিস বা পরামর্শ সভা বসান নি। অর্থাৎ তাঁর পক্ষ থেকে কোন রকম প্রোপাগান্ডা হয় নি।

এর থেকে শিক্ষা হল , আপনি যদি একজনকে আমীর হিসাবে বিবেচনা নাও করেন, আপনাকে চুপ থাকতে হবে।

দ্বিতীয়, এমন লোকও ছিলেন যাঁরা আম্বিয়াদের পরে মহত্তম ব্যক্তিত্বের অর্থাৎ হযরত আবুবকর রদ্বিয়াল্লহু আনহুর অনুগত্য ঘোষণা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন; আমরা কি আশা করি সকলে মাওলানা সাদ সাহেবের অনুগত্য করবে? না। তবে যারা মারকাজ ত্যাগ করে চলে গেছেন , তাদের আমরা পরামর্শ দিব, তাই করুন যা হযরত সাদ ইবনে উবাদাহ রদ্বিয়াল্লহু আনহু করেছিলেন। ইখতিলাফ সত্ত্বেও তিনি মাদীনা তথা তৎকালীন মারকাজ ত্যাগ করে যাননি , মাসোয়ারা থেকেও বের হয়ে যাননি। সীরত আমাদের এটাই শিক্ষা দেয়।

কে আপনাদের পরামর্শ দিল ইখতিলাফের ; মারকাজ ত্যাগ করার , আলাদাভাবে মারকাজ করার জন্য মেহনত করার , এভাবে নিজামুদ্দিন থেকে সাধারণ মানুষদের বিচ্ছিন্ন করার?

আবু যার রদ্বিয়াল্লহু আনহুঃ

দ্বিতীয় বর্ণনা হল, হযরত আবু যার গিফারী রদ্বিয়াল্লহু আনহু এবং হযরত উসমান রদ্বিয়াল্লহু আনহু এর মধ্যে ইখতিলাফ সম্পর্কে। ফলশ্রুতিতে হযরত উসমান রদ্বিয়াল্লহু আনহু মাসোয়ারা করেন এবং এর প্রেক্ষিতে হযরত আবু যার রদ্বিয়াল্লহু আনহুকে পরামর্শ দেন বাকি জীবন ‘রাবজা’ নামক এলাকায় অতিবাহিত করতে। তিনি এই ফয়সালা মেনে নেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেন কিছু খাবার রান্না করতে। স্ত্রী জবাব দিলেন, “আপনি তো বিদায় নিতে বসেছেন, এখন কে খাবে?”

তিনি স্ত্রীকে জানান , একটা জামাত আসবে , যারা তাঁকে গোসল দেয়া , কাফন, জানাযা ও দাফনের ব্যবস্থা করবে। ঐ জামাত পৌঁছালে যেন তাদের খাওয়ানো হয়। কিছুক্ষণ পরে আবু যার গিফারী রদ্বিয়াল্লহু আনহুর স্ত্রী একটি জামাত দেখলেন যারা হজ থেকে ফিরছিলেন। তিনি তাদের সংকেত দিলেন। তিনি ঐ জামাতের কাছে তাঁর স্বামীর ইন্তেকালের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে অনুরধ করেন যে , তাদেরকে পরবর্তী জিম্মাদারী গুলো আদায় করতে হবে।

হযরত আবু যার রদ্বিয়াল্লহু আনহু মাসোয়ারার ফয়সালা মেনে নিয়ে জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে গিয়েছিলেন। আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর জরুরত পূরণ করার ব্যবস্থা করে দেন।

এই ঘটনা গুলো থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে , হযরত সাদ ইবনে উবাদাহ রদ্বিয়াল্লহু আনহুর ইখতিলাফ ছিল , কিন্তু তিনি নিজ গরজে আমীর থেকে বিচ্ছিন্ন হননি। অন্যদিকে হযরত আবু যার রদ্বিয়াল্লহু আনহু বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলেন কারণ মাসোয়ারায় এভাবেই ফয়সালা হয়েছিল।

তাই প্রিয় সাথী ভাইয়েরা , আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ১০০ বছরের ইস্তেমাইয়াতের বরকতে এই মেহনতকে সারা দুনিয়াতে চমকিয়েছেন।

কিছু সুযোগসন্ধানী মানুষ পরিস্থিতি থেকে ফায়দা উঠাতে চাচ্ছে। আমরা তাদের অনুসরণ করবে না। মেহনত এতদিন যেভাবে চলে এসেছে সেভাবেই চলবে। এতদিন যেভাবে নিজামুদ্দিনের সাথে জুড়ে কাজ করেছি সেভাবেই করব। যদি কোন সংশয় দেখা দেয় , আমাদের সওয়ালাত/প্রশ্ন নিজামুদ্দিনে পেশ করব।

এক ব্যক্তি ২৫টি সওয়াল নিয়ে হজরতজী মাওলানা সাদ সাহেবের কাছে আসল। মাওলানা সাদ সাহেব তাঁকে বললেন , “অবশ্যই আপনার সকল প্রশ্নের জবাব দেয়া হবে , কিন্তু তার আগে আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে।” ঐ লোক রাজি হলেন। হজরতজী তাঁকে বললেন, “আপনি ৭২ ঘন্টা এখানে থাকবেন এবং যতগুলো মজলিস হয় সবকটিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করবেন। ” ৩ দিন পরে মাওলানা সাদ সাহেব তাকে ডাকলেন এবং বললেন , “বলুন আপনার ২৫টি প্রশ্ন কি কি ?” লোকটি জবাব দিল, “হযরত তার আর দরকার নেই , আমি সকল জবাব পেয়ে গেছি।”

নিজামুদ্দিন আমাদের মেহনতের মারকাজ এবং দারুল উলূম আমাদের ইলমের মারকাজ। তাঁরা আমাদের দুই নয়ন। আমরা চাই না , আমাদের কোন এক চক্ষু অন্ধ হয়ে যাক। আল্লহর কসম, আমাদের উপর নিজামুদ্দিন মারকাজের এহসান এবং দারুল উলূম দেওবন্দের এহসান বরাবর। মেহনত সম্পর্কিত মাসোয়ারা আমরা নিজামুদ্দিনের সাথে করব এবং তালীম সংক্রান্ত পরামর্শ দারুল উলূমের সাথে করব। একজন কৃষক আরেকজন কৃষকের পরামর্শ নেয়। জমিনে পানি সেচ সংক্রান্ত পরামর্শ সে ডাক্তারের থেকে নেয় না।

সর্বশেষে, যদি এই কথায় কোন কিছু ভুল বলে থাকি , তাহলে তা আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং সেক্ষত্রে আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রথমতঃ আমরা নিজামুদ্দিন মারকাজ মানবো , এরপর আমাদের স্থানীয় মারকাজ, তার পরে , আমাদের স্থানীয় মসজিদের জিম্মাদারকে মানব। কুরআন পাকেও এই কাঠামো বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে আল্লহকে মানো ,

এরপর রাসূল, তার পরে তোমার আমীর। কোন ব্যক্তি আগে তাঁর বাবাকে মানবে, তারপর তার বড় ভাইকে।

আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের আমলের তৌফিক দান করুন। (হাফেজ ইয়াসীর সাহেবের মুজাকারা সমাপ্ত)

শিকাগো মারকাজে মুফতী নাওয়ালুর রহমান সাহেবের মুজাকারার থেকে নেয়া শ্রেষ্ঠাংশ।

আনুগত্য

দাওয়াতের মেহনতের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল আমীরের আনুগত্য।

তাই আলমী শূরা এ কথা বলতে পারে না যে আমীরের আনুগত্য কর না , কারণ তারা জানেন এমন বোকামীপূর্ণ প্রস্তাব কেউ মেনে নিবে না। বরং এর বদলে শূরাগণ বলবে যে কোন আমীর থাকবে না , অথবা আমীরের খারাপি বর্ণনা করবে।

ইমাম বুখারী রহিমাহুমুল্লহর বিরুদ্ধে এমনই মুখালিফাত ছিল যে তিনি নিজ শহর থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। এমনই কঠিন বিরোধিতা চলছিল যে , তিনি যেখানেই যেতেন লোকজন তাকে গ্রহণ করতে রাজি হত না। এভাবে আশ্রয়ের খোঁজে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে তিনি সফরেই ইন্তেকাল করেন। না তার নিজের শহরে আর না এমন কোন জায়গায় যেখানে তিনি হিজরত করেছিলেন।

ইমাম গাজ্জালী রহিমাহুমুল্লহ এর বিরুদ্ধেও কুফরীর ফতোয়া দেয়া হয়েছিল এবং বাজারে প্রকাশ্য জনসম্মুখে তাঁর ‘এহহিয়া উল উলূম ’ কিতাব পোড়ানো হয়েছিল।

পূর্বে, বেরেলভী এবং দেওবন্দীরা একই ছিল। মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রহমাতুল্লহি আলাইহি ছিলেন একাধারে একজন বড় মুহাদ্দিস, মুফতী, সুফি, ওলী এবং দার্শনিক। তিনি যখন দিল্লী জামে মসজিদে বয়ান করতেন, বসা তো দূরে থাক , দাঁড়ানোর জায়গাও পাওয়া যেত না। আমার পড়া তাসাউফের সবচেয়ে ভালো দুই কিতাব তাঁরই লেখা।

মাওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী, তিনি নিজেও খুবই বড় মাপের একজন আলেম ছিলেন, দাবি করলেন, মাওলানা ইসমাঈল শহীদ বলেছেন যে , নামাযে রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল আসা একটা গাধা খেয়াল আসার চেয়েও খারাপ। নাউযুবিল্লাহ। কথাটি এভাবে ছড়ানো হল যে, মাওলানা ইসমাইল শহীদ একটি গাধাকে যে সম্মান দেন , রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই সম্মানও দেন না। নাউযুবিল্লাহ । লোকজন বিশ্বাস করতে শুরু করলো , এখান থেকেই দেওবন্দী ও বেরেলভী বিভক্তি শুরু হয়।

এই ঘটনায় বুঝা যায়, ঐক্য নষ্ট করার একমাত্র উপায় হল, দুইজন মহান ব্যক্তির উপর সাধারণ মানুষের যে আস্থা ও নির্ভরতা ছিল , তার ভিত্তি নষ্ট করা। এরপরে এই বিভক্তি তাঁদের পরবর্তী মহান উত্তরসূরিদের মধ্যেও প্রবাহিত হয় , যেমন মাওলানা আশরাফ আলী থানুভি , মুফতী রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী প্রমূখ। রহিমাহুমুল্লহ । এই ক্ষতির দ্বারা শুধুমাত্র শত্রুরাই ফায়দা পেয়েছে।

একই ভাবে , তাবলীগের মেহনতের বরকতে বিশ্বব্যাপী যে ইস্তেমাইয়াত/ঐক্য এবং আমীর ও মারকাজের যে আনুগত্য অর্জিত হয়েছিল, আজ তা নষ্ট হয়ে গেছে।

মাওলানা উমার সাহেব পালানপুরী রহমাতুল্লহি আলাইহি প্রায়ই বলতেন , যখন কোন মুখলিস মানুষ এমন কারো সাথে মিশেন যার অন্তরে গোপন চাহিদা রয়েছে, তখন মুখলিসীন ব্যক্তিরাও সন্দেহে পতিত হয়ে যান , তাঁরা বুঝতে পারেন না, কি করা উচিত। এভাবেই মহান মানুষদের সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়।

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে একজন মহিলার সাথে কথা বলছিলেন। এক সাহাবী পাশ দিয়ে চলে গেলেন। রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে কথা বলছিলেন। সাহাবী উত্তর দিলেন , এটা না বললেও চলত, কারণ তিনি রসূলুল্লহ সম্পর্কে কোন বদগুমান করেন নি। রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন , শয়তান বন্যার পানির মত যে কোন জায়গায় যে কোন শরীরে প্রবেশ করতে পারে। তিনি যা বলেছেন তার অর্থ হল , শয়তান একজন সাহাবীকেও রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলতে পারে।

তাবলীগের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে যদি উপরের ঘটনা ব্যাখ্যা করি , নিচের প্রশ্নটি অকার্যকর হয়ে যায় , যা অনেকেই জিজ্ঞেস করছেন , “কিভাবে বড় বড় মুরুব্বীগণ ভুল বুঝতে পারেন বা মাওলানা সাদ সাহেবের ব্যাপারে হিংসা রাখতে পারেন এবং এ কারণে মারকাজ ত্যাগ করতে পারেন?”

আমরা অনেকেই যেহেতু বাস্তবতা জানিনা , এজন্যই আমাদের মধ্যে এই সন্দেহ এবং প্রশ্নগুলো আসছে।

তাই, আপনি যদি মারকাজের মারকাজিয়াত খতম করে দ্বীনের এই মেহনতের করতে চান , আপনি মনে করবেন যে , আপনি দ্বীনের মেহনত করছেন, কিন্তু আসলে তা নয়। বরং উম্মতের ঐক্য নষ্ট করে শত্রুদের মদদ করছেন।

আপনি যদি গাছের একটি ডাল কাটেন , পাতাগুলি একটা সময় পর্যন্ত সজীব থাকবে। কিন্তু এরপর পাতাগুলি শুকিয়ে যাবে। মারকাজ থেকে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের ফলাফলও এরচেয়ে বেশি কিছু হবে না।

কিছু লোক যুক্তি দেয় যে, মারকাজ কোন নির্দিষ্ট জায়গা নয়, যেমন মদীনা থেকে মারকাজ ইরাকের কুফা নগরীতে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল।

কিন্তু দুইটা কথা তারা বলে নাঃ

১. মারকাজ সরানোর কাজ আমীরই করেছেন এবং শুধু মারকাজ নতুন জায়গায় গেছে তাই নয় বরং আমীর নিজেও নতুন মারকাজে চলে গেছেন।

২. মারকাজ সরানোর পিছনে শরীয়ত সম্মত কারণ ছিল , কেননা আগের মারকাজ অর্থাৎ মদীনাতে রক্তপাত , খলীফার হত্যাকান্ড এবং বিশৃঙ্খলা হচ্ছিল।

নিজামুদ্দিনে কে খুন হয়েছে ? এসব যুক্তি দিয়ে তারা সাধারণ মানুষকে বোকা বানাচ্ছে।

ইস্তেমাইয়াতঃ

এই কাজ মারকাজ এবং আমীরের অধীনে ইস্তেমাইয়াত রক্ষা করার দ্বারাই চলবে। যে মুরুব্বীগণ মারকাজ ত্যাগ করে গেছেন , তাদের মুখেই আমি শুনেছি, "ইখতিলাফ হল, ইতায়াতের সাথে; ইতায়াত ব্যতীত ইখতিলাফ হয়

না। বরং সেটা মুখালিফাত এবং তা কোন পরিস্থিতিতেই জায়েজ নেই। আমীরের অনুগত থেকে যে কেউ অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারে।”

আমি ভারতের বহু প্রবীণ মুফতি সাহেবের সাথে আলাপ করেছি। তাঁদের অভিমত, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মাওলানা সাদ সাহেবের ইমারত বহু আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তাই আমাদের দায়িত্ব হল , আনুগত্য করা। আল্লহর তরফ থেকে তো পরীক্ষা নেয়া হবেই। আর এই পরীক্ষার নিমিত্তেই আমাদের সামনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মিথ্যা বর্ণনা হাজির করা হবে।

‘শূরা’ শব্দটি শুরু হয় একটা চিঠির মাধ্যমে, দাবী করা হয়েছে যে এই চিঠি নিজামুদ্দিন থেকে দেয়া হয়েছে, এবং চিঠিতে বলা হয়েছে, শূরা গঠন করা দরকার।

কিন্তু চিঠিটা নিজামুদ্দিন থেকে যায় নি , বরং এক ব্যক্তি নিজামুদ্দিনের নাম ব্যবহার করে পাঠিয়ে ছিলেন। যখন তাকে প্রশ্ন করা হয় , ৩০০০ পুরাতন সাথীসহ আমিও সেখানে ছিলাম। তার প্রতিক্রিয়া ছিল যে , তিনি ভুল করেছেন।

এভাবেই উম্মতের মধ্যে ভুল ধারণা জাগ্রত হয়। আমাদের কেউ কেউ একথা মনে করতে পারেন যে , আমি এখানেও যাই, ওখানেও যাই। এটা প্রমাণ যে তার অন্তরে দৃঢ়তার অভাব রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এমন ব্যক্তি অসাবধানতাবশত এমন এক গোষ্ঠীর স্ট্রাটেজিই প্রচার করছেন, যারা এমন সব লোক দ্বারা সমর্থিত যারা উম্মতের ঐক্য ধ্বংস করতে চায়। এমন ব্যক্তি মনে করবে যে, সে দ্বীনের মেহনত করছে, কিন্তু বাস্তবে সে না বুঝে এই মেহনত ধ্বংস করার কাজে অংশ নিচ্ছে। শয়তান বহুত ধুরন্ধর।

শয়তান আমাদের মেহনতেই লাগিয়ে রাখবে , কিন্তু আমাদের স্ট্রাটেজি বদল করে দিবে, এবং এর দ্বারা সেই জয়ী হবে।

পুরাতন সাথী হিসাবে , আমি আপনাদের বলব , বিভিন্ন অমুসলিম সংগঠন এবং ভারতের মন্ত্রীরা এই অপকৌশলের সাথে জড়িত আছে। অস্বাভাবিক পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছে , বহুবার তারা পরামর্শ করেছেন। আমি কোন কথার কথা বলছি না। প্রমাণ আছে।

যদি কোন মারকাজ না থাকে, তাহলে আমাদের বিভিন্ন মাসআলার সমাধান কোথায় হবে? আমরা তাকাজার জন্য কোথায় একত্রিত হব?

সমাপ্ত আলহামদুলিল্লাহ।